চাঁদিনী

ঐতিহাসিক নব-নাট্যোপন্যাস

বঙ্কিম পৌত্র, দামোদর দৌহিত্র
মিলন-শঙ্খ প্রণেতা—
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়
বিরচিত।

এক টাকা সংস্করণ।

প্রকাশক—
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।
"দেব-সাহিত্য-কুটীর"
২১।১, ঝামাপুকুর লেন; কলিকাতা।

বৈশাখ সংখ্যা
প্রথম সংস্করণ
দুই হাজার।
১৩৩০।

প্রিণ্টার—
শ্রীযুটবিহারী মজুমদার।
"মজুমদার প্রেস"
১০৩ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

দীপার্পণ

আমার কল্পনা-বাহিতা, চাঁদিনী বেগম ও মহারাণীকে, হিন্দু-মুসলমানের হৃদয়ে মিলন-মধুরতা ছোটাতে—মিলন-সূত্রে দু'টী হৃদয়কে একসূত্রে গাঁথতে—সম উচ্চতায়—সম শ্রদ্ধায় সমভাবে অঙ্কিত করেছি।

তাই এই মিলন-দীপধারিণী, প্রীতি-প্রেম-প্রবাহিনী, মাতৃ-রূপিণী, চাঁদিনী বেগমকে—হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন-দীপটীকে—আমার হিন্দু-মুসলমান জননী-ভগিনীর কুসুম-কোমল-কমল কোরক-কনককম করে,—মিলন-উৎফুল্ল-চিত্তে সাদরে—সাগ্রহে—সশ্রদ্ধায়—সানন্দে—অর্পণ করিলাম।

হিন্দু-মুসলমান মিলনাকাঙ্ক্ষী—

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চিত্র কর্ম্ম-ধারকগণ।

চিত্র গ্রহণকারী ও চিত্রাঙ্কণকারী — বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভাস্করাচার্য্য—বিলাত প্রত্যাগত কেওড়াতলা মহাতীর্থে লিখন-নিরত মহাত্মার মৃন্ময়মূর্ত্তিগঠনকারী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর পাল।

চিত্র সজ্জাকর— শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষাল।

সজ্জা সরবরাহকারী—চারু থিয়েটার।

ব্লক প্রস্তুতকারী— লক্ষ্মীবিলাস প্রেস।

ভাবপ্রদায়ক— শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ (মিনার্ভা থিয়েটার)।

চিত্রদাতাগণ।

পারস্য সুলতান— শ্রীযুক্ত ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় (ন্যাশানাল থিয়েটার)।

সম্রাট আলটামাস— " জনৈক এম. এ.

সম্রাট আরাম— " মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় (ষ্টার থিয়েটার)।

সাহাজাদা রুকুরুদ্দীন— " নারায়ণচন্দ্র দত্ত (জনৈক ছাত্র)।

সেনাপতি থুকার— " অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী (অন্নপূর্ণা থিয়েটার)।

সেনাপতি ফুকার— " বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (ফ্যান্সি থিয়েটার)।

দোরাণ খাঁ— " শ্যামলাল দত্ত (সন্তরণ-শিক্ষক)।

পারস্য সচীব— " গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় (মনোমোহন থিয়েটার)।

রাজা জলেশ— " সন্তোষকুমার দত্ত (আর্ট থিয়েটার)।

মন্ত্রী মহীধর— " মণিমোহন দাস (পার্শী থিয়েটার)।

সেনাপতি বিশ্বধর— " বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (কহিনুর থিয়েটার)।

চিত্রদায়িনীগণ।

চাঁদিনী বেগম ... মিস্ বিল্লী।

মহারাণী ... মিস্ রোজ।

রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী ... মিস্ ডুনিয়া।

সম্রাট-সুতা সোণালী ... মিস্ মজিয়া।

দীনের কথা।

দীন আমি—আমার দীনতার করুণ-কাতর কথা, নব্য-ভব্য প্রাচ্য শিক্ষা ভূষিত অদ্ভুত জীবের প্রাণে বেদনা জাগাতে—এ কথার অবতারণা নয়। এ কথার অবতারণা শুধু বাঙ্গালীর হীনতার স্মৃতি খোদিত করে রাখতে।

দীন আমি—দীনতার দারুণ নিষ্পীড়নে পঞ্চবিংশ বর্ষ থেকে আজ এই ত্রিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত এই পঞ্চ বৎসরে উপর্য্যুপরি প্রায় বিংশ উপন্যাস প্রণয়ন করেছি। প্রতি উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠা—আমার অভাবের অত্যাচার—আমার করুণ-কাহিনী অকপটে—উন্মুক্ত হৃদয়ে—বিনা দ্বিধায় জানিয়েছি। কিন্তু কোন প্রকাশক বা পাঠক—কোন দেশ-নেতা বা সভাহোতা—কোন বিদ্বান বা ধনবানের এক কণা করুণা বা সহানুভূতি পাই নাই। অথচ আমি বাঙ্গালীর জীবন সু-সজ্জায়, সু-শুভ্র ভূষায় অলঙ্কৃত ভূষিত করে—মহিমা নিকরে—গরিমা শিখরে অধিষ্ঠিত করেছি। প্রতি উপন্যাসেই বাঙ্গালীর গৌরব-গান গেয়েছি—উচ্চাসনে বাঙ্গালীকে বসিয়েছি—তবুও বাঙ্গালীর একটুও অনুকম্পা পাই নাই। হা ঈশ্বর! কেন আমায় সর্প-স্বভাবধারী—কুকুর সম তোষামোদকারী—শৃগাল সম ভীরু বাঙ্গালী করেছিলে। যে সব উপন্যাসে অবৈধ প্রেম-প্রবাহ অবাধে অ-প্রতিহতভাবে প্রবাহিত—যে সব উপন্যাস অলস-আবেশে—তরল চঞ্চল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত—যে সব উপন্যাসে খুড়ীমা, জেঠাইমা মাতৃ-শব্দহীন শুধু খুড়ী, জেঠী সম্বোধনে সম্বোধিত— বউদিদি, দিদি, দাদা শুধু 'The'তে অভিহিত—অর্থাৎ বৌদি, ছোট-দি, ছোট-দা—অভিনব উপাধিতে বরিত—যে সব উপন্যাসে থাকে শুধু পিয়ালার ঠুন্ ঠুন্—পিয়ানোর টুং-টুং—মোটরের ভোঁ—ভোঁ—যে সব উপন্যাসে নব যুবক-যুবতীর তরল চঞ্চল চিত্তকে বিচঞ্চল বিকল বিবশ ও বিপথগামী করে

তোলে—সেই সব উপন্যাস আজ সমাজে আদৃত—শিক্ষিতের পঠিত—কুলবালার বরিত। আর যে উপন্যাস অতীতের গৌরব-কাহিনী শুনিয়ে—অতীতের উজ্জ্বল আদর্শ দেখিয়ে—জাতীয় জীবন গঠিত করে—দুর্ব্বলকে সবল—ভীরুকে সাহসী করে তোলে—সে উপন্যাসের আদর নাই—কদর নাই—সে উপন্যাস লেখকের পেটে অন্ন নাই। আজ এত হেয়-হীন—এত ঘৃণ্য-নীচ হয়ে পড়েছে—এই বাঙ্গালী। যে দেশের সাহিত্য এত দীন—এত জঘন্য—এত তরল—সে দেশের উত্থান অসম্ভব। কণ্ঠ-শৃঙ্খলই তার উপযুক্ত ভূষণ।

দীন আমি—দীনতার পীড়নে এবং সাহিত্য-গজ—সমাজ-দীপধারী ও প্রকাশকগণের অবজ্ঞায় অপমানে মৃত্যু-ইচ্ছা জেগে উঠে প্রাণে। সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে উদ্যত ও হই—একবার নয়—দু দু-বার। কিন্তু বিধি বিরূপ—বিফল হলো প্রয়াস আমার। এমন সময়ে বঙ্গ-সাহিত্য সারস্বত-মহামণ্ডলের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল ভারতী জ্যোতির্ভূষণ আবির্ভূত হয়ে—তাঁর স্নেহ-করুণ কোমল করে আমার নয়নাশ্রু মুছিয়ে দিলেন। দীন তিনি—দীনের নয়ন-জলে—নিজের অশ্রু-জল মেশালেন। সাদরে আদরে আমায় বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ে অধিবেশিত বঙ্গ-সাহিত্য-সারস্বত মহামণ্ডল থেকে সাগ্রহ-সমাদরে **কাব্য-রত্ন** উপাধি বিভূষণে—বিভূষিত করলেন।

দীন আমি—কিন্তু সাহিত্য-নেতা—দেশ-নেতা—সমাজ-নেতাদের মত হীন নই—তাই আজ মুক্ত-কণ্ঠে তাঁর মহত্ব মনুষ্যত্বের জয়গান করছি। নতশিরে—যুক্তকরে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

দীন আমি—অর্থ বিনিময়ে সাহিত্যিকের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ক্রয় করবার সামর্থ্য-হীন আমি। তাই আমার বাসস্থানের অতি সন্নিকটবর্ত্তী দেশীয় প্রতিষ্ঠান চৈতন্য লাইব্রেরীতে আমার সাহিত্য-ক্ষুধা পূর্ণ করতুম। বঙ্গ-গৌরব—কর্ম্ম-বীর বাঙ্গালী গৌরহরি সেন মহোদয় আমায় যথেষ্ট স্নেহ

করতেন—পাঠাগারে আমার অবাধ গতিবিধি ছিল—কখনও অনাদর অসম্মান বা অসুবিধা তাঁর জীবিতকালে পাই নাই। তিনি আজ স্বর্গে এখন তাঁর অভাব মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করছি। তাঁর প্রয়াণ-পথ গমনের পর চৈতন্য লাইব্রেরী হইতে আমি অপমানিত হই। অবশ্য যখন আমার উন্মুক্ত দুয়ার রুদ্ধ হলো তখন স্বর্ণ-বোতাম বা অঙ্গুরী আমার প্রসাধন পরিবৃদ্ধি করে নাই। তাই বোধ হয় চৈতন্য অচৈতন্যের ন্যায়—বঙ্কিম বংশধর জেনেও আমার গতি-রুদ্ধ—আমায় অপমানিত করেন। দীন আমি—আমি শুধু এ বেদনা ঈশ্বরের পদে জানিয়েছিলুম।

চৈতন্য পাঠাগার সাধারণের—গ্রন্থকার ও সাধারণেরই জন্য রচনা—রচিত করেন। সুতরাং সাধারণ পাঠাগার গ্রন্থকারকে গ্রন্থসার সংগ্রহে আবশ্যকীয় ইতিহাসাদি পাঠ করিতে দিতে বাধ্য। কিন্তু এ যে বাঙ্গালা মুলুক কি না—মানুষের বড় অভাব—তাই এই যথেচ্ছাচার। চৈতন্য পাঠাগারের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির জানেন, যে একটীও বাঙ্গালী বঙ্কিম-বংশধরের—সাহিত্যিকের অপমানের জন্য উচ্চৈঃস্বরে কথা বল্‌বে না—তাই তাঁদের এই সাহস—এই অন্যায় অত্যাচার।

দীন আমি—উদরান্নের জন্য গ্রন্থ-সত্ব বিক্রয় করি আমি। প্রকাশকগণ গ্রন্থকারের রক্ত-ঘর্ম্ম-সিক্ত গ্রন্থরাজির সত্ব সামান্য—অতি সামান্য অর্থে ক্রয় করে লাভবান—ধনবান হন। আর দীন গ্রন্থকার এক জোড়া পাদুকা ব্যয়ে—পদদ্বয়ে ব্যথা আরোপে—ভিখারীর মত পুনঃ পুনঃ কাতর করুণ ভিক্ষায় তবে সে অর্থ আদায় করে। যদিও এ বিপুল বিশ্বে আমার—আমার বল্‌তে কেউ নাই; কিন্তু উদর আছে—শুধু জ্বালা বাড়াতে। তাই এই লাঞ্ছনা, গঞ্জনা —এই অপমানন৷ সহ্য করেও প্রকাশকের গর্ব্ব-লিপ্ত-নয়ন সম্মুখে যুক্ত-করে কাতরে দাঁড়াতে হয়। যে অর্থ উপার্জ্জন হয়—সে অর্থে ক্ষুদ কুঁড়োয় কোনরকমে জঠর-জ্বালা জুড়াতে হয়। এই আহারে—

এই অভাবে—দুর্ব্বল মস্তিষ্কে—দু'খানি কঙ্কাল অবলম্বনে বৎসরে চার পাঁচখানি উপন্যাস রচনা করতে হয়—বাধ্য হয়ে—দায়ে পড়ে। এ যে বাঙ্গালা দেশ—সু-সন্তান প্রসবিনী কি না! তাই মর্ম্মান্তিক দুঃখে, কষ্টে, ক্ষোভে লেখনী ত্যাগ করে দাসত্বের অনুসন্ধান করি। এমন সময়ে প্রথিত-যশা, প্রতিভাশালী, পুণ্য-পূত-চেতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব (মজুমদার) মহোদয়ের সুযোগ্য সন্তান শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দেব ও সুবোধচন্দ্র দেব রাম-লক্ষণ সম ভ্রাতৃযুগল স-সম্মানে আমায় আহ্বান করেন। ভ্রাতৃ-স্নেহে—প্রীতি-আলিঙ্গনে আমায় আবদ্ধ করেন। অন্যান্য প্রকাশকের ন্যায় 'দাঁও' শব্দকে কার্য্যকরী না করে, যোগ্য পারিশ্রমিক প্রদানে সম্মত হয়ে উপন্যাস রচনার্থে অনুরোধ করেন। শুধু তাই নয়—গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ ভার সরলান্তঃকরণে আমারই উপর অর্পণ করেন। তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত 'দেব-সাহিত্য কুটীর' থেকে মৎপ্রণীত 'মিলন-শঙ্খ' প্রকাশিত হয়—আজ আবার 'চাঁদিনী' আপনাদের সম্মুখে উপনীতা হইল। এ অর্থ আদায়ের জন্য আমায় উপানাৎ বাতিল করা দূরের কথা 'ক্রোশ' হুঙ্কারকারীগণেরও কর স্পৃষ্ট হয় নাই—আমায় ভিখারীর ন্যায় ভিক্ষাও করতে হয় নাই। তাঁহারা প্রকাশক হলেও—কার্য্যত যা কিছু করেছি আমি। তাঁরা শুধু আমার প্রার্থিত অর্থ সরবরাহ করে গেছেন—অথচ আজও কোন রূপ প্রতিশ্রুতি বা বিক্রয়-নিদর্শন পত্রে আমার স্বাক্ষর গ্রহণ করেন নাই। তাই আজ আমায় সর্ব্বজন সমক্ষে স্বীকার করতে হচ্ছে—এ গ্রন্থস্বত্ব আমি তাঁহাদের নিকট বিক্রয় করেছি—আর এ গ্রন্থের নিন্দা বা প্রশংসা সর্ব্বতোভাবে আমারই প্রাপ্য।

'মিলন-শঙ্খ' ও 'চাঁদিনী' এই দুই উপন্যাসের শোভা-সৌন্দর্য্য—ভাব-ভাষা—মাধুর্য্য মণ্ডিত করতে আমার সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছি। 'মিলন-শঙ্খ' সাধারণের করুণা পেয়েছে—দুই মাসেই দু-হাজার শঙ্খ বিক্রীত হয়েছে—আবার দ্বিতীয়বার শঙ্খ আরও সুন্দরভাবে নির্ম্মিত

হয়েছে। এখন 'চাঁদিনী' পাঠকের পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারবে কি না তা জানি না। তবে এটা জানি যে, আমার অন্যান্য অনেক উপন্যাস অপেক্ষা 'চাঁদিনী'—রূপে-গুণে—সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে শ্রেষ্ঠা।

যে সব প্রকাশকগণ, আমায় অবিশ্বাস করেছেন—আমায় রেজিষ্টারের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে লেখা পড়া করিয়েছেন—ভিখারীর মত পুনঃ পুনঃ অবজ্ঞ য় দু-একটা করে টাকা প্রদান করেছেন—তাঁরা আমায় প্রকারান্তরে জারজ বলেও গালি দিয়েছেন। কেন না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ধ্রুব ধারণা সামান্য অর্থ যে সব ভদ্রলোক অসদুপায়ে আত্মসাৎ করেন—তাঁরা কখনও ভদ্র-ঔরসজাত নহেন। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তাঁদের সংশ্রব ত্যাগ করি। তাঁরা—সেই বিদ্যা চড়চ্চাড়ি প্রকাশকগণ, স্বয়ং আমার উপন্যাসের প্রুফ দেখেন—তাই কোন উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে, স্বামী—স্ত্রীকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। কোন উপন্যাসে এক ব্যক্তির বহুনাম—কোন উপন্যাস সম্পূর্ণ অর্থ-হীন বিকার-গ্রস্থের প্রল [illegible] পূর্ণভাষায় প্রকটিত হয়েছে।

সুতরাং .. ব-সাহিত্য কুটীরের প্রতিষ্ঠাতা, বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয় প্রবোধ ও সুবোধচন্দ্রের এ উদারতা—এ বিশ্বাস সত্যই আমার প্রাণে এক নব ভাব-তরঙ্গ ছুটিয়েছে। শুধু তাই নয়—তাঁরা আমার বহুবিধ উপকার করেছেন। এ উপকার অপরের নিকট সামান্য বা স্বভাবজাত হলেও—আমার নিকট বহুমূল্য—অতুল্য—অমূল্য। কেন না, চিরদিন যে অন্ধকারে বসবাস করে এসেছে—সে খদ্যোৎ-দর্শনে সূর্য্য ভাবে। যে চিরকাল কূপে বাস করে এসেছে—সে তড়াগ দৃষ্টে সমুদ্র জ্ঞান করে। আমিও কখন বিশ্বাস বা সরলতা দেখি নাই—কখনও স্নেহ-প্রীতি কারও নিকট পাই নাই—তাই তাঁদের এ করুণা প্রীতি প্রেম আমার চক্ষে—আমার নিকট অতি উচ্চ, পূত, পবিত্র—আমার সাধনার সম্পদ।

'দেব-সাহিত্য-কুটীরের' প্রত্যেক নির্ম্মাল্যগুলিই স্বচ্ছ—সুন্দর—বিমল—নির্ম্মল। কোনটীতেই প্রাচ্যের ভাবোচ্ছ্বাস নাই—পিয়ালা—পিয়ানো নাই—অবৈধ অবাধ প্রেমোচ্ছ্বাস নাই। 'সতীত্ব কুসংস্কার' এ নব আবিষ্কারের আলোক নাই।

'দেব-সাহিত্য-কুটীরে' 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক সাহিত্যেশ্বর রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, 'বসুমতী' সম্পাদক সাহিত্য-সূর্য্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'ভারতীর' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সাহিত্য সারথি শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় পূজারীরূপে প্রবেশ করেছেন। সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বরূপিণী—সাহিত্য-জননী—সাহিত্য-বঙ্গ ভূষণা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীও তাঁহার বীণা করে আবির্ভূতা হয়েছেন।

দীন আমি—সুতরাং শিক্ষিতের চক্ষে ঘৃণ্য—ধনবানের নিকট নীচ হলেও আমি হৃদয়-হীন—নীচান্তঃকরণ নই। উপকারীর উপকারের প্রত্যুপকার করতে না পারলেও উপকার স্বীকার করি। তাই আজ মুক্ত-স্বরে স্বীকার করছি—প্রবোধচন্দ্র ও সুবোধচন্দ্র দেব মজুমদার আমার উপকারী—উপকারী—উপকারী।

ব্রাহ্মণ আমি—আমার অন্তরের সব শুভেচ্ছায় প্রার্থনা করি—'দেব-সাহিত্য-কুটীর' স্থাপক আমার বন্ধুদ্বয় দীর্ঘ-জীবন লাভ করুন। স্বাস্থ্য চির-বিনিদ্র—শান্তি চির-জাগ্রত থেকে রক্ষা করুক তাঁদের দেহ—অন্তর। সিদ্ধি ও সাফল্য—কণ্ঠে তাঁদের বিজড়িত হোক—কীর্ত্তি ও যশ ললাটে চির-অধিষ্ঠিত হোক।

অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৩৩।
২৩, ফকির চক্রবর্ত্তী লেন,
কলিকাতা।

দীন—
শ্রীপ্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায়।

চাঁদিনী

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"চাঁদিনী—"

"দিল্লীশ্বর—"

"না, না, দিল্লীশ্বর বলো না। দিল্লীশ্বর বল্‌তে অসংখ্য লোক আছে। কিন্তু প্রেম উৎস্য ছুটিয়ে—পুলকে প্রাণ মাতিয়ে—কর্ণকুহর সুধা সিঞ্চিত করে প্রাণেশ্বর বল্‌তে, আমার তুমি ভিন্ন আর কেউ নাই। তবে ছিল,—এক দিন ছিল। কিন্তু সে এখন নাই—চলে গেছে ঐ ঊর্দ্ধে—ঐ অজ্ঞাত দেশে। তার স্মৃতি সজীব রাখ্‌তে, শুধু রেখে গেছে একমাত্র কন্যা সোনালীকে। তোমার মুখে চোখে দেখি, সেই স্বর্গীয়ার স্বর্গীয় দীপ্তি,—তোমার বাক্যে শুনি তারই ঝঙ্কার। কিন্তু সে তোমার মত দিল্লীশ্বর বলে ডাক্‌তো না—প্রাণের সব আবেগ স্বরে এনে প্রাণেশ্বর বলে ডাক্‌তো। আমায় ভাল যদি বাস চাঁদিনী, তাহ'লে একবার তেমনি মধুরস্বরে, তেমনি প্রেম-গদ্‌-গদ্‌-কণ্ঠে, তেমনি আবেগ আকুলতায় একবার প্রাণেশ্বর বলে ডাক, আমি শুনি তৃপ্ত-কর্ণে—মুগ্ধ প্রাণে।"

"প্রাণেশ্বর—"

"এস তবে প্রেমময়ী, প্রীতিময়ী প্রাণেশ্বরী, এস আমার বক্ষে।"

মদিরা-বিভোর দিল্লীশ্বর আরাম, আবেগে আবেশে ফুল্ল-কমলিনী তুল্যা, রূপের মূর্ত্ত-দেবী রূপিণী, নব পরিণীতা, নবীনা স্ফুটিত যৌবনা চাঁদিনীকে বাহু প্রসারণে বক্ষে ধারণে—প্রেম-চুম্বনে, প্রেমপূর্ণ-স্বরে বলিলেন,—

"চাঁদিনী, লোকে যেমন অন্তরে আমায় ঘৃণা করলেও, ভয়ে আমায় দিল্লীশ্বর, ভারতেশ্বর বলে ডাকে—মাথা নত করে ভূমিস্পর্শে কুর্ণিশ করে, তেমনি ভাবে কি তোমার এ সম্ভাষণ কৃত্রিমতায় আবরিত—শঙ্কায় উচ্চারিত—না, অনাবিল প্রেম-নিষিক্ত, ভালবাসা-ভূষিত ? বল, বল, চাঁদিনী—সত্যই কি তুমি আমায় ভালবাস ?"

"সত্যই তোমায় আমি ভালবাসি। আমার ইহকাল পরকাল অপেক্ষা আমি তোমায় অধিক ভালবাসি। দেব-পদে লোকে যেমন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে, আমিও তেমনি তোমার পদে আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি। তুমিই আমার সুখ শান্তি—তুমিই আমার ইহকাল পরকাল—তুমিই আমার প্রত্যক্ষ দেবতা। তাই আমার দেবতার অঙ্গের শুভ্রতা, ললাটের উজ্জ্বলতা ম্লান হতে দেখ্‌লে বড় ব্যথা পাই—তাই তোমার অধঃপতন আমার হৃদয়কে বড় ব্যথিত করে তুলেছে।"

"অধঃপতন! কিসের অধঃপতন চাঁদিনী ?"

"কিসের অধঃপতন! তোমার সুখ শান্তিপূর্ণ সোনার রাজ্য অশান্তির দাবানলে উত্তাপিত হয়ে উঠেছে, আর তুমি নিরুদ্বিগ্নে নিশ্চিন্তে নর্ত্তকীর রূপ-স্রোতে অঙ্গ ভাসিয়ে, মদিরার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছ! সম্রাট, সুবিখ্যাত দাস-বংশের একমাত্র কুল-প্রদীপ তুমি—আশা ভরসা তুমি, তোমাতে এ ব্যাভিচার শোভা পায় না। কর্ত্তব্যে অবহেলা দেশের

রাজার সাজে না! ঐশর্য্য সম্পদ, মর্য্যাদা মহত্ত্ব যত্নে না রাখ্‌লে থাকে না। এ সাধনার সামগ্রী—আরাধনার ধন—অনাদরে দূর হতে দূরান্তরে চলে যায়। তাই বলি হৃদয়েশ, এ আলস্য—এ অবসাদ ত্যাগে একবার জেগে উঠ প্রদীপ্ত প্রভায়—আলোক আভায়। অস্ত্র ঝন্‌ঝনার শব্দে তোমার শত্রুর বক্ষ কেঁপে উঠুক—উন্নত শির নত করে তোমায় অভি-বাদন করুক। নিত্য নব নব রাজ্য তোমার পদতলে আনত হোক—এই এ দাসীর বাসনা—প্রার্থনা।"

"এই অধঃপতন! শয়তানের মত সৃষ্টিনাশ—ধ্বংস সাধন না করা অধঃপতন! রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে, লক্ষ লক্ষ জীবন সংহার করে, দেশে দেশে রক্ত-তরঙ্গ ছুটিয়ে, স্বামী-পুত্র-হারা অভাগিনীর বক্ষপঞ্জর চূর্ণ—হৃদয়ে অনলধারা ঢেলে দিয়ে আমি উন্নতির শিখরে উঠ্‌তে চাই না চাঁদিনী। আমি চাই—শান্তির শুভ্রোজ্জ্বল প্রবাহ; আমি চাই—বিশ্বের প্রীতি-প্রেম; আমি চাই—মানুষের চিত্ত জয় কর্‌তে। এই যদি আমার অধঃপতন হয়, তাহ'লে প্রার্থনা কর সতী, যেন এইরূপ অধঃপতন আমার জন্ম জন্ম হয়।"

"কিন্তু তোমার পিতা কুতবউদ্দীন অস্ত্র করে কীর্ত্তি-পথ নির্ম্মাণ করে-ছিলেন।"

"সে শুধু রাজ্য-লিপ্সা, শোণিত-পিপাসায় নয় চাঁদিনী! তিনি অস্ত্র-ধারণ করেছিলেন প্রতিপালকের হিতার্থে, প্রভুর আদেশে, কর্ত্তব্যের পাদ পূজার জন্য। তিনি ভারত-সিংহাসন বাহু বলে নিজের জন্য জয় করেন নাই। তাঁর প্রভু শমন-রূপী মহম্মদ ঘোরীর জন্য ভারত-অভিযানে ভারত জয় করেছিলেন। আর এই সিংহাসন তাঁরই প্রভু, আমার পিতাকে দান করেছিলেন। ভারতবাসী আমার পিতাকে বাঘের মত—যমের মত দেখতো না। তারা দেখতো পিতার মত, ভালবাস্‌তো;

পরমাত্মীয়ের মত, ভক্তি করতো দেবতার মত। তাই ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান সকলে তাঁর অমূল্য দানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'লাখ্ বকস' উপাধিতে বিভূষিত করেছিল। তিনি ছিলেন ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ের রাজা—সজাগ দেবতা। তাঁর মূর্ত্তি তেমনি প্রোজ্জ্বল-ভাবে প্রতি ভারত-বাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত। আমি তাঁর পুত্র—প্রতিভূ—প্রতিবিম্ব। পিতৃ-পদাঙ্ক-নুশরণই আমার কর্ত্তব্য—আমার মনুষ্যত্ব।"

সহসা অস্ত্র ঝন্ঝনার শব্দে উভয়ের বাক্য গতি নিরুদ্ধ হইল। উভ-য়েই চকিত-নেত্রে দেখিলেন,—

দ্বার-সন্নিকটে এক দীর্ঘায়ত বপু, অস্ত্র-শস্ত্র-বিভূষিত বীর পুরুষ দণ্ডায়-মান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"সেনাপতি আল্‌টামাস্‌!"

"সম্রাট্‌।"

"এটা আমার অন্তঃপুর।"

"তা জানি বাদ্‌শা!"

"তবে কোন্‌ অধিকারে বিনা সংবাদে সহসা প্রবেশ করেছ—সম্রাট্‌-অন্দরে?"

"আত্মীয়তার অধিকারে।"

"আত্মীয়! হাঁ, ছিলে,—একদিন আমার আত্মীয় ছিলে। যেদিন আমার ভগিনী আতরা জীবিতা ছিল—সেই দিন। কিন্তু সে এখন আর নাই। এখন আর তুমি আমার আত্মীয় নও—আমার ভগ্নীপতি নও। এখন তুমি আমার প্রজা—আমার ভৃত্য।"

অপমানের তীব্র-অনলে সেনাপতির বদনমণ্ডল আরক্তিম—হৃদয় প্রতপ্ত হইয়া উঠিল—নয়নদ্বয় অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। চাঁদিনী নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতে, আত্ম-সংযমে আল্‌টামাস্‌ সাধ্যমত কণ্ঠস্বর নমিত, চিত্ত দমিত করিয়া বলিলেন,—

"অতীতের কি কোন মূল্য নাই সম্রাট্‌?"

"মূল্য আছে, কিন্তু কার্য্য নাই। অতীতের আদর্শ—অতীতের স্মৃতি মধুর হতে পারে, কিন্তু অতীত যুগে আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন,

এই অহঙ্কার নিয়ে, আমি ভিখারী হয়ে অপরের উপর হুকুম চালালে ; অতীতের অছিলায় লোকে আমার সে হুকুম তামিল করবে না—আমায় বাতুল বোধে বদ্ধ করবে। তাই বলি সেনাপতি, অতীত শুধু স্মৃতি জাগাতে—আদর্শ দেখাতে পারে—আর কিছু নয়।"

"আমি অত ন্যায় অন্যায় বুঝে—অত যুক্তি-তর্কের মীমাংসা করে—ভেবে-চিন্তে আসি নাই সম্রাট। আমি এসেছিলুম, আনন্দের আতিশয্যে অধীর হয়ে : আমি এসেছিলুম, সম্রাট-সমীপে শুভ-সন্দেশ নিয়ে—এই মাত্র।"

"শুভ-সন্দেশ ! কোন নর-হন্তারক রুধির-লোলুপ হিংস্রক-প্রকৃতির দস্যু কি নিজ জীঘিংসা-প্রবৃত্তি ত্যাগে—নব জীবনে জেগে উঠেছে—করুণার প্রবাহ ছুটিয়ে—করুণার মূর্ত্ত-মূর্ত্তিতে ?"

"না—বাদশা। তবে সম্রাটের লুপ্ত-শক্তি দীপ্ততেজে জ্বলে উঠেছে। নব-রাজ্য সম্রাট-পদতলে আনত হয়েছে।"

"নব-রাজ্য ? কোথায়—কোন্ দেশ ?"

"মালব।"

"মালব—সে তো চির-স্বাধীন।"

"হাঁ—সেই চির-স্বাধীন মালবকে আপনার সিংহাসন-তলে আবদ্ধ করেছি। মালবের স্বাধীনতার গর্ব্ব—বীরত্বের দর্প সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করেছি। মালবের পঞ্চ সহস্র সৈন্যসহ সেনাপতিকে বন্দী করে এনেছি। এ কি নয় শুভ-সংবাদ সম্রাট্ ?"

"এই সু-শ্যামল ভারতের কমল-মৃত্তিকা নর-শোণিতে সিক্ত, আর্ত্ত-শ্বাসে ভারতের সঙ্গীত-ঝঙ্কৃত—বিহগ-কাকলী-শিহরিত বক্ষ প্রকম্পিত ক'রে, লক্ষ লক্ষ নরহত্যা সাধনে, সাধনার ধন মানব-জীবন সংহার ক'রে কার আদেশে মালব জয় করেছ সেনাপতি ?"

"রাজ্য জয়ই যে আমার একমাত্র কর্ত্তব্য—একমাত্র কার্য্য—একমাত্র ধর্ম্ম।"

"আর প্রভু-আদেশপালন সেটা অধর্ম্ম—কেমন?"

"আপনি নিষেধ করেন নাই।"

"আদেশ চেয়েছিলে?"

"না।"

"কেন?"

"কোন নূতন রাজ্য জয়ে অভিযান কর্‌বার আপনার নিষেধ ছিল না—তাই।"

"এই সমৃদ্ধিময়ী লোকময়ী দিল্লী নগরীকে দলিত মথিত কর্‌বার, নারীর ওপর অত্যাচার কর্‌বার, প্রজার গৃহে গৃহে অগ্নি-প্রজ্জ্বলনে দগ্ধ কর্‌বারও তো আমার কোন নিষেধ নাই। তাহ'লে তুমি এ সব কর্‌বে? এই তো? তোমার বিবেক এই কথা বলে তো?"

"না—সম্রাট্!"

"তবে?"

"তবে যখন শুন্‌লুম,—একদিন ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে এক পথ-ভ্রান্ত পাঠান, হিন্দুর এক জীর্ণ দীর্ণ ভগ্ন-দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, যখন সেই ক্ষুধার্থ পাঠান ক্ষুধার তাড়নায় অধীর হয়ে সম্মুখে একটা গো-বৎস দর্শনে সেটাকে হত্যায় সেই মাংসে ক্ষুন্নিবারণ করে, তখন মালবের কাফের-দল সেই পাঠানকে, সেই গো-বৎসেরই ন্যায় হত্যা করে। এ কথা শ্রবণে আমার হৃদয় ক্ষিপ্ত তিক্ত হয়ে উঠ্‌লো—শিরায় শিরায় উষ্ণ-শোণিত-ধারা প্রবাহিত হলো—কোষের অসি ঝনাৎ করে বেজে উঠ্‌লো। বিবেক বিচার বিবেচনা, প্রতিশোধানলে ভস্মীভূত হয়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তে আমি আমার বিজয়ী নির্ভীক সৈন্যসহ মালবের পথে

একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ন্যায় ছুটে গেলুম। এক পাঠান হত্যার বিনিময়ে আমি শত সহস্র কাফেরের জীবন সংহার করেছি। আর হিন্দুর সেই মন্দির সমতল-ক্ষেত্রে পরিণত—শত সহস্র গৃহ ভস্মীভূত করেছি। কাফের জানুক—বুঝুক, পাঠানের ওপর অত্যাচার করলে কি তার পরিণাম।"

"বাঃ—সাবাস, সাবাস বীর—সার্থক তোমার অস্ত্র-শিক্ষা। পাঠান-হত্যার সংবাদ শ্রবণে তোমার হৃদয় যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তেমনি তোমার কথা শুনে আমার হৃদয়ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আজ যদি কোন মস্‌জিদে, কোন হিন্দু পাদুকাসহ প্রবেশে শূকর হত্যা করে—তাহ'লে কি ভাব জাগে অন্তরে তোমার সেনাপতি ? তাহ'লে পাঠান, তুমি কি কর—আর কি করে ইস্‌লামীয়গণ ?"

"তাহ'লে যুগ পরিবর্ত্তনের ন্যায় একটা মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হতো। তাহ'লে সমগ্র মুসলমান একত্রীভূত, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাফেরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতো—পৃথ্বী-বক্ষ হ'তে।"

"কিন্তু তা পারতে না। হিন্দু সংখ্যায় কোটী কোটী—তোমরা লক্ষ। হিন্দু অলস অন্ধবিশ্বাসী, তাই পাঠান আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারত-বক্ষে। হিন্দু উচ্চ উন্নত উদার, তাই সে একের অপরাধে জাতির ওপর, দশের ওপর দণ্ড প্রক্ষেপ করে না। কিন্তু তুমি অনুদার, তাই তোমার এই ঘৃণ্য সঙ্কল্প। হিন্দু যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহ'লে শুদ্ধ পদ-চাপে তার এই মুষ্টিমেয় পাঠান ধূলার ন্যায়, ধূলারই সঙ্গে মিশে যায়—পিষে যায়। তোমার এই অত্যাচার—এই অন্যায় আচরণ—এই নির্ম্মম হত্যা, আজ যদি হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে, তাহ'লে বিংশ কোটী হিন্দুর বেগ, তোমার লক্ষ সৈন্য নিয়ে রোধ করতে পারবে সেনাপতি? কি, নীরব নিরুত্তর কেন বীর?

আল্‌টামাস্, তুমি পাঠানের মহা শত্রু—ধ্বংস-প্রয়াসী। তাই তুমি নির্ম্মম অত্যাচারে সম্রাটের বিরুদ্ধে, পাঠানের প্রতি হিন্দুর হৃদয়কে ক্ষিপ্ত তিক্ত করে দিয়েছ। তুমি হিন্দুর চক্ষে পাঠানকে শয়তানের মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করেছ। তোমার এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। তুমি আর সেনাপতি নও, এ সাম্রাজ্যের আর কেউ নও।"

দিল্লীশ্বরী চাঁদিনী বেগম এতক্ষণ নীরবে উভয়ের কথোপকথন মনোযোগ-সহ শুনিতেছিলেন, আর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আল্‌টামাসের ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিলেন।

আল্‌টামাস্ দিল্লীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী—আনু-আলির ধাত্রী-পুত্র। পিতৃমাতৃহীন আল্‌টামাস্, ধন-কুবের আনু-আলির নিকট যৌবনকাল পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হন।

আনু-আলির ক্ষমতা, শক্তি, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, সর্ব্বত্র সমান ভাবে অপ্রতিহত ছিল। স্বয়ং দিল্লীশ্বর স্বর্গীয় সম্রাট্ কুতবউদ্দীন তাঁহাকে মহা সম্মান করিতেন। আনু-আলির, সম্রাট্-সদনে অবাধ গতিবিধি ছিল। আনু-আলি যখন সম্রাট্-সাক্ষাতে গমন করিতেন, তখন তরুণ যুবক আল্‌টামাস্‌কেও সঙ্গে লইতেন। আল্‌টামাসের নবোদ্ভাসিত যৌবন, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, সুঠাম সুন্দর গঠন দর্শনে স্বর্গীয় সম্রাট্—আনু-আলির নিকট—আল্‌টামাস্‌কে প্রার্থনা করেন। আনু-আলি অনিচ্ছা-সত্বেও সম্রাটের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। তদবধি আল্‌টামাস্ সম্রাট্-প্রাসাদে—সম্রাট্-আশ্রয়ে—সম্রাট্-পুত্রেরই ন্যায় লালিত-পালিত। কুতবউদ্দীন, এই যুবকেরই করে তাঁর একমাত্র আদরিণী নন্দিনী আতরাকে সমর্পণে—জামাতাকেই রাজ্যের প্রধান সেনাপতি-পদে বরণ করেন।

সম্রাট্-নন্দিনী আতরা, দুইটী পুত্র রুকুরুদ্দীন ও বাইরামকে রাখিয়া ধরা-ধাম হ'তে বিদায় লন। কুতব-পুত্র আরাম, পিতৃ-সিংহাসনে অধি-

রোহণ করিলেন। কিন্তু আরাম অত্যধিক আরাম-প্রয়াসী, বিলাসী অলস অকর্ম্মণ্য ছিলেন। রাজ-কার্য্য, রাজ্য-শাসন, সমস্তই আল্‌টামাসেরই উপর অর্পিত হইল। আরামের দুই বিবাহ। প্রথমা স্বর্গীয়া। তাঁহার গর্ভজাতা একমাত্র কন্যা সোনালী ব্যতীত অন্য কোন সন্তান-সন্ততি নাই। দ্বিতীয়া মহিষী এই চাঁদিনী,—চাঁদিনীও নিঃসন্তান। তাহ'লেও চাঁদিনীকে সম্রাট ভালবাসিতেন, চাঁদনীও সম্রাটকে ভালবাসিত।

সম্রাট্ অপেক্ষা আল্‌টামাসের প্রতাপ—প্রভাব—প্রতিপত্তি অনেক অধিক। তাই—যখন সম্রাটের অপ্রত্যাশিত কঠোর আদেশে আল্‌টামাসের নয়নে দীপ্ত-অনল-শিখা জ্বলিয়া উঠিল, তখন সম্রাটের অমঙ্গল, রাজ্যের অনিষ্ট-আশঙ্কায় চাঁদিনীর হৃদয় শঙ্কিত কম্পিত হইয়া উঠিল। সম্রাজ্ঞী সম্রাট্-সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া যুক্তকরে ডাকিলেন,—

"শাহানসা, সম্রাট্, সুলতান,—"

যুক্ত দুটী কর, দুটী করে ধারণে, ব্যগ্র-ব্যাকুলতায় সম্রাট্ বলিলেন,—

"এ কি লীলা তোমার—লীলাময়ী ?"

"লীলা নয়—প্রার্থনা।"

"প্রার্থনা! দিল্লীশ্বরীর প্রার্থনার কি থাক্‌তে পারে—এ যে কল্পনায় আন্‌তে পাচ্ছি না সম্রাজ্ঞী। মানবের প্রার্থনা পূর্ণ হবে তোমারই নিকট চাঁদিনী—তুমি যে মর্ত্ত্যেশ্বরী।"

"তবে ভিক্ষা।"

"ভিক্ষা! এ আরও অদ্ভুত! সাগর আজ ভিক্ষা চাইছে বারিবিন্দু—হিমালয় ভিক্ষা চাইছে উচ্চতা—আশ্চর্য্য! তোমার আদেশই যে সব ভিক্ষার অবসান করে, তা কি বিস্মরণ হচ্ছ ভারত-ভাগ্যদেবী ?"

"বিস্মরণ হই নাই—তবে সত্যই কি তাই ?"

"হাঁ,—তাই।"

"সত্য বল্‌ছো—আমার সব আদেশ সত্যে হবে পরিণত?"

"হাঁ—হবে।"

"সত্যই কি আমার আদেশ—আনত-শিরে সকলেই শুনবে?"

"হাঁ—শুনবে। স্বয়ং দিল্লীশ্বরও তোমার আদেশ পালন করবে।"

"তবে আমার আদেশ—বন্দী আল্‌টামাস্‌, তুমি মুক্ত, আর তুমিই এ রাজ্যের সেনাপতি।"

"এ কি আদেশ দিচ্ছ সম্রাজ্ঞী? তুমি বোধ হয় এই অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব না বুঝে, সে যে পাঠানের কি সর্ব্বনাশ-সাধন করেছে, না জেনে, এই আদেশ দিচ্ছ। কিন্তু এই অপরাধী আমার ললাট—সমগ্র পাঠানের ললাট কৃষ্ণ-কলঙ্ক-রেখায় অঙ্কিত করেছে—জগতের বক্ষে আমায় শয়তানরূপে প্রকটিত করেছে।

আমার পিতা, স্বর্গীয় সম্রাট্‌ কুতবউদ্দীন পেয়েছিলেন—ভারতের সমগ্র অধিবাসীর আশীর্ব্বাদ, শুভেচ্ছা, প্রীতিপ্রেম। আর আমি পাব, অভিশাপ, দীর্ঘশ্বাস, ঘৃণা, লাঞ্ছনা। তার ওপর এই অপরাধী, পাঠান-প্রতিষ্ঠার দৃঢ় ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছে, তুমি বোধ হয় তা বোঝ নাই।"

"বুঝেছি জাঁহাপনা।"

"বুঝেও এই আদেশ দিচ্ছ!"

"হাঁ, দিচ্ছি। অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ দিচ্ছি—অবসর দিচ্ছি। এ জগতে অপরাধী কে নয় সম্রাট্‌? কিন্তু অপরাধের মার্জ্জনা আছে। তুমি—তুমি কি অপরাধী নও সম্রাট? তুমি যদি পিতার ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী কার্য্যক্ষম কর্ম্মবীর হতে, তুমি যদি স্বকরে রাজদণ্ড ধারণে প্রজা পালন, রাজ্য শাসন করতে, তাহ'লে আজ এই সব অপরাধের—এই সব অপরাধীর উদ্ভব হতো না। যাও সেনাপতি তুমি মুক্ত। তবে আর কখনও এমন নিষ্ঠুর-কার্য্য করো না—এই আমার অনুরোধ।"

"আর আমার আদেশ, বন্দীসহ বহু মানে মালব-সেনাপতিকে মুক্ত ক'রে, তাঁর নিকট যুক্তহস্তে, জানু পেতে মার্জ্জনা চাইবে। মহৎ-বীর, উদার হিন্দু, উচ্চ হৃদয় সেনাপতি অবশ্য মার্জ্জনা করবেন। আর মালবের স্বাধীনতা ঘোষণা করে, সেনাপতিকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ তিন ক্রোড় অর্থ প্রদান করবে—যাও। কি, দাঁড়িয়ে কেন যাও—"

"তিন ক্রোড় অর্থ রাজ-ধনাগারে নাই।"

"না থাকে, আনু-আলির নিকট তুমি, তোমার নামে চেয়ে নাও। এ অর্থ তোমার বেতন হ'তে, তোমার সম্পত্তির আয় হ'তে পরিশোধ হবে—এই তোমার শাস্তি। আর যদি মানুষ হও, তাহ'লে স্মরণ রাখবে—এই নারীর অনুকম্পায় তুমি মুক্তি পেয়েছ—তাহ'লে আর কখনও অপরাধের সৃষ্টি করবে না। যাও—"

ভ্রূ-কুঞ্চনে, রক্তিম-আননে, উত্তাপিত প্রাণে সেনাপতি ধীর গমনে প্রস্থান করিলেন। নীরবে চাঁদিনী, সেনাপতির গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন। সেনাপতি নয়নান্তরাল হইলেও সম্রাট্-সম্রাজ্ঞী উভয়েই নীরব রহিলেন। সহসা সম্রাট্ ডাকিলেন,—

"চাঁদিনী—"

"রাজা—"

"কি ভাবছো চাঁদিনী?"

"ভাবছি—আজও একটা মানুষ দেখতে পেলুম না।"

"মানুষ দেখ নাই?"

"না।"

"আচ্ছা, আমি তোমায় মানুষ দেখাব চাঁদিনী।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"বল—বল—আবার বল।"

"আবার বল্‌ছি—আমি তোমারই।"

"তাহ'লে আমিও বল্‌ছি—আমিও শপথ কর্‌ছি—আমি ছিলুম তোমার—আছি তোমার—থাক্‌বোও তোমার।"

"কিন্তু যদি আমাদের মিলন-পথে ব্যবধান এসে দাঁড়ায়?"

"তাহ'লেও আমি তোমারই সোনালী। তাহ'লেও আমি আজীবন অবিবাহিত থেকে তোমারই ধ্যান—তোমারই মূর্ত্তি গেঁথে—তোমারই নাম ভজনা কর্‌বো; মরবার সময় তোমায় পাবার প্রার্থনা ক'রে মর্‌বো।"

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—

।ন—"

যুবক যুবতী উভয়েই চমক-চকিত-নয়নে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন,—সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী।

প্রেমের নেশা, প্রেমের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। উভয়েরই নয়ন-বদন বিবর্ণ বিশুষ্ক হইল। যে বক্ষ প্রেম-স্পর্শনে কম্পিত হইয়াছিল, সেই বক্ষ শঙ্কায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। ধীরে অগ্রসর হইয়া সম্রাট্ আবার ডাকিলেন,—

"রুকুরুদ্দীন!"

"সম্রাট্—"

"আমার অনুমান, তুমি আমায় শ্রদ্ধা কর—ভক্তি কর। বোধহয়, এ অনুমান আমার ভুল নয়?"

"সম্রাটের এ অনুমান সম্পূর্ণ সত্য।"

"তাই আজ বড় বিপন্ন হয়ে তোমার কাছে এসেছি—আমার একটা বিশেষ গোপন-কার্য্যের জন্য।"

"আদেশ করুন।"

"শোন রুকুরুদ্দীন, দিল্লীর রাজ-কোষাগার শূন্য, সৈন্যেরা এখনও সকলে বেতন পায় নাই, রাজ-কর্ম্মচারিগণও বেতন পান নাই। এই অনিয়মে এবং অর্থাভাবে সকলেই আমার প্রতি অন্তরে অসন্তুষ্ট। অচিরে সকলে বেতন না পেলে, রাজ্যে ঘোরতর অশান্তি-অনল প্রজ্বলিত হবে।"

"কিন্তু এ অভাবের প্রতিকার আমার দ্বারা কিরূপে হবে সম্রাট্?"

"হাঁ—তোমারই দ্বারা এ অভাবের প্রতিকার হবে বলেই তোমার কাছে, আমরা ভারত-সম্রাট্-সম্রাজ্ঞী এসেছি। বল রুকুরুদ্দীন, এ অভাবে—এ বিপদে আমায় রক্ষা কর্‌বে?"

"আমার দেহ দানে, জীবন বিসর্জ্জনে, শোণিত অর্পণে যদি রাজার কণা-মাত্র উপকার হয়, রুকুরুদ্দীন তা হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ প্রদান কর্‌বে।"

"শুনে সুখী হলুম—হৃদয়ে বল পেলুম। শোন রুকু, এই অভাব, এই অনাটন পূর্ণ কর্‌তে, বিপুল অর্থের প্রয়োজন। প্রায় চার কোটী অর্থের আবশ্যক।"

"চার ক্রোড়!"

"হাঁ—চার ক্রোড়। বিরাট অভাব না হলে, ভারত-সম্রাটের বদনে চিন্তা-রেখা ফুটে উঠ্‌তো না। তাহ'লে আজ তোমার কাছে দীন ভাবে ছুটে আস্‌তুম না।"

"এখন উপায়?"

"এ দিল্লী নগরীতে একমাত্র বৃদ্ধ আন্নু-আলি ব্যতীত আর কেউ নাই, যে এই বিপুল অর্থ এককালীন দিতে পারে। কিন্তু সে বড় অর্থপ্রিয়। দেহের মাংস কর্ত্তিত করে প্রদান করবে, তবু একটী কপর্দ্দকও দেবে না। তাই আমি ভেবে-চিন্তে স্থির করেছি, কৌশলে তার নিকট হতে অর্থ আদায় করতে হবে।"

"কৌশলে!"

"হাঁ,—কৌশলে। অতি সরল পন্থা—সহজ কৌশল। তুমি অদ্য গভীর নিশায়, যখন পৃথিবী নীরব, মানব নিদ্রিত থাকবে, তখন শতাধিক বিশ্বস্ত, সবল, সাহসী, অনুচরসহ আন্নু-আলির প্রাসাদে প্রবেশে তার ধনাগার লুণ্ঠন করে আনবে।"

"সে কি! আপনি না দেশের রাজা—প্রজার রক্ষক—পালক? আপনি না খোদার মূর্ত্ত-মূর্ত্তিতে শাসক—বিচারক? আপনার এই অভিসন্ধি—এই ঘৃণ্য সঙ্কল্প? সম্রাট্, আপনার হৃদয়ে এ নীচতা যে কখনও আশ্রয় গ্রহণ করবে, এ আমি মুহূর্ত্তের জন্যেও ভাবি নাই—কল্পনা করি নাই।"

"তাহ'লেও তুমি আমার বিচারক নও—তুমি আমার আজ্ঞাবাহী। প্রভু-আজ্ঞা পালনই ভৃত্যের ধর্ম্ম।"

"সে প্রভু যদি মানুষ হন,—সে আদেশ যদি কর্ত্তব্য-পথ-বিচ্যুত না হয়, তবে।"

"কিন্তু এ ভিন্ন অন্য উপায় নাই; আর প্রকাশ হবার কোন সম্ভাবনা নাই। সকলে জানবে, দস্যু-দল আন্নু-আলির ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছে।"

"কিন্তু,—কিন্তু আমার অন্তর তো তা জানবে না—বুঝবে না। ঐ ওপরে খোদা তো তা ভাববেন না। না সম্রাট, এ ঘৃণ্য তস্করের কার্য্য আমার দ্বারা হবে না।"

"ওঃ বুঝেছি। ধন-কুবের আন্নু আলি তোমার পিতার পালক।

নিঃসন্তান আনু-আলি তোমার পিতাকে সন্তানতুল্য দেখে—ভাবে, এবং ভবিষ্যতে তোমার পিতাই তার বিপুল ঐশর্য্যের অধীশ্বর হবে, তাই তুমি সুচতুর রুকুরুদ্দীন, এই পিতৃ-ধন লুণ্ঠনে অসম্মত, অনিচ্ছুক। বুঝেছি, তুমি আমায় ভালবাস না, ভালবাস পিতাকে—ভালবাস ঐশ্বর্য্যকে। তুমি বড় স্বার্থপর। বেশ, এ কাজটা না পার, আর একটা কাজ কর। এতে তোমার কোন স্বার্থের হানি হবে না। তোমার পিতা মালব জয় করে পঞ্চ সহস্র বন্দীসহ সেনাপতিকে ধৃত করে এনেছে। তুমি কারা-কক্ষে নীরবে প্রবেশ করে, সেই নিরস্ত্র নিঃস্বহায় বন্দীদের ও সেনাপতিকে বধ কর। একজনও যেন জীবিত না থাকে—একজনও যেন পালাতে না পারে। অপবের ওপর এ ভার অর্পণ করলে, সে হয় তো উৎ-কোচে বন্দীদের মুক্ত করে দিতে পারে। তাই বিশ্বাসী তুমি, তোমায় এই ভারার্পণ করছি। যদি নিজের উন্নতি চাও—ভাগ্য পরিবর্ত্তন করতে চাও—যদি নিজের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি চাও—যদি রাজ্যের উচ্চপদ চাও—যদি দেশের সম্মুখে মানুষ বলে উচ্চশিরে পরিচয় দিতে চাও—তাহ'লে দ্বিরুক্তি না করে, এখনই আমার আদেশ পালন কর।"

"রুকুরুদ্দীন নিজের স্বার্থকে ভালবাসে না—ঐশর্য্যকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে কর্ত্তব্যকে—বিবেককে। আমি উচ্চপদ, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা কিছু চাই না সম্রাট্। আমি শুধু চাই—কর্ত্তব্যের সেবা করতে—ধর্ম্মের পূজা করতে। আমি শুধু চাই—হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ—মস্তকে খোদার আশীর্ব্বাদ। তার বিনিময়ে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য—বেহেস্তের সিংহাসনও রুকুরুদ্দীন চায় না।

শুনুন সম্রাট, আজ যদি কোন প্রবল শত্রু অযথা কারণে আপনার রাজ্য আক্রমণ করতো, তাহ'লে রুকুরুদ্দীন তার সব শক্তি-সামর্থ্য সম্রা-টের জন্য নিয়োগ করতো। আজ যদি আপনার জীবন রক্ষার জন্য,

অপরের হৃদ্‌পিণ্ড অথবা দেহের শোণিত প্রয়োজন হতো—তাহ'লে সর্ব্বাগ্রে সহাস্যে স্বহস্তে রুকুরুদ্দীন তা প্রদান করতো। কিন্তু হেয় হীন ঘাতকের কার্য্য রুকুরুদ্দীন কোন প্রলোভনেই করবে না। আমি জানতুম—আমি বুঝেছিলুম যে, আমি মানুষের ভৃত্য, কিন্তু এখন দেখছি, আমি শয়তানের ভৃত্য। রুকুরুদ্দীন শয়তানের দাসত্ব করে না।"

"এত স্পর্দ্ধা তোমার রুকুরুদ্দীন, যে ভারত-সম্রাটকে শয়তান সম্বোধন করতে তোমার ও ক্ষুদ্র বক্ষ আতঙ্কে কেঁপে উঠলো না?"

"না। সত্য স্পষ্ট বাক্য উচ্চারণে রুকুরুদ্দীনের বক্ষ কখনও কম্পিত হয় নাই—হবেও না।"

"কিন্তু এই মুহূর্ত্তে যদি তোমায় বন্দী অথবা বধ করি—তাহ'লে?"

"তাহ'লে বুঝবো—এতদিন যে শয়তানের দাসত্ব করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত হলো।"

"উত্তম। সোনালী, বন্দী কর অপরাধীকে। কি—নীরব কেন? সম্রাট-আদেশ, পিতার আজ্ঞা পালন কর—সোনালী। তবুও নিশ্চল! পিতৃ-আজ্ঞা পালনই, পুত্র-কন্যার একমাত্র কর্ত্তব্য। পিতাই পুত্র-কন্যার এ জগতে মূর্ত্ত-দেবতা। সামান্য রক্ষীর দ্বারা ভারত-সেনাপতির পুত্রকে—আমার ভাগিনেয়কে বন্দী করতে চাই না বলেই—তোকে আদেশ করছি,—না পারিস্ আমায় রক্ষী ডাকতে হয়।"

নত নয়না সোনালী, নিষ্প্রাণ যন্ত্রচালিতের ন্যায় জড়িত পদে অগ্রসর হইয়া কম্পিত বাম করে রুকুরুদ্দীনের দক্ষিণ কর ধারণ করিল।

সোল্লাসে সোৎসাহে সম্রাট্ বলিলেন,—

"হাঁ, অমনি করে হাত ধরে থাক্ সোনালী। জোর করে ধর্—য়েন না পালায়—যেন না পালাতে পারে—যেন আজীবন ঐ কর

থেকে তোর হাত বিচ্যুত না হয়। আর খোদার কাছে প্রার্থনা কর্— যেন জীবনে জীবনে ঐ অপরাধীকে এমনি ভাবে বন্দী কর্‌তে পারিস্।

অপরাধি, তোমার অপরাধের শাস্তি, আমার একমাত্র আদরিণী নন্দিনীর ঐ করপল্লব আমরণ ধারণ করা।

হে চিত্তজয়ী, প্রলোভন জয়ী, কর্ত্তব্যপরায়ণ মহান্ মানব, তুমি ভারতের ভবিষ্যৎ আশা—যোগ্য অধীশ্বর। বুঝি সোনালীর আকুল প্রার্থনায় খোদার দান তুমি। ধন্য আমি, তোমায় আত্মীয়-রূপে, জামাতা-রূপে, পুত্ররূপে লাভ করে।

রুকুরুদ্দীন, সম্রাট্ আরাম বিলাসী অলস অকর্ম্মণ্য হলেও শয়তান নয়। তোমার চরিত্রের শুভ্রতা, চিত্তের দৃঢ়তা, ত্যাগের মহিমা পরীক্ষা কর্‌বার জন্যই আমার এই নিষ্ঠুর আদেশের রচনা। তবে হাঁ—একটা আদেশ তোমায় পালন কর্‌তে হবে।"

"মহিমার্ণব সম্রাট্, এ দাসের প্রতি, এ দীনের প্রতি এত করুণা! সার্থক আমার জীবন—সফল আমার দাসত্ব গ্রহণ। আজ থেকে আপনার আদেশ—খোদার আদেশের ন্যায় রুকুরুদ্দীন তার জীবনের শেষ স্পন্দনটী—শেষ শোণিত-বিন্দুটী দিয়ে পালন কর্‌বে।"

"তাহ'লে আমার আদেশ, ঐ হতভাগ্য বন্দী ও মালব-সেনাপতিকে দ্বি-সহস্র সৈন্যসহ নিরাপদে নগর সীমান্তে পৌছে দিয়ে আস্‌তে হবে। কেমন, এ আদেশ শয়তান-প্রবৃত্তিময় নয় তো? এ আদেশ পালন কর্‌তে পার্‌বে তো রুকু?"

"পার্‌বো। এ করুণাসিক্ত, কর্ত্তব্য-সৃজিত আদেশ পালনে রুকুরুদ্দীন কোন বাধা—কোন বিঘ্ন দেখবে না—শুনবে না।"

"এ আদেশের বিপক্ষে যদি তোমার পিতা দণ্ডায়মান হন—যদি তোমার পিতা তোমায় বাধা দেন?"

"রুকুরুদ্দীনের নিকট পিতা, মাতা, ভ্রাতা অপেক্ষা কর্ত্তব্য বড়। শুনুন সম্রাট্, পিতা যদি এ ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দেন—তাহ'লে ধর্ম্মের জন্য রুকুরুদ্দীনের অস্ত্র পিতার বিরুদ্ধে উত্থিত হতে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না।"

"তবে যাও বীর, কর্ত্তব্যসাধনে—রাজাজ্ঞা পালনে। আশীর্ব্বাদ করি, এই কর্ত্তব্য তোমার হৃদয়ে চির অধিষ্ঠিত—চির সজাগ থেকে—তোমাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করুক।"

সম্রাট্ সম্রাজ্ঞীকে অভিবাদনে, বীর যুবক ধীর পদে অগ্রসর হইলেন। মৃদু মধুর হাস্যে সম্রাজ্ঞী বলিলেন,—

"সোনালী, তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন—যা, অপরাধীর ভার, সম্রাট্ তোর ওপর অর্পণ করেছেন, আর অপরাধী চলে যাচ্ছে দেখেও তুই নিরুদ্বিগ্নে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে রইলি? যা, যা অপরাধীর চরণে, চরণ-শৃঙ্খলের ন্যায় জড়িয়ে থাক।"

ফুল্ল-কমলিনী, হাস্যাননী, উচ্ছ্বসিত যৌবনা সম্রাট্ নন্দিনী লজ্জা-রক্তিম-আননে, বিপরীত দিকে পলাইল। যেন মোহন রামধনু মধুর সৌন্দর্য্য তরঙ্গে বিশ্ব মাতাইয়া অন্তর্হিত হইল। উভয়ে নয়নান্তরাল হইলে সম্রাট্ ডাকিলেন,—

"সম্রাজ্ঞি—"

"সম্রাট্।"

"দেখেছো?"

"কি?"

"মানুষ।"

"দেখেছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"ভারত-সেনাপতি আজ এক নারীর অনুকম্পায় মুক্ত! ওঃ—এ কথা স্মরণে, অনল ছোটে ধমনীতে। জীবন-পণে মালব জয় করলুম, পুরস্কার পেলুম তার—তিরস্কার। যে কাফেরকে আজীবন ঘৃণা করে এসেছি, যা'কে পশুর ন্যায় কণ্ঠে শৃঙ্খল পরিয়ে টেনে নিয়ে এসেছি দিল্লীতে—সেই নগণ্য সামান্য কাফেরের নিকট, সেই হেয় হীন পশুর নিকট, আজ শৌর্য্য-বীর্য্যশালী, সম্রাট্-তুল্য পূজ্য সেনাপতি আল্‌টামাস নতজানু হয়ে, যুক্তকরে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাইবে! সেই পশুর কণ্ঠ-শৃঙ্খল মুক্ত করে দিতে হবে, আবার দণ্ড-স্বরূপ তিন ক্রোড় টাকা কাফের-পদে প্রদান করতে হবে। এ অপমান অপেক্ষা মরণ মঙ্গল। না, না—এ নীচ আত্ম-মর্য্যাদা-নাশক অন্যায় আদেশ আল্‌টামাস্ কখনই পালন করবে না।"

"কি আদেশ পালন করতে পারবে না আল্‌টামাস?"

বলিতে বলিতে এক শুভ্র-বেশধারী বৃদ্ধ, সেনাপতির কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগে, সসম্মান অভিবাদনে, সনম্র-স্বরে সেনাপতি বলিলেন,—

"এ কি খান্‌খানান! এ অসময়ে সহসা দীন সেবকের কুটীরে কেন?"

"প্রাণের জ্বালায় এসেছি—অপমানের প্রবল কষাঘাতে এসেছি। আল্‌টামাস, কোন্ আদেশ পালন করতে পারবে না বলছিলে?"

"আমি মালব জয় করে, পঞ্চ সহস্র বন্দী সহ মালব-সেনাপতিকেও ধৃত করে আনি। তার পুরস্কারের বিনিময়ে সম্রাট্ আমাকে অস্ত্র-ত্যাগের আদেশ দেন, আমায় কর্ম্ম-চ্যুত, অপমানিত করেন। পরে সেই বাঁদী চাঁদিনীর অনুগ্রহে আমি মুক্ত হই, কর্ম্ম পাই। কিন্তু এরূপ মুক্তি-অপেক্ষা আমার বন্দীত্ব ছিল ভাল। সম্রাটের আদেশ, সহমানে বন্দী সহ সেই কাফের-সেনাপতিকে মুক্তি দিতে। শুধু তাই নয়, সেই বিধর্ম্মীর চরণ-তলে নতজানু হয়ে, যুক্ত দুই করে মার্জ্জনা চাইতে,—আর—"

"নীরব হলে কেন? বল আর কি?"

"আর শুনে কাজ নাই। সম্রাটের সে গর্ব্বিত উক্তি—সে স্পর্দ্ধিত আদেশ শুন্‌লে, আপনার সরল কোমল-হৃদয় জ্বলন্ত অনলোত্তাপে উত্তাপিত হয়ে উঠ্‌বে। কাজ নাই শুনে সে কথা।"

"এ হৃদয়ে—এ নয়নে এত অনল সঞ্চিত—পুঞ্জিত—লুক্কায়িত আছে, যা'র শুদ্ধমাত্র উত্তাপে দিল্লী-সিংহাসন ভস্ম হ'তে পারে। বল আল্‌টামাস, আর কি বলেছিল—সেই মূঢ় দর্পী সম্রাট্?"

"আর আপনার কোষাগার লুণ্ঠনে, ক্ষতি পূরণ স্বরূপ—দণ্ড স্বরূপ তিন ক্রোড় অর্থ সেই কাফের-পদে প্রদান কর্‌তে।"

"তাই তুমি নির্জ্জন-কক্ষে, বিরস বদনে, আনত নয়নে অবলা আকুলা নারীর ন্যায় ভাবছো!

আল্‌টামাস, তোমার প্রসারিত নয়নে ম্লানতা, পুষ্ট বদনে হীনতা, প্রশস্ত চিত্তে দীনতা দেখবার জন্য তোমায় শিষ্যত্বে, পুত্রত্বে, বরণ করি নাই। মহাশক্তি বর্ত্তমানে তার অপচয়, বীরের ধর্ম্ম, শক্তিশালীর কর্ম্ম নয়। আল্‌টামাস, তোমার এ জড়তায় আমি মর্ম্মাহত।

জাগ আল্‌টামাস, খোদার মহৎ প্রেরণায় জাগ। শক্তিশালী তুমি,

শক্তির উপাসনায় মনোনিবেশ কর। ভুলে যেও না আল্‌টামাস, তুমি কি ছিলে, আর আজ কি হয়েছ। সামান্য, অতি সামান্য দৌবা-রিকের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে, কিসের প্রভাবে—কোন শক্তির আশ্রয়ে আজ একটা এতবড় সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি-পদে উন্নীত হয়েছ। বিস্মৃত হয়ো না পুত্র—সেদিনের কথা, যেদিন খোদা তোমায় আমার হাতে সঁপে দেন। সেদিন হতে কি মন্ত্রে তোমায় দীক্ষিত করলুম,—তোমার হৃদ্‌যন্ত্রে কি সুর তুলে দিলুম। সেই সুরের উন্মাদনায় মত্ত হয়ে, দৃঢ় পদক্ষেপ করেছিলে বলেই, ভাগ্যলক্ষ্মী আজ তোমার কণ্ঠে এই গৌরব-মালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সামান্য দৌবারিকের পুত্র হয়ে তুমি আজ সুবিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত। তাই আমিও বড় আশা করেছিলুম যে—একদিন আমার প্রিয়-সেবক—শ্রেষ্ঠ শিষ্য—ভক্ত সন্তানকে এই দিল্লীর সিংহাসনে দেখবো। নূতন এক মহা-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে দেখবো। কিন্তু হায়! সে আশা আমার দুরাশা।"

"এ কি অসম্ভব আশা আপনার—খান্‌খানান।"

"আল্‌টামাস, আমার প্রদত্ত এ মহাশক্তি সঞ্চার বিফল হবে না। পূর্ব্বের কথা স্মরণ কর—কিরূপে, কেমন করে, তোমায় এই আশাতীত সৌভাগ্য প্রদান করেছি। কেমন করে তোমায় শৌর্য্য-বীর্য্য ও সম্মানের গরিমাময় স্বর্ণাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আল্‌টামাস, ভীরুতা, জড়তা পরিত্যাগে, কীর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা কল্পে দুর্ব্বার সম, দুরূহ কর্ম্মকে আলিঙ্গন কর। বজ্রের মত কঠোর হও—হুতাশন সম তেজশালী হও—দামিনীর ন্যায় ক্ষিপ্র হও। দিপ্তী, তীক্ষ্ণতা, ঐশ্বর্য্য সম্পদ, সফলতা—সব আমি দেব।

আল্‌টামাস, শুধু কি তুমিই সে মদ্যপ সম্রাটের নিকট অপমানিত হয়েছ? তা নয়—তা নয় সেনাপতি। আমার অপমাননার তুলনায়

তোমার অপমান কিছু নয়। সেই দুর্ব্বৃত্তের পিতা, স্বর্গীয় সুলতান কুতবউদ্দীন আমাকে সমাদরে, স্বীয় আসন-পার্শ্বে স্থান দিতেন, আর এই দুরাচার আমায় তার প্রাসাদ-দ্বার হ'তে বিতাড়িত করেছে। আমার নব-পরিণীতা ভার্য্যাকে অপহরণ করবার—আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করবার ষড়যন্ত্র করেছে। দারুণ অপমানে জর্জ্জরিত এই বৃদ্ধের হৃদয় একটা ভীষণ রকমের প্রতিশোধ চায়। যদি আমায় ভক্তি শ্রদ্ধা কর, তাহ'লে পুত্র, পিতার অপমাননার প্রতিশোধ নাও। নূতন রাজ্য গঠন কর। হিন্দুস্থানের চির-গৌরবদৃপ্ত, মানবের চিরারাধ্য, চিরাদৃত, বীরের চির আকাঙ্ক্ষিত, কোহিনূর শোভিত, রত্নময় মুকুট মস্তকে ধারণ কর।"

"পিতা, প্রভু, এ দাস—এ সেবক, আপনার আদেশে হিমালয় তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে লম্ফপ্রদানেও কুণ্ঠিত নয়। তবে তাই হোক খান্‌খানান্—আজ থেকে আল্‌টামাসের বর্ত্তমান জীবনের যবনিকা পতন—নূতন জীবনের পত্তন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"ঐ—ঐ যায়—ঐ—ঐ পালায় কাফেরের দল—ধর—বাঁধ—বধ কর।"

"কার আদেশ?"

"সম্রাটের আদেশ।"

"মিথ্যা কথা!"

"এত স্পর্দ্ধা তোমার রুকুরুদ্দীন, যে ভারত-সেনাপতিকে মিথ্যাবাদী বল্‌তে, তোমার সাহস—আতঙ্কে পরিণত হলো না! এত অধঃপতন তোমার যে, পুত্র হয়ে পিতাকে মিথ্যাবাদী-রূপে পরিচিত পরিগণিত করতে, তোমার বিবেক বিচঞ্চল হয়ে উঠলো না। আশ্চর্য্য!"

"পিতাকে অন্যায় অধর্ম্ম কার্য্যে বিরত করা পুত্রের কি কর্ত্তব্য নয় পিতা? মিথ্যাকে সত্যরূপে আদৃত করে, খোদার অভিসম্পাত বহন করা—দোজকের পথ পরিস্কৃত করা কি মানুষের কর্ম্ম পিতা?"

"পুত্রের নিকট উপদেশ গ্রহণের বাসনা নাই—ইচ্ছাও নাই। এখন সরে দাঁড়াও পুত্র—আমার কর্ম্মপথ হ'তে।"

"সহস্র সহস্র নিরস্ত্র, নিরীহ, নিরপরাধীকে ঘাতকের উত্থিত খড়্গ-তলে নিক্ষেপ করে, বিবেক মনুষ্যত্ব সব বিসর্জ্জন দিয়ে, রুকুরুদ্দীন সরে দাঁড়াবে না—নীরবে। এই ধর্ম্ম-বিগর্হিত পৈশাচিক দৃশ্য দেখবে না—নিশ্চলে। এ দীক্ষা—এ শিক্ষা রুকুরুদ্দীন কখনও পায় নাই।"

"রুকু, আমি তোর পিতা, তা কি ভুলে যাচ্ছিস্?"

"যাঁর শোণিত আমার সর্ব্বশিরায় সতত উষ্ণতায় প্রবাহিত—যাঁর

মূর্ত্তি আমার চিত্তে—আমার নেত্রে সতত উদ্ভাসিত—তাঁকে কেমন করে ভুলবো পিতা?"

"তবে?"

"তবে রাজ্য সিংহাসন থেকে, পিতা মাতা হ'তেও সর্ব্বোচ্চ ঐ খোদা। কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সাধনই খোদার করুণালাভের একমাত্র সোপান। প্রভু মোহাম্মদ সেই কর্ত্তব্যকে শ্রেষ্ঠ করেছিলেন—শিরে ধারণ করেছিলেন। তাঁরই আদর্শে আমার হৃদয় অনুপ্রাণিত।"

"আর---আর পিতা কি কিছু নয়?"

"পিতার পাপ কার্য্যের সহায়তা করলে কি দেব-দয়া পাওয়া যায়? পিতার জন্য শয়তান হলে কি দোজক হ'তে মুক্তি পাওয়া যায়?"

"যায়।"

"তাহ'লে, জগতে পাপী কেউ থাক্‌তো না—তাহ'লে নরকের সৃষ্টি হতো না—তাহ'লে দেবতার পূজা কেউ করতো না।"

পুত্রের উত্তরে আল্‌টামাসের হৃদয় ক্রোধানলে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ক্রোধ-স্ফুরিত নেত্রে, ক্রোধ উদ্গীরিত কণ্ঠে ব'ললেন,—

"যুক্তি তর্ক, উত্তর প্রত্যুত্তরের প্রয়োজন নাই। আমার প্রয়োজন, ঐ কাফেরের দলকে হত্যা করা। আমার এ সঙ্কল্পে, এ কার্য্যে বাধা যদি দাও, তাহ'লে এ তরবারি পুত্রের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হ'তে কিছু-মাত্র বিলম্ব হবে না। তাই বলি নির্ব্বোধ বালক, সরে দাঁড়াও—সরে দাঁড়াও—এখনও সরে দাঁড়াও আমার সম্মুখ হতে।"

"ক্রোধ সম্বরণ করুন পিতা। আমি সকাতরে, আমার স্বাধীনতা, আমার জীবন বিনিময়ে, ঐ অসহায় অস্ত্রহীন সহস্র সহস্র সৈনিক-জীবন ভিক্ষা চাচ্ছি। ভিক্ষা পূর্ণ করুন পিতা।"

"তোমার ক্ষুদ্র জীবনে আমার প্রয়োজন নাই।"

আল্‌টামাস পশ্চাৎস্থিত স্বীয় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"সৈন্যগণ, কাফের বধ করে, পুণ্য-সঞ্চয়ের এ মহা সুবর্ণ-সুযোগ অবহেলায় ত্যাগ করো না। বধ কর—বধ কর—কাফের বধ কর।"

"পিতা, ক্ষান্ত হোন—এখনও ক্ষান্ত হোন। পুত্রের শুভ্র প্রাণ পিতৃ-বিদ্বেষে বিষাক্ত, বিদ্রোহে ক্ষিপ্ত করবেন না—এখনও ক্ষান্ত হোন।"

আল্‌টামাস পুত্রের বাক্যে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া সৈন্যগণের প্রতি চাহিলেন। তন্মুহূর্তে সহস্র তরবারী এককালীন পিধান মুক্ত হইল। নিরুপায়ে রুকুরুদ্দীন স্বীয় দ্বি-সহস্র সৈন্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—

"তাহ'লে—তাহ'লে সৈন্যগণ, তোমরাও অস্ত্র পিধান মুক্ত কর—খোদার অনুকম্পা শিরে গ্রহণ কর।"

মন্সবদার দোরাণ খাঁ রুকুরুদ্দীনকে প্রশ্ন করিল,—

"কার আদেশ ?"

"সম্রাটের আদেশ।"

"সম্রাটের লিখিত কোন আদেশ আমরা পাই নাই।"

"না, তাঁর লিখিত কোন আদেশ নাই—তিনি আমায় মৌখিক আদেশ প্রদান করেছিলেন।"

"সম্রাটের লিখিত আদেশ ব্যতীত, আমরা রাজ্যের প্রধান সেনাপতির বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলনে অক্ষম।"

সহসা রমণী-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"আর যদি সম্রাটের লিখিত আদেশ থাকে?"

সকলে স্বাশ্চর্য্যে সচকিত-নেত্রে দেখিল,—এক মহার্ঘ্য অলঙ্কার বিভূ-ষিতা, সঙ্গিনী ও শরীর রক্ষিগণ পরিবৃতা কিশোরী শ্বেত তুরঙ্গিনী-পৃষ্ঠে

বিরাজিতা। কিশোরী কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দৌরাণকে বলিলেন,—

"এই দেখ দৌরাণ, সম্রাটের আদেশ-পত্র। আমি স্বয়ং এই আদেশ-পত্রে দিল্লীশ্বরের স্বাক্ষর করে এনেছি। আর আমি সম্রাটের নামে, সম্রাট-নন্দিনী হয়ে আদেশ কচ্ছি—অনুরোধ কচ্ছি—সকলে স্ব স্ব অস্ত্র কোষবদ্ধ কর। পিতা পুত্রে এ শোণিত-খেলার অবসান হোক।"

সেই মুহূর্ত্তে নির্ব্বাকে সকলে অস্ত্র কোষবদ্ধ করিল। সম্রাট-নন্দিনীর জয় ধ্বনিতে সেই প্রান্তর প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

সেনাপতি আল্‌টামাস নিষ্ফল আক্রোশে লোষ্ট্রাহত বালকের ন্যায় একরাশ ক্রোধ-সহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মালব-সেনাপতি ডাকিলেন,—

"সম্রাট-নন্দিনি!"

"সেনাপতি!"

"তোমায় কি বলে সম্বোধন কর্‌বো?"

"কেন, ভগ্নী বলে।"

"হাঁ, আমাদের হিন্দুর ঘরে যেমন দেব-দেবী মানুষের আকারে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ যেমন সেই সম্পর্কে, এক একটা সম্বোধনে আহ্বান করে—তেমনি। তেমনি ভাবে—দেবী তুই, তোকেও আজ ভগ্নী-জ্ঞানে, ভগ্নী বলেই ডাক্‌ছি। কিন্তু বহিন্‌, এ গরীব কাফের ভাইকে মনে থাক্‌বে কি?"

"থাক্‌বে।"

"তাহ'লে তোকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো—না আশীর্ব্বাদ নেবো?"

"আশীর্ব্বাদ কর দাদা।"

"না, না, তুই আশীর্ব্বাদের অতীত। না, তোকে আমি আমার হৃদয়ে এঁকে নিলুম। আর সেনাপতি-পুত্র—"

"আদেশ করুন।"

"আদেশ পালন কর্‌বে ?"

"কর্‌বো।"

"তাহ'লে আমার এই মুক্তাহার কণ্ঠে ধারণ কর—আর একবার ভাই ব'লে ডাক।"

"ভাই—ভাই !"

"বাঃ ! সার্থক আমার জীবন—দেব-দেবী আমার ভ্রাতা-ভগ্নী। তাহ'লে ভাই শপথ কর, ঈশ্বর না করুন, যদি কখনও—কোন দিন—কোন কিছু প্রয়োজন হয়—যদি তোমার এ অভাগা ভায়ের দ্বারা কিছুমাত্র সাহায্য হয়—তাহ'লে তৎক্ষণাৎ আমার নিকট অকুণ্ঠিত চিত্তে চাইবে ?"

"চাইব।"

"তবে আসি ভাই—আসি ভগ্নী।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"তোমায় কেন ডেকেছি জান আল্‌টামাস ?"

"না।"

"বিচার কর্‌তে।"

"আমার বিচার কর্‌তে !"

"হাঁ, তোমার বিচার করতে। তুমি অপরের নিকট বরণীয়, মাননীয়, সম্মানীয় হলেও, আমার প্রজা—আমার ভৃত্য। তাই তোমার বিচার কর্‌তে তোমায় আহ্বান করেছি। তুমি রাজ্যের প্রধান সেনাপতি, তারপর একদিন সম্রাট-আত্মীয় ছিলে। তাই প্রকাশ্য রাজ-সভায়, সামান্য—সাধারণ অপরাধীর ন্যায় তোমার বিচার না করে, এই নির্জ্জন-কক্ষে তোমার বিচার কর্‌ছি।"

"কোন্‌ অপরাধের ?"

"অপরাধ, তোমার অনেক—অপরাধ তোমার গুরুতর। তুমি সম্রাট-আদেশ অবজ্ঞা করেছ—রাজ-আজ্ঞা অবহেলায় রাজ-শক্তিকে অপমান করেছ। প্রজার প্রাণে জাতি-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছ—সমস্ত হিন্দুর প্রাণ সম্রাটের বিরুদ্ধে তিক্ত করে তুলেছ। তোমার এ গুরু অপরাধের যোগ্য শাস্তি, তোমায় তপ্ত-তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করা। কিন্তু আমার স্বর্গীয়া ভগ্নীর আত্মা, তোমার কঠোর যাতনা দর্শনে আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌বে,—তাই তোমায় এ কঠোর শাস্তি হতে অব্যাহতি দিলুম। আর এতবড় একটা রাজ্যের প্রধান সেনাপতিকে দস্যু তস্করের ন্যায়, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারারুদ্ধ

কর্‌বার ইচ্ছাও নাই। তাই উপদেশ দিচ্ছ,—তুমি এই মুহূর্ত্তে কর্ম্ম-ত্যাগের আবেদন-পত্র আমার নিকট প্রেরণ করে—মক্কার পথে গমন কর। সম্মান—পদ-গৌরব অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে।”

“জান আরাম, কার বাহু-বলে তোমার রাজ্য সুরক্ষিত—তুমি এই দিল্লী সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ?”

“জানি, এক শয়তান শক্তি-বলে দিল্লী-সিংহাসন রক্ষিত—দিল্লীর কলঙ্ক বর্দ্ধিত। কিন্তু আর নয়। আমি শয়তান-সংস্পর্শ পরিত্যাগ কর্‌তে চাই। এতে যদি দিল্লী-সিংহসন যায়, যাক—ক্ষতি নাই—ক্ষোভ নাই—দুঃখ নাই, বরং আছে শুভ্র গৌরব—স্বচ্ছ গরিমা।”

“আরাম—”

“আবার! চুপ, সম্রাট বল। তুমি প্রজা, তুমি ভৃত্য, তুমি অপরাধী। তদুপরি তুমি এক হেয় হীন দৌবারিকের পুত্র।”

“আর তুমি এক ক্রীত-দাসের পুত্র।”

“আল্‌টামাস্‌!”

“কারও ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে, কঠোর কণ্ঠে আল্‌টামাস শঙ্কায়—রসনা সঙ্কুচিত করে না। আল্‌টামাসের হৃদয় রমণীর কোমলতায় গঠিত নয়। ক্রীতদাসের পুত্র, মঙ্গল চাও যদি—তবে মার্জ্জনা চাও। নতুবা—”

“নতুবা কি ?”

“নতুবা আমার এ অস্ত্র অপমানকারীর শাস্তির জন্য শূন্যে উত্থিত হবে।”

“বটে! তাহ’লে আত্মরক্ষা কর—আল্‌টামাস!”

মদিরা-নিমগ্ন, বিলাস-নিমজ্জিত সম্রাট, দুর্ব্বল করে,—যে কর কেবল মদিরা-পাত্র ও রমণী-কণ্ঠালিঙ্গনে প্রসারিত—সেই করে নর-ঘাতী, নর-শোণিতপায়ী, ত্রাসময়, তীক্ষ্ণ অসি ধারণে, দুর্ব্বার বিক্রমশালী দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা আল্‌টামাস্‌কে আক্রমণ করিলেন।

নিজের শক্তি-ভাণ্ডার কতটুকু না বুঝিয়া, সম্রাট্ হঠাৎ ক্রোধে, তাহা-পেক্ষা চতুর্গুণ বলশালী, অস্ত্রবিদ্ সেনাপতিকে আক্রমণে বুঝিলেন, তাঁর শক্তির ভাণ্ডার অতি ক্ষুদ্র। তথাপিও সম্রাট্ আক্রমণ হইতে বিরত হইলেন না। সেনাপতির প্রবল আক্রমণে, প্রচণ্ড প্রহরণাঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত রুধিরাপ্লুত হইল। তথাপি সম্রাট্ অস্ত্রগতি নিরুদ্ধ করিলেন না। আনু-আলির অতুল অর্থ ব্যয় সার্থক—আল্‌টামাসের চির ঈপ্সিত আশা সফল হইল। রাজ্যলোভী দুর্ব্বৃত্ত আল্‌টামাসের সুদীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ—ভারত-সম্রাট্-বক্ষে বিদ্ধ হইল। আর্ত্তনাদে সম্রাট্ ভূ-লুণ্ঠিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের এক মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। হিন্দুর পরম বন্ধু, পরমোপকারী, কর্ণ-তুল্য দানশীল, দেবতুল্য মহত্ত্বময়, স্বর্গীয় সম্রাট্ কুতবউদ্দীনের একমাত্র সন্তান, শিশুর ন্যায় সরল সুন্দর, হিন্দুর মঙ্গলকামী সম্রাট্ আরামের পতন—আর সঙ্গে সঙ্গে করাল কঠোর-হৃদয় আল্‌টামাসের উত্থান হইল।

সম্রাট্ যাতনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—আর আল্‌টামাস আনন্দে, অট্টহাস্য-ধ্বনিতে, গর্ব্বিত পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"এ কি! এ কি ভীষণ ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য দেখছি! কোটী কোটী নর-নারীর ভাগ্যবিধাতা, মর্ত্ত্যের সজাগ দেবতা, ভারত-অধীশ্বর দীন-হীনের ন্যায় রক্তা-ক্ত-কলেবরে নিঃসহায় অবস্থায় ধূল্যবলুণ্ঠিত!"

"এসেছ! এসেছ করুণা-রূপিণী চাঁদিনী! এই যে—তোমারাও এসেছ—বেহেস্তের ঝরা ফুল দুটী! এস রুকু, এস মা সোনালী, চাঁদিনী—আমার কাছে এস—তোমাদের করুণালিপ্ত কোমল কমল কর স্পর্শে এ যাতনাদগ্ধ অঙ্গ শীতল কর।"

"কে শয়তান, এমন প্রেম-প্রীতিপূর্ণ, স্নেহভরা, করুণা-গঠিত হৃদয় দীর্ণ করলে সুলতান?"

"শুনে কি হবে—কি করবে চাঁদিনী?"

সম্রাজ্ঞীর উত্তরের পূর্ব্বেই, সরোষে রুকুরুদ্দীন বলিলেন,—

"কি করবো, তা জানি না—বলতে পারি না। তবে এটা স্থির যে—আমার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য—আমার অস্ত্রশিক্ষা—অস্ত্রের তীক্ষ্নতা—সেই সম্রাট্-প্রাণ-হন্তারকের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করবো।"

"করবে?"

"করবো।"

"ঠিক বলছো?"

"ঠিক বলছি।"

"যদি সেই হত্যাকারী, প্রবল প্রতাপশালী, ঐশ্বর্য্যশালী হয়?"
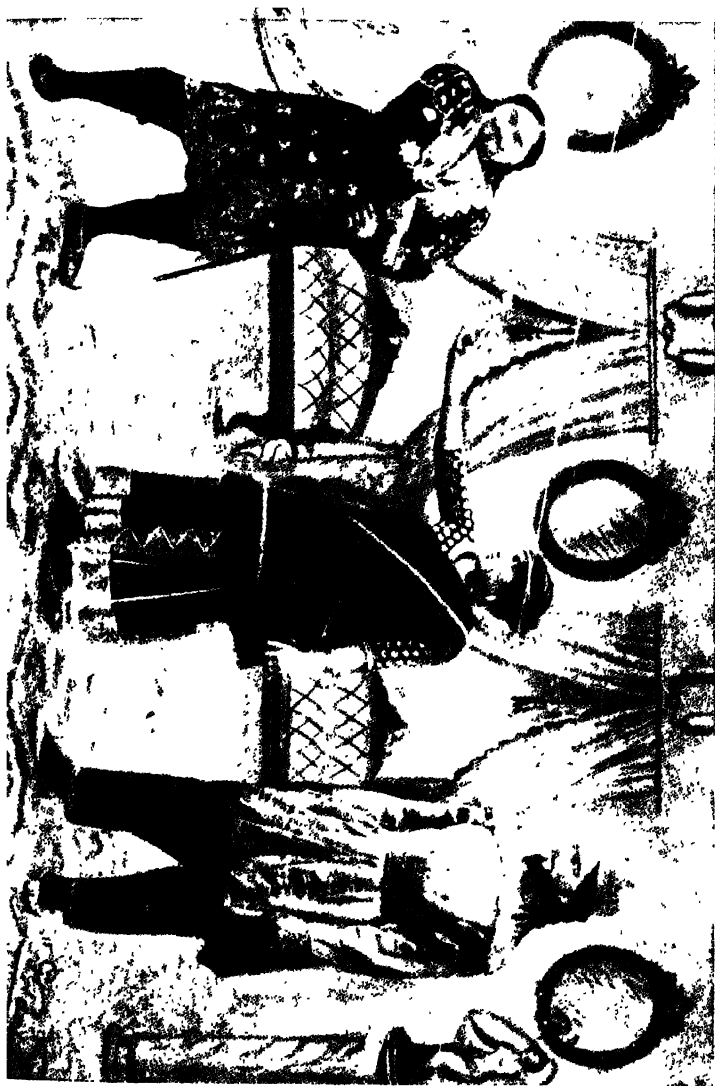
"পারি না পারি, তথাপি চেষ্টা করবো—প্রতিকার করতে।"

"আর যদি সে হত্যাকারী স্বয়ং তোমার জনক হয়?"

"পিতা যদি শয়তান হয়, পুত্রের কর্ত্তব্য পিতার প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করা—পিতার অন্যায়ের প্রতিকার করা।"

"তাহ'লে শোন রুকুরুদ্দীন, তোমার পিতাই বাজ হত্যাকারী।"

"আমার পিতা!"

"হাঁ, তোমার পিতা।"

চাঁদিনী সোনালী, স্তম্ভিত বিস্ময়ে নীরব রহিল। রুকুরুদ্দীনের নয়ন বদন আনত—আরক্ত হইয়া উঠিল। তৎদৃষ্টে ক্ষীণস্বরে সম্রাট ডাকিলেন,—

"রুকুরুদ্দীন---"

"সম্রাট্।"

"মনোভাব বুঝি পরিবর্ত্তিত হয়েছে তোমার?"

"না।"

"সোনালী—"

"পিতা।"

"তোর্ হাতটা দেতো মা আমার হাতে। রুকু, এই নাও তোমার প্রভুভক্তির—রাজভক্তির—তোমার মহৎ চরিত্রের পুরস্কার। চাঁদিনী, নবীন দম্পতী-যুগলকে—তোমার জামাতা ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ কর।"

"আশীর্ব্বাদ করি—যে চরিত্রের স্বচ্ছতায়—তুমি এমন আসমানের হৃদয়-আলো করা চাঁদ লাভ করলে,—যে চরিত্রের মধুরতায় তুমি আমার ও সম্রাটের হৃদয় জয় করেছ—সেই চরিত্রের শুভ্রতা, নির্ম্মলতা চির স্বচ্ছ—চির উজ্জ্বল—চিরস্থায়ী হোক। আশীর্ব্বাদ করি—মানবের ভূষণরূপে—বীরের আদর্শরূপে পূজিত—বরিত হও।"

"আর একটা অনুরোধ রুকু—আর একটা এ অন্তিম-পথ-যাত্রীর আর একটা অনুরোধ রক্ষা কর রুকু।"

"আদেশ করুন।"

"বল রুকু, এই মহিমময়ী নারীকে চিরদিন জননীরূপে দেখ্‌বে—দেবী-জ্ঞানে চিরকাল সম্রাজ্ঞীর আদেশ পালন করবে?"

"শপথ করছি—আজ থেকে সম্রাজ্ঞী আমার জননী। আদেশ তাঁর, দেব-আদেশের ন্যায় আমরণ পালন কব্‌রো।"

"ব্যস, নিশ্চিন্ত আমি। আশীর্ব্বাদ করি—সুখী হও। সম্রাজ্ঞী, না, না, কি আর বল্‌বো—তুমি অতুলনীয়া—তুমি পতিপরায়ণা তোমায় আর কি বল্‌বো। তবে আসি—তবে যাই। তুমিও এসো—তবে এখন নয়।"

"কখন?"

"যখন এ নৃশংস-হত্যার প্রতিশোধ নিতে পার্‌বে—তখন। যতদিন আল্‌ট্রামাস হাস্‌বে—ততদিন আমি কাঁদ্‌বো,—এ কথা স্মরণ রেখো। ওঃ! খোদা, খোদা! কখনও—কোনও দিন তোমায় ডাকি নাই—আজ আকুল অন্তরে ডাক্‌ছি। দয়া কর, মেহেরবান খোদা!"

সঙ্গীতের ন্যায় একটা মধুর জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইল। আর্ত্ত-কণ্ঠে সম্রাজ্ঞী ডাকিলেন,—"সম্রাট্‌—স্বামি!"

রুকুরুদ্দীন ও সোনালী শোকাবেগে সম্রাট্‌-বক্ষে আপতিত হইলেন। তাঁহাদের নয়নাশ্রুতে সম্রাটের অনড়-দেহ পরিসিক্ত হইল। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর নয়নে অশ্রু নাই—বদনে কাতরতা নাই—দেহে কম্পন নাই। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তখন এক অনল-শিখা বিচ্ছুরিত হইতেছিল।

এমন সময়ে সশব্দে কক্ষদ্বারোন্মুক্তে দ্বাদশজন অস্ত্রধারী পাঠান প্রবেশ করিল। তড়িতে দণ্ডায়মান হইয়া রুকুরুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তোমরা—কি চাও ?"

"আমি সম্রাট্ আলটামাসের সমর-কর্ম্মচারী—এরা সম্রাট্-সৈন্য। তোমায় আর সম্রাট্-নন্দিনীকে সম্রাট্-আজ্ঞায় বন্দী করতে এসেছি।"

"দৌরাণ খাঁ, একদিন ঐ ভূপতিত, দয়াল-সম্রাট্কে শির নত করে অভিবাদন করেছিলে—আজ্ঞা পালনে ধন্য হয়েছিলে। একদিন ঐ মৃতের এক কণা করুণার জন্য লেলিহান কুক্কুরের ন্যায় দীননেত্রে যুক্তকরে দাঁড়িয়েছিলে। আর আজ তুচ্ছ কয়েক মুষ্টি অর্থের জন্য—সেই মহান্ সম্রাট্—সেই উদার প্রভুর কন্যাকে বন্দিনী করতে এসেছ ? মানুষ যে এত অনুদার, এত অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। কিন্তু তা হ'বে না, রুকুরুদ্দীনের কোষে অসি, নয়নে জ্যোতি, বাহুতে শক্তি থাক্তে সে কখনও এ দৃশ্য দেখবে না। দৌরাণ খাঁ, মানুষ যদি হও, মানুষের কিছুমাত্রও প্রবৃত্তি যদি থাকে, তাহ'লে সসম্ভ্রমে ঐ মহাত্মার শবদেহকে অভিবাদন ক'রে প্রস্থান কর—আর না হয় আত্ম-রক্ষায় প্রস্তুত হও।"

"উপদেশ শুনতে আসি নাই—এসেছি সম্রাট্-আদেশ পালন করতে। বাধা দিলে, অস্ত্রহীন করতে—অঙ্গস্পর্শ করতে বাধ্য হবো।"

"তৎপূর্ব্বে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর শয়তান।"

রুকুরুদ্দীন অসি নিষ্কাশন করিলেন। চকিতে চপলা গতিতে চাঁদিনী রুকুরুদ্দীনের কর ধারণে বলিলেন,—

"ক্ষান্ত হও পুত্র।"

"ক্ষান্ত হবো! আমার সহধর্ম্মিণী সম্রাট্-নন্দিনীর অপমানকারী শয়-তানকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষান্ত হবো ? এ কি আদেশ করছো জননী ?"

"জননী যদি আমি তোমার, তবে আজ্ঞা আমার পালন কর নির্ব্বাকে। অস্ত্র-ত্যাগে নব-সম্রাটের আদেশ পালন কর।"

"কখনই নয়।"

"শপথের কথা বিস্মৃত হয়ো না পুত্র।"

"বেশ! কিন্তু এরই মধ্যে এত পরিবর্ত্তন!"

"কিসের?"

"তোমার চরিত্রের।"

"হাঁ, পরিবর্ত্তন। আমার এই পরিবর্ত্তন জগৎ অবাক-বিস্ময়ে দেখবে। দৌবাণ, আমার প্রতি সম্রাটের কিছু আদেশ আছে?"

"আপনাকে সসম্মানে সম্রাট্-সমীপে উপনীত করবার আদেশ আছে।"

"আর সম্রাটের শবদেহ?"

"স্বর্গীয় সম্রাট কুতবউদ্দীনের কবর-পার্শ্বে মহা-সমারোহে সমাহিত করবার আদেশ হয়েছে।"

"উত্তম চল, কোথায় আমায় নিয়ে যেতে চাও চল—।"

"তিক্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রুকুরুদ্দীন বলিলেন,—

"সম্রাজ্ঞী বড় উচ্চাসনে বসিয়েছিলাম তোমায়। দেবীর ন্যায় উচ্চতায়, উজ্জ্বলতায়, মধুরতায় তোর মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করেছিলুম। মাতৃস্নেহ পূর্ণ না হতে, স্বপ্নের ন্যায় তা চূর্ণ করে দিলি পাসাণী? আজ আবার আমি মাতৃ-হারা হলুম।"

"মাতৃ-হারা হও নাই—হবেও না। যে উজ্জ্বলতায় আমার মূর্ত্তি গেঁথেছিলে—দেখেছিলে, সে মূর্ত্তি আরও উজ্জ্বল—আরও উন্নত—আরও মাধুর্য্য-মণ্ডিত দেখবে। শুধু তুমি নও—মোগল, পাঠান, রাজপুত, সর্ব্বজাতি, সর্ব্বদেশ দেখবে আশ্চর্য্যে—অবাকে। জননীর প্রতি সন্দিহান হওয়া পুত্রের কর্ত্তব্য নয়। জেন রুকু, আমি ঐ ভূ-শয্যাশায়ী দেবতার সহধর্ম্মিণী।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"ডুবিয়ে দাও—ডুবিয়ে দাও, বিশ্বের সব কোলাহল। রাঙিয়ে তোল আসমানের হৃদয়—মাতিয়ে তোল বসুধা-বক্ষ—মধুর ভঙ্গিমায়। ছুটুক আকুল করা সঙ্গীত তরঙ্গ—বহুক ব্যাকুল করা হাস্য লাস্য—রঙ্গে ভঙ্গে। গাও নাচ হাস—উৎসবে মাত—আনন্দে ডোব। আজ একটা নব-জীবনের জাগরণ—আজ একটা হেয় স্মৃতির বিসর্জ্জন। আজ একটা কীর্ত্তির উত্থান—আজ একটা জীর্ণ অতীতের অবসান। আনন্দ—আনন্দ কর। তোল তান—আকাশে বাতাসে সুধার লহর ছুটিয়ে—গাও গান—বীণার ঝঙ্কারে হৃদয় মন প্রাণ মাতিয়ে।"

নূতন সম্রাট আলটামাসের আদেশে, মদিরা-বিভোরা, লালসা-রঞ্জিতা-অধরা, নর্ত্তকীগণ কৃত্রিম কুটিল কটাক্ষে, কৃত্রিম অঙ্গ-ভঙ্গিমায় সঙ্গীত ধরিল। নূপুর বাজিল—ঝুম্-ঝুমা-ঝুম্। মৃদঙ্গ ধ্বনিত হইল—ঝুন্-ঝুনা-ঝুন্। খঞ্জনী শব্দিত হইল—রুণ-রুণা-রুণ। মত্ত-মত্ত, মদমত্ত মহাগর্ব্বী সম্রাট্ আলটামাস্, আধ-নিমিলীত নেত্রে, পলক-কম্পিত চিত্তে, দেবেশের ন্যায় স্বর্ণাসনে, অতুল্য বসন ভূষণে, অর্দ্ধশায়িত হইয়া নর্ত্তকীর নৃত্যভঙ্গি দেখিতে লাগিলেন! সম্রাটের উভয়পার্শ্বে মালব রাজকোষ হইতে আনীত ও লুণ্ঠিত, অতুল অর্থরাশি স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে স্তরে স্তরে সজ্জিত। সম্রাট্ কখন বা রৌপ্যমুদ্রা কখনও বা স্বর্ণমুদ্রা কখনও বা জহরৎ গ্রহণে নৃত্য-কারিণীগণের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

এমন সময়ে প্রহরিণী পরিবেষ্টনে, এক বিষাদিনী অথচ অশেষ

সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী সম্রাটের বিলাস কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তে সঙ্গীত-লহর গতি রুদ্ধ, নূপুর নীরব, বাদ্য-ঝঙ্কার স্তব্ধ হইল। জড়িত কম্পিত স্বরে সম্রাট্ বলিয়া উঠিলেন,—

"কি—সব হঠাৎ থাম্‌লে যে? চালাও—এমন সজীব আনন্দ তরঙ্গ নিরুদ্ধ করো না—এমন জমাট স্ফূর্ত্তির উচ্ছ্বাস রুদ্ধ ক'রো না, চালাও—চালাও।"

আগতা রমণী ধীর কণ্ঠে বলিলেন,—

"তৎপূর্ব্বে একবার চক্ষুরুন্মীলন কর সম্রাট্।"

"কে—কে তুমি স্পর্দ্ধিতা, সম্রাটকে আদেশ কর। কে—কে—ও—হো সম্রাজ্ঞী চাঁদিনী! এস, এস সম্রাজ্ঞী, সম্রাট-পার্শ্বে, সম্রাটের আসনে বোস।"

"এ ভাবে—এ বেশে ঐ অমূল্য, অতুল্য, উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল রত্ন-মণ্ডিত আসনে উপবেশন শোভা পায় না।"

"বেশ। তবে বাঁদী নিয়ে আয় সাম্রাজ্ঞীর বসন ভূষণ, নিয়ে আয় সম্রাজ্ঞীর কনক-কীরিট, কনক-পাদপীঠ।"

"অধীর হ'য়ো না সম্রাট্! এত শীঘ্র কেন? বসবো—দুদিন যাক্, তবে বস্‌বো তোমার পাশে।"

"বেশ, তাই হবে। তোমার ইচ্ছার গতি রুদ্ধ করবার—তোমার উপর কথা কইবার শক্তি আল্‌টামাস হারিয়ে ফেলেছে। চাঁদিনী, আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি।"

"তা জানি।"

"কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস কি না—তা তো জানি না আমি।"

"ভালবাসি—আমিও তোমায় ভালবাসি।"

"ভালবাস—ভালবাস? সত্য ভালবাস?"

"হাঁ, সত্যই আমি তোমায় ভালবাসি।"

"কিন্তু কেমন করে বুঝবো তুমি ভালবাস আমায়—নিদর্শন তার কোথায় ?"

"নিদর্শন তার—আমার এখানে স্বেচ্ছায় আগমন। নিদর্শন তার—যেদিন সম্রাট তোমায় কর্ম্ম-চ্যুত করবেন, সেদিন সম্রাট-সদনে তোমার জন্য সকাতর-প্রার্থনা। নিদর্শন তার—তোমায় সম্রাট-নামে সম্বোধন করা। এতেও কি বোঝ নাই আল্‌টামাস, আমি তোমায় ভালবাসি কি না।

"হাঁ—হাঁ বুঝেছি। বুঝেছি সত্যই তুমি আমায় ভালবাস। তা'হলে-পর আমার নামাঙ্কিত এই মহা-মূল্য অঙ্গুরী—ধর এই হীরকহার। তা'হলে তুমি মুক্তা—তুমি স্বাধীনা। এ প্রাসাদে—এ রাজ্যে অবারিত অবাধগতি তোমার। তা'হলে ঢাল—ঢাল সুধা। তোমার কর পৃষ্ট মদিরা-পানে—তোমার ঐ বেহেস্তের সৌন্দর্য্য-সম্ভার-সজ্জিতা বদন-সুষমায় স্নাত হ'যে ভেসে যাই আবেশে—আবেগে—আনন্দে—আনন্দ-তরঙ্গে। এই বাঁদী, এই প্রহরিণী, এই নাচনেওয়ালী, কুর্ণিশ কর তোদের নূতন সম্রাজ্ঞীকে।"

কক্ষস্থ সকলে অতি সম্মান-সতকারে সম্রাজ্ঞীকে আ-ভূমি প্রণতা হইয়া কুর্ণিশ করিল।

অতি আগ্রহে সম্রাজ্ঞী স্বকরে মদ্যপূর্ণ-পাত্রাধার সম্রাট-সম্মুখে ধারণ করিলেন। অচিরে অচৈতন্য সম্রাট সেই কোমল আসনে ঢলিয়া পড়িলেন।

উল্লাসে সম্রাজ্ঞীর নয়ন বদন—হাসিয়া নাচিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

"বিমলিনী নলিনী সোনালী—কেঁদ না। তোমার ঐ অমল-কমল নয়নে অশ্রু ফুটিয়ে আমার চিত্তের দৃঢ়তা বিনষ্ট করো না।

কনক-কমলিনী—ভেব না। তোমার ঐ শত-চন্দ্র-মালিনী, বিমল-নির্ম্মল বদনে চিন্তারাশি জাগিয়ে, আমার নয়নের জ্যোতি নিস্প্রভ করো না সোনালী।"

"একটা তুঙ্গ শৃঙ্গ লুটিয়ে পড়েছে; একটা দুকুল উচ্ছ্বসিতা তটিনী শুকিয়ে গেছে, একটা মস্ত মহীরুহ ভেঙ্গে পড়েছে, আর আমি কাঁদ্‌বো না—ভাব্‌বো না!"

"কিন্তু রাজা মহারাজা, সাহাজাদা সাহাজাদাদের উত্থান পতন, জীবন-মরণ এমনি বিস্ময়ে গঠিত। তুমি যা ভাবছো, আমি ত ভাব্‌ছি না। আমি শুধু ভাবছি পিতার কথা। এত নিষ্ঠুর, এত নির্ম্মম পিতা, যে অন্নদাতা, জীবনদাতা, আশ্রয়দাতা রাজার করুণা-কোমল বক্ষে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে তোমার হস্ত নিষ্কম্প—অসি স্খলিত হলো না! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ-পুত্র, আমায় হত্যা কর্‌বার সঙ্কল্পে বন্দী করেছ। যে তুহিণসিক্তা, পরিমল-বাসিতা, ফুল্ল-শতদল কলিকাকে এতদিন—এতকাল ক্রোড়ে, বক্ষে ধরে এসেছ—আজ তাকে লৌহ-বেষ্টনীময় কারা-কক্ষে বন্দিনী করেছ! পিতা, পিতা এত নির্ম্মম, এত নির্দ্দয় তো তুমি ছিলে না। বুঝেছি, দোষ তোমার নয়। তুমি যন্ত্র মাত্র। চালক—সেই বৃদ্ধ আব্দু-আলি। সেই শয়তানই তোমায় শয়তান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছে। একবার—যদি

একবার কোনরূপে মুক্তি পাই, তা'হলে আন্ত-আলি তোমার এ শয়তান লীলার নিদারুণ প্রতিশোধ নেবো।"

"তবে মুক্ত তুমি রুকু।"

"কে—ভূতপূর্ব্বা সম্রাজ্ঞী?"

"সন্তানের নিকট এই কি জননীর প্রাপ্য সম্ভাষণ—যোগ্য সম্মান?"

"এর অধিক আর তোমায় কিছু দিতে পারি না—আর কোন সম্ভাষণও করতে পারি না।"

"কেন?"

"কেন? নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর কেন।"

"আবার সেই সন্দেহ! আমি—আমি সম্রাজ্ঞীর গৌরবের প্রতি—নারী সম্মানের প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করে, ধর্ম্মের প্রতি না চেয়ে, পুত্র-কন্যা তোমরা—তোমাদের জীবন রক্ষায় কৌশলে আল্‌টামাসকে মদিরায় অচৈতন্য করে, তার অঙ্গুরী নিয়ে, রমণী হয়ে তিন তিনটে প্রহরীকে হত্যা করে, তোমাদের মুক্ত করতে উন্মাদিনীর ন্যায় এই গভীর নীরব নিস্তব্ধ তমসাময়ী রজনীর মধ্য দিয়ে ঝঞ্ঝার ন্যায় ছুটে এলুম কি—তোমার মুখে তিক্ত উক্তি শুনতে? বাঃ, সুন্দর—সম্রাট আমায় অতি সুন্দর সু-পুত্র দান করে গেছেন।"

"কুহকময়ী মঙ্গলময়ী জননী আমার—এইবার চিনেছি তোমায়। মা, মা, অজ্ঞান অপরাধীকে মার্জ্জনা কর। তোমার আশীর্ব্বাদে—পদ-ধূলিতে সন্তানকে শক্তিমান্ কর।"

"এখন মার্জ্জনা করবার—আশীর্ব্বাদ করবার অবসর নাই। এ যমপুরী হ'তে সোনালীকে নিয়ে পালিয়ে এস। আমি যখন প্রাসাদ হ'তে গুপ্তদ্বার-পথে কারাগার-অভিমুখে আসছিলুম, তখন দেখি গুপ্তদ্বার-পথে তিনটী পাঠান প্রহরী নিদ্রিত। অদূরে তাদের তিনটী সজ্জিত অশ্ব তৃণ-আহারে

রত। আমি তখন তোমাদের উদ্ধার-চিন্তায় জ্ঞানহারা উন্মাদিনী। নারী হয়েও ভীষণা রাক্ষসীর ন্যায় অকাতরে, তাদের বক্ষে আমার তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করে দিলুম। তারপর তাদের পরিচ্ছদ গ্রহণে—এসেছি এখানে। সব নীরব নিস্তব্ধ—সব অন্ধকারে নিমগ্ন নিমজ্জিত—এই উত্তম সুযোগ। এই পাঠান-বেশ পরিধানে—অবিলম্বে এস আমার পশ্চাতে।"

"এত তোর সন্তানের প্রতি মমতা যে, নর-হত্যাতেও তুই কুণ্ঠিত হোস্ নাই মা! কিন্তু মঙ্গলময়ী, প্রাণভয়ে কাপুরুষের ন্যায় পালাতে তো রুকুরুদ্দীন জানে না।"

"রুকু, মানুষ হয়ে জন্মেছ, তোমার কর্ত্তব্য অনেক। সে কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রেখে, মরবার অধিকার শুধু পশুর আছে—মানুষের নাই। যুক্তি-তর্কের সময় নাই। বিনা দ্বিধায়, বিনা দ্বিরুক্তিতে জননী-আজ্ঞা পালন কর। সম্রাটের নিকট যে শপথ করেছিলে, সে শপথ রক্ষা কর।"

"উত্তম। তবে তাই হোক। তবে চল মা জননী, তোমার অভয় দেওয়া গানে—তোমার আশায় ভরা তানে—ছুটে যাই দিগ্‌ভ্রষ্টের ন্যায়—নব-কর্ম্ম-সোপানে—নব-জীবনে।"

দশম পরিচ্ছেদ

"কোথায়—চাঁদিনী কোথায় গেল ?"

"বোধ হয় কক্ষান্তরে গেছেন।"

"গেছেন ? যা বাঁদী নিয়ে আয় সম্রাজ্ঞীর সম্মানে—এখানে।"

নির্ব্বাক অভিবাদনে বাঁদী সম্রাট-আদেশ পালনে প্রস্থান করিল। অপর আর এক বাঁদীকে সম্বোধনে সম্রাট বলিলেন,—

"এই বাঁদী, নিয়ে আয় সিরাজী—"

সহসা দ্বার-প্রান্ত হইতে গুরু-গম্ভীর-স্বরে কে বলিল,—

"ফেলে দাও সিরাজী—চূর্ণ কর ঐ মদিরা-পাত্র—দূর কর মদ্যাধার—বিতাড়িত কর ঐ নরক-বাহিনী স্বৈরিণী-সম্প্রদায়কে।"

শঙ্কিত-নেত্রে আল্‌টামাস দেখিলেন,—বক্তা স্বয়ং আমু-আলি।

কম্পিত-পদে আসন ত্যাগে আল্‌টামাস কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন,—

"এ কঠোর কঠিন আদেশ কেন খান্‌খানান ?"

"কেন, তা কি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না আল্‌টামাস ? তোমার ভাগ্যের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন এখনও জগৎ জানে নাই—শোনে নাই। এখনও প্রজার কণ্ঠে তোমার জয়ধ্বনি—সাগর-গর্জ্জন মথিত করে নাই। এখনও তোমার পদে সকলে শির নত করে—সম্রাট সম্বোধনে অভিনন্দন অভিবাদন, অভিভাষণ করে নাই। আর এরই মধ্যে তুমি মদিরা-প্রবাহে নিমজ্জমান্, রমণী-রূপ-রঙ্গে ভাসমান! এই বিশাল সাম্রাজ্য, এই বিরাট সম্মান, এই বিপুল ঐশ্বর্য্য সহসা লাভে দেখছি চিত্ত তোমার উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে।"

"খান্‌খানান, সিংহাসন, সম্মান, সম্পদ আমি পেয়েছি বটে। কিন্তু তার চেয়ে আর এক মহা রতন, মহৎ আসন, মহান অবদান থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি।"

"কি সে রতন—ভূষণ ?"

"আমার পুত্র। আমার বড় আদরের—বড় গৌরবের পুত্র রুকুরুদ্দীনকে হারিয়েছি। তার সেই উদার উন্নত হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি সব হারিয়েছি। পিতার প্রতি ঘৃণায় বীতশ্রদ্ধায় সে পিতাকে ত্যাগে সম্রাট-পক্ষ অবলম্বন করে। শুনেছি, মৃত্যুকালীন সম্রাট স্বীয় দুহিতাকে আমারই পুত্র করে সমর্পণ করেন। রুকুরুদ্দীনও নীরবে আনত-শিরে তাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করে। তাই আমি পুত্র, পুত্র-বধূকে একই কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছি। কিন্তু এ শাস্তি তাদের নয়—এ শাস্তি আমার।"

এমন সময় সেই বাঁদী—যে বাঁদী সম্রাজ্ঞী আহ্বানে গিয়েছিল, সেই বাঁদী মুখে একরাশ বিস্ময়, নয়নে বিষাদ নিয়ে, নীরবে কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু আন্নু-আলিকে দর্শনে যেমন ভাবে আসিয়াছিল,—তেমনি ভাবে বিস্ময় লইয়া প্রস্থান করিল।

ক্ষুব্ধচিত্তে, ব্যগ্রনেত্রে, আল্‌টামাস আন্নু-আলির প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—

"খান্‌খানান, আমার কি ইচ্ছা হয় জানেন ?"

"কি ?"

"আমার ইচ্ছা হয়—সম্রাটের সব দর্প গর্ব্ব, সম্মান সিংহাসন ত্যাগে, এই রত্নমণ্ডিত রাজবেশ ত্যাগে, একবার নগ্নবক্ষে পুত্রকে আদরে কাতরে ধারণ করি।"

"এত স্নেহ দুর্ব্বলচিত্ত নিয়ে প্রজাপালন, রাজশাসন চলে না আল্‌টামাস। অবাধ্য পুত্র, যে পুত্র পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুল্‌তে পারে

সে পুত্র অনায়াসে পিতার বক্ষও অস্ত্রাঘাতে বিদ্ধ কর্‌তে পারে। আদর ও স্নেহ শাসন নয়—প্রশ্রয়। আজ যদি তুমি তাকে প্রশ্রয় দাও—তাহ'লে স্থির জেন, কাল সম্রাট-নন্দিনী ও সম্রাজ্ঞী এই দুই ইন্ধন-সহায়তায় সে একটা অনল জ্বালাবে। সে অনলে সব ভস্মীভূত চূর্ণীকৃত হবে। তার ওপর তোমার পুত্র শুধু পিতৃদ্রোহী নয়—ধর্ম্মদ্রোহী—হিন্দুর অনুরক্ত—পক্ষপাতী। তোমার ও আমার ইচ্ছা, সমগ্র ভারতবর্ষকে ইস্‌লাম-পতাকা-তলে আনত করা—দীক্ষিত করা। কিন্তু রুকুরুদ্দীন তার বিরোধী। তোমার স্নেহ, তোমার প্রশ্রয় তার মতিগতি পরিবর্ত্তিত করতে পারবে না। শাসনে—তিরস্কারে তার ঔদ্ধত্য নম্রতায় পরিণত হবে। কারাগারের অসীম যাতনায়—ক্ষুধার তাড়নায় তার গর্ব্ব—তার বিদ্রোহিতা, সব নমিত দমিত হবে। তখন রুকুরুদ্দীন অনুতপ্ত চিত্তে তোমার পদানত হবে।"

একটা উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের ন্যায়, বর্ত্তমান সেনাপতি দৌরাণ খাঁ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিনা অভিবাদনে ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—

"কিন্তু সে পালিয়েছে।"

"পালিয়েছে!"

"হাঁ—পালিয়েছে।"

"আর সম্রাজ্ঞী?"

"তিনিও—"

"আর সম্রাট-নন্দিনী?"

"তিনিও—"

"ওহো—হো—তারা পালায় নাই—আমার বুকে শেলাঘাত করেছে—আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে।"

আমু-আলি উৎসাহিত-স্বরে বলিলেন,—

"কিছু করে নাই। দৌরাণ, চতুর্দ্দিকে দলে দলে চর, অনুচর, গুপ্তচর প্রেরণ কর—তাদের সন্ধানে। ঘোষণা করে দাও, যে কেহ পলাইতদের সুস্থদেহে আন্‌তে পার্‌বে, কিংবা সঠিক সংবাদ দিতে পার্‌বে পুরস্কার তার—লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা।

আলটামাস, সদ্য স্বামী-হীনা, পুত্র-হীনার ন্যায় দীর্ণ কণ্ঠে হতাশ্বাসে কোন ফলোদয় হবে না। নিপীড়িতা রমণীর ন্যায়, খোদাকে কাতরস্বরে ডাক্‌লে কিছু হবে না। স্বামী পরিত্যক্তার ন্যায়, বক্ষে করাঘাত কর্‌লে কিছু হবে না। কীর্ত্তির পথ—গৌরব-পথ কঙ্করময়—কঠোরতাময়। এ পথে পদক্ষেপে যদি ইতিহাস-বক্ষে চির অক্ষুণ্ণ নাম রাখতে চাও, যদি জগৎ-বরেণ্য—জগৎ-ধন্য হ'তে চাও—তবে শোক-দুঃখ বিসর্জ্জনে—ক্ষিপ্ত কেশরীর ন্যায় মাথা তুলে স্ফীত বক্ষে দাঁড়াও। জগৎ সসম্ভ্রমে মাথা নত করুক—তোমার কীর্ত্তির কনক-দুয়ারে।"

চাঁদিনী

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

"না পাঠান, আশ্রয় পাবে না।"

"পাব না?"

"না।"

"আশ্রিত বৎসল আর্য্যাবর্ত্তের—আর্য্যজাতির আজ এত অধঃপতন হয়েছে তা বুঝি নাই সিন্ধুরাজ—তাই এসেছিলুম বড় আশায়—একটু আশ্রয়ের জন্য।"

"ঠিক বলেছ পাঠান। আজ হিন্দুর এত অধঃপতন হয়েছে যে, সে স্বাধীনতার পূজা, দেশের সেবা, জাতি-প্রীতি, সব ভুলে গিয়েছে। যে সিন্ধুরাজ্য ঐশ্বর্য্যে বৈভবে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে, বীরত্বে মহত্বে সমগ্র ভারত-বক্ষে মহা-মহিমায় মহা বিস্ময়ে অধিষ্ঠিত ছিল, আজ সেই সিন্ধুরাজ্য রাজা দাহিরের সঙ্গে সব হারিয়ে—সব খুইয়ে দুর্ব্বল দীন-হীন হ'য়ে পড়েছে। এমন কি পারস্তের প্রবল, দীপ্ত, জলন্ত বীর্য্য বহ্নিতে, তার স্মৃতিটুকুও ভস্ম হয়েছে—লুপ্ত হয়েছে। সেই স্মৃতি পূজা করতে, সেই

মহিমা-গান গাইতে এখন আর কেউ সাহস করে না। তোমরা সম্রাট আলটামাসের বিরুদ্ধাচরণ করেছ। কঠোর হৃদয় আলটামাস যখন তোমাদের নির্ব্বাসিত করেছেন, তখন তাঁর ক্রোধ-বহ্নিও তোমাদের অনুসরণ করছে। যে তোমাদের আশ্রয় দেবে, আলটামাসের প্রদীপ্ত ক্রোধ, প্রবলবেগে তারই উপর পতিত হবে।"

"কিন্তু আমরা নিরপরাধী।"

"তা বুঝেছি—তোমাদের সরল সুন্দর, শুভ্র কমল অমল নয়ন—জ্যোৎস্না-বিধৌত, পুণ্য-প্রভান্বিত, আলোকবিভূষিত বদন দেখে তা বুঝেছি। তথাপিও তোমাদের আশ্রয় দেবার—অর্থাৎ সম্রাট-প্রতিদ্বন্দীতায় দণ্ডায়মান হবার শক্তি সামর্থ্য সিন্ধুরাজের নাই। সিন্ধু, এখন পারস্যের পদানত। পারস্য, শোণিত লোলুপ হিংস্রক ব্যাঘ্রের ন্যায় সিন্ধুর অর্থ সামর্থ্য গ্রাস করেছে—আছে শুধু কঙ্কাল। প্রবল-প্রতাপ দিল্লীশ্বরের দুর্জ্জয় শক্তির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হবার সাহস, শক্তি সামর্থ্য সিন্ধুর আজ আর নাই যুবক-ত্রয়। তাই হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুর চিরন্তন নীতি রীতি বিস্মৃত হয়ে আজ তোমাদের বিমুখ করতে হচ্ছে।"

"মহারাজ, হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ না পড়লেও—শুনেছি আশ্রিতের জন্য হিন্দু, রাজ্য, ধন, সিংহাসন, জীবন হাস্যমুখে অকাতরে, অম্লান নয়নে অবহেলায় বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। অতিথিসেবায় পুত্র-প্রাণ স্বহস্তে হনন করে, সেই দেহাস্থিতে অতিথির সেবা করেছিলেন। আজ আপনাকে দেখে বুঝলুম; সে সব কৃত্রিমতার একটা উপাদান, বিশ্বের নিকট বরেণ্য শরেণ্য হবার একটা কৌশলজাল। আজ আপনার নিকট একটা মহাশিক্ষা লাভ করলুম। শিক্ষালাভ করলুম,—ধর্ম্ম বিবেক মনুষ্যত্ব অপেক্ষা নিজের জীবন প্রিয়, সিংহাসন বড়। হিন্দুর কাহিনী শ্রবণে, আমার যে হৃদয় হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, আজ

সেই হৃদয়, ঘৃণায় অশ্রদ্ধায় তার চেয়েও পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। রাজ্য ঐশ্বর্য্য নিয়ে আজীবন সুখে থাকুন। এই জীবন—এই ঐশ্বর্য্য—এই সিংহাসন বহন করে ঈশ্বর সমীপে যাবেন। সেখানে বস্‌বেন বোধ হয়, এর চেয়ে মহা মূল্যবান সিংহাসনে। আর আমি চল্লুম—দুঃখ নিয়ে—হতাশ্বাস নিয়ে। আসি তবে মহারাজ।"

"না—না যেও না, যেও না পাঠান। মন্ত্রী মহীধর, আশ্রয়প্রার্থী ফিরে চলে যায়।"

"যায় যাক্। স্বেচ্ছায় অশান্তি আহ্বান, স্বকরে স্বগৃহে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলন কেউ করে না রাজা।"

"সেনাপতি বিশ্বধর, আশ্রয়প্রার্থী অভিশাপ ঢেলে দিয়ে চলে যায়।"

"সে তো মঙ্গলের কথা। রাজকোষ শূন্য, সৈন্যদলও অতি ক্ষীণ। এই পাঠান যুবকদের আশ্রয় দানে, দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপবান সম্রাটের ক্রোধ প্রজ্বলন অপেক্ষা, আমি নিজের হাতে একটা মশাল জেলে দিচ্ছি, মহারাজ সেং অগ্নি-দণ্ড গ্রহণে, স্বহস্তে সিন্ধু রাজ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিন। এক সঙ্গে সর্ব ভস্ম—লুপ্ত হোক।"

"কিন্তু কীর্ত্তি,—সে তো লুপ্ত হবে না সেনাপতি।"

"তবে সে কীর্ত্তি, আপনি একাকী অর্জ্জন করুন। অনর্থক অর্থ অপচয়ে, অযথা লোকক্ষয়ের আমি কোন প্রয়োজন দেখি না।"

"পাঠান যুবকত্রয়, তোমরা খোদা আছেন বিশ্বাস কর?"

"করি।"

"ভক্তি কর?"

"করি।"

"পূজা কর?"

"করি।"

"পরপোকার কর?"

"সাধ্যমত।"

"তবে আমায় অভিশাপ দিতে পার দেব-করুণাধারী? অভিশাপ দাও—যেন তোমাদের এ দরবার-গৃহ ত্যাগের পূর্ব্বেই আমি উন্মাদ হয়ে যাই—যেন এই সিন্ধু রাজ্য—ঐ সিন্ধু জলে মিশে যায়। দাও—দাও অভিশাপ দাও।"

"বুঝেছি করুণাবান, আপনি রাজ-বেশধারী মাত্র। তবে হে ধর্ম্ম-পরায়ণ, আমাদের সাদর সেলাম গ্রহণ করুন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"গাও সহচারিণীগণ, বজ্রমন্দ্রে, মেঘনাদে, জলধিজলগর্জ্জন মন্থনে, ভৈরব-বিষাণে গাও মাতৃনাম গান। তীব্র, তীক্ষ্ণ, জ্বলন্ত ভাষায়, রুধির লিপ্ত, অশ্রুসিক্ত ছন্দে, উন্মাদনাময়ী উত্তেজনাময়ী অমিয় গন্ধে গাও গান। ভারতের নিদ্রিত প্রাণে উদ্দীপনার অনল ঢেলে, জাগিয়ে তোল ভারতকে—মাতিয়ে তোল হিন্দুকে—অলস অকর্ম্মণ্যকে ক্ষিপ্ত দীপ্ত করে তোল।"

সিন্ধুর মহারাণী, বর্ত্তমান রাজার জননী আলোকময়ীর আদেশে, তাঁহার শিক্ষিতা, অস্ত্র ভূষিতা, সহচারিণীগণ গাহিল,—

কীর্ত্তি যাদের জীবনের সার—
আমরা সে হিন্দু জাতি।
ওঠ বীর, কে আছ কোথায়—
থেকো না বিলাসে মাতি॥
নিখিল বিশ্ব বন্দিছে যাহারে।
দীনতা হীনতা সাজে না তাহারে॥
চূর্ণ কর মোহ স্বপ্ন ঘোর।
কণ্ঠে ধ্বনিত হোক হুঙ্কার॥
কটিদেশে বাজুক অস্ত্র ঝঙ্কার।
বজ্র করেতে ধর তরবার॥
গাহ ভারত আমার—জননী আমার।
সকল পূজার সার॥

আকাশে বাতাসে একটা উদ্দীপনার ঝঙ্কার ছুটাইয়া—ভুবনে গগনে প্রেরণার প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া—সে অনলশিখাময়ী সঙ্গীত নীরব হইল। মহারাণী তখনও নীরবে, নিশ্চলে সেই সঙ্গীতের রেশটুকু শুনিতে ছিলেন। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—

"মহারাণী—"

পশ্চাৎ ফিরিয়া মহারাণী দেখিলেন,—তাঁহার জনৈকা পরিচারিকা। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি চাও?"

"দুইটী পাঠান রমণী আপনাদের সাক্ষাৎ প্রার্থিনী—সঙ্গে তাদের একটী পাঠান যুবক।"

"পাঠান রমণী আমার সাক্ষাৎ প্রার্থিনী! কোন্ প্রয়োজনে জান কি?"

"না।"

"আচ্ছা নিয়ে এস।"

"আর পাঠান যুবক?"

"তাকে অপেক্ষা করতে বল।"

পরিচারিকা প্রস্থান করিল এবং অনতিকাল মধ্যে দুইটী পাঠান নারী সহ পুনঃ উদ্যানে প্রবেশ করিল।

বিস্ময়ে মহারাণী দেখিলেন,—পাঠান রমণীদ্বয় উভয়েই অপূর্ব্ব সুন্দরী। একটী কিশোরী—অপরটী যুবতী। উভয়ের নয়নে বদনে জ্যোৎস্নার পুলক হাসি—অঙ্গভঙ্গ ভঙ্গিমায় দামিনী ঝলকরাশি। কোমলকণ্ঠে মহারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তোমরা?"

"আমরা ভিখারিণী।"

"তোমরা ভিখারিণী! অসম্ভব! নয়নে যাদের আলোক-সিন্ধু—বদনে

যাদের পবিত্রতার হিল্লোল—দেহে যাদের স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত—প্রতি অঙ্গে যাদের পুণ্য-পূতপবিত্র ভাতি—সে কখনও ভিখারিণী হতে পারে না।"

"সত্যই মহারাণী আমরা ভিখারিণী—তোমার আশ্রয় প্রার্থিনী। তোমার এক কণা করুণা ভিক্ষায় বহুদূর হতে—বহু আশা করে এসেছি।"

"তাই যদি হয়, তবে বল ভিখারিণী, কি ভিক্ষা তোমার? সিন্ধুর মহারাণী আমি, ভিক্ষা দানে কৃপণতা কর্‌বো না।"

"তাহ'লে মহারাণী, আমার নিজের জন্য আর পুত্র পুত্রবধূর জন্য তোমার নিকট সকাতরে একটু আশ্রয় ভিক্ষা চাইছি, আশ্রয় দাও মহারাণী।"

"কোথায় তোমার পুত্র?"

"উদ্যান দ্বারে।"

"পরিচারিকা, নিয়ে এস পাঠান যুবককে।"

"এইখানে!"

"হাঁ, এইখানে—এই উদ্যানে। সে পাঠান হলেও অতিথি—আমাদের নারায়ণ।"

পরিচারিকা নীরবে প্রস্থান করিল। যখন সে পুনরায় উদ্যানে প্রবেশ করিল, তখন মহারাণী দেখিলেন—তাহার সঙ্গে এক সুস্থ সুগঠন, সৌম্য দর্শন যুবক।

স্মিত-স্বরে হাস্যমুখে মহারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এই তোমার সন্তান?"

"হাঁ মহারাণী—অভাগিনীর সন্তান। তাহ'লে মা, শোন আমার কাহিনী, বোঝ আগে আমাদের আশ্রয় দিলে, কি ভীষণ বিপদকে আশ্রয় দেবে। শোন আগে—কোন্ প্রবল শক্তি, আমাদের সর্ব্বনাশ সাধনে পশ্চাতে আস্‌ছে।"

"কোন কিছুর শোনবার, জানবার, বোঝবার প্রয়োজন নাই। আশ্রয়ার্থীকে আশ্রয় দানে হিন্দু ঐ ওপরদিকে ওপারে চায়—নীচেরদিকে এ পারে চায় না। তোমাদের আশ্রয় দানে—যায় যদি রাজ্য, সিংহাসন, জীবন—ক্ষতি কিবা তায়? তাহ'লে পাব—ওপরের ঐ অনন্ত রাজ্য—অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য। সিন্ধুর মহারাণীর আশ্রিত তোমরা—শঙ্কা ত্যজ নারী।"

"কিন্তু এই শঙ্কায় আপনার পুত্র, সিন্ধু দেশের রাজা আমাদের আশ্রয় দেন নাই।"

"আশ্রয় দেয় নাই? এতদূর কাপুরুষ কুলাঙ্গার সে!"

ঠিক সেই সময়ে রাজা জলেশ উদ্যানে উপনীত হইয়া বলিলেন,—

"চির-কল্যাণময়ী, অনন্ত শক্তিময়ী জননী আমার, অলস অকর্ম্মণ্য, কাপুরুষ, কুলাঙ্গার পুত্রকে মার্জ্জনা কর মা। কিন্তু এরা যখন আশ্রয়ের জন্য দরবারে যায়, তখন এরা পাঠান সৈনিকের বেশে গিয়েছিল। এরা যে রমণী তা বুঝি নাই। তথাপিও আশ্রয় দিতে আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কেবল মন্ত্রী আর সেনাপতির শঙ্কাবাণী, নিষেধ-ধ্বনি আমার প্রসারিত কর, নমিত সঙ্কুচিত করে দিলে।

আশ্রয়-প্রার্থিনী, তোমাদের ভগিনী ও জননী জ্ঞানে, আমি বিনা সংবাদে উদ্যানে উপস্থিত হয়েছি। আর পাঠান যুবক, আজ থেকে সিন্ধুর রাজা, তোমার বন্ধু—তোমার ভাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

“মালা গাঁথা, খেলা-ধূলা, আমোদ-প্রমোদ কিছু ভাল লাগে না পুলকা।”

“তবে বীণা এনে দিই—গাও রাণী—বীণার ঝঙ্কারে—তোমার কণ্ঠ-বীণা মিলিয়ে গাও রাণী।”

“না—তাও মন চায় না—ভাল লাগে না।”

“না—না গাও রাণী,—গাও জ্যোৎস্না।”

নবীন যুবক, নবীন ভূপতি সিন্ধু-অধিপতি রাজা জলেশের সহসা প্রবেশে, রাণী জ্যোৎস্নাময়ীর সখী পুলকা চকিতে প্রস্থান করিল। রাজা, রাণীর পার্শ্বে উপবেশনে, প্রেম-পুলক-সিঞ্চিতস্বরে বলিলেন,—

“জ্যোৎস্না, তোমার বড় সাধের, বড় আদরের বীণা বহুকাল হ'তে নীরব হয়ে আছে। কেন, কিসের জন্য রাণী? সিন্ধুদেশের সম্রাজ্ঞীর বীণা আজ বিষাদে অভিমানে নীরব থাকবে? না, না, তা হবে না। জ্যোৎস্না, প্রিয়তমে, জলেশনারায়ণ আজ নূতন প্রাণ পেয়েছে। সহ-ধর্ম্মিণী তুমি, তুমি আমার সেই প্রাণে প্রেরণা এনে দাও—স্পন্দন তুলে দাও। বীণার ঝঙ্কারে দুর্ব্বল প্রাণে শক্তি সঞ্চার কর। শঙ্কিত প্রাণে রুদ্ধ বাসনা জাগিয়ে দাও—কম্পিত বক্ষে আবার তড়িৎ খেলুক। গাও জ্যোৎস্না—আবার সেই গান গাও—সেই সুরে বীণা বাঁধ—যে গানে—যে সুরে কর্ম্মীর প্রাণে উচ্চাশা জাগে—বীরের হৃদয় নির্ভয়ে গর্জ্জন করে উঠে। গাও—গাও প্রিয়ে সেই গান গাও—সেই সুরে আমার সমস্ত হৃদয় ছেয়ে ফেল।”

“জ্যোৎস্না-কান্ত, এ সেবিকা জানে শুধু তোমার পূজা—আর তো

সে কিছু জানে না—কিছু শেখে নাই। সে অনল প্রবাহ জড়িত সঙ্গীত কখনও তো শিখি নাই। শেখাবে কে? সে চারণ চারণী নাই—সে অগ্নি-বীণা নাই। সব বীণাই আজ বেসুরো—বেতালা হয়ে পড়েছে। এখন আর কেউ বোধ হয় অগ্নি-বীণা বাজাতে জানে না—যে জানে সে বুঝি বলে না—বুঝি শঙ্কায় বল্‌তে, গাইতে, বাজাতে সাহস করে না।"

"ঠিক বলেছ বুদ্ধিমতী, সে বীণা—সে ধ্বনি শুনি নাই—তাই শুন্‌তে আজ এই দুরাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। তাই লুপ্ত প্রায় পূর্ব্ব রাগের অতীত মূর্চ্ছনায় হৃদয় মাতিয়ে তুল্‌তে এই বাসনা মাথা তুলেছে। মন প্রাণ বিষাদপূর্ণ—দেহ অবসাদে আচ্ছন্ন। মনে হয়—চলে যাই দূরে—চলে যাই কোন অজ্ঞাত দেশে।"

"আজ সহসা এ ভাবান্তর কেন প্রভু? সিন্ধুর রাজা তুমি, তোমার অভাব কিসের—দুঃখ কিসের?"

"আমার দুঃখ কিসের—তুমি অন্তঃপুর চারিণী রমণী—তুমি কি তা বুঝবে? রাজা দাহিরের পৌত্র, সিন্ধু সিংহাসনের বিধি নির্দ্দিষ্ট উত্তরাধিকারী আজ মন্ত্রী ও সেনাপতি তারই ভৃত্যের অনুগ্রহজীবি—এ কি কম দুঃখ! আজ আমি রাজা হয়েও তাদের ক্রীড়া-পুত্তলীরূপে শুধু রাজ-বেশে, রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট—এ কি কম লজ্জা! তাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য-স্বরূপ স্তুতিকারের ন্যায় তাদের বাক্যের পরিপোষকতা করা—এ কি কম ঘৃণা!"

"কেন—তাদের রাজ্য হ'তে দূর করে দেওয়া—কিম্বা অপরাধের বিচার করে শাস্তি দেওয়া কি সম্ভব নয়?"

"না সম্ভব নয়। আমার পিতামহ মহাশক্তিশালী হ'য়েও—এই রাও বংশকে দমিত করতে পারেন নাই। তাহ'লে কি আজ সিন্ধুর পতন—রাজা দাহিরের মরণ—সিন্ধুর স্বাধীনতার অবসান হতো! তাহলে

কি আমার পিতামহীকে কোমল করে, কঠোর করবাল ধারণে, পারস্তের বিরুদ্ধে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হতো! এই রাও বংশই পারস্তকে আহ্বান করে—এই রাও বংশই সিন্ধুর স্বাধীনতা সিন্ধু-জলে ডুবিয়ে দেয়। রাও ভ্রাতৃদ্বয়ের ইচ্ছা ছিল, সিন্ধু-সিংহাসনে আরোহণ করবার। কিন্তু উদার—অত্যুদার চরিত্র মহম্মদ বীনকাশিম সিন্ধুকে করদ-রাজ্য করে, রাজ-বংশধরকেই রাজ-সিংহাসন অর্পণ করেন। তাহ'লেও প্রকৃত পক্ষে রাজা—ঐ মন্ত্রী মহীধর আর তদীয় সহোদর সহচর সেনাপতি বিশ্বধর। সমস্ত সৈন্য এদের আজ্ঞাধীন—পশ্চাতে আবার পারস্য সুলতান সহায়। আমার আজ্ঞায়—আদেশে—একটী সৈন্যেরও তরবারী কোষোম্মুক্ত হবে না। রাও ভ্রাতাদের অনুগ্রহ, নিগ্রহের উপরই আমার সিংহাসন—রাজ্য—জীবন নির্ভর করছে। তাই—তাই প্রিয়ে, প্রাণে বড় ঘৃণা জন্মেছে।"

"এ অন্যায়ের—এ অবিচারের—এ অত্যাচারের—প্রতিবিধান প্রতিকারের কোন পথ কি নাই?"

"এতদিন প্রতিকারের উপায়—প্রতিবিধানের পথ দেখতে পাই নাই—আজ পেয়েছি। আজ দরবারে একটী পাঠান যুবক ও ছদ্মবেশে দুইটী পাঠান নারী আমার নিকট অশ্রু-সজলনয়নে, সকাতর বদনে আশ্রয় চায়। এ সত্বেও রাও ভ্রাতাদের নিষেধে আমি তাদের বিমুখ করি। কিন্তু আমার জননী তাদের আশ্রয় দেন। তখন আমি এক নব ভাব-তরঙ্গে বিভোর হয়ে উঠলুম—পথ দেখতে পেলুম। বুঝলুম—এই ঘৃণ্য হেয় জীবন অপেক্ষা—আশ্রিত রক্ষণে মহাকীর্ত্তি স্থাপনে মরণ—গৌরবের—আদরের—আরাধনার। তাই আমি সেই সত্য পথ বেছে নিলুম। আমার এ পথের সাথিনী হবে তো জ্যোৎস্না?"

"হবো।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"সচীব-প্রধান. অকপটে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।"

"রাজা, সিন্ধু-সাম্রাজ্য স্থায়ীত্ব-কল্পে, আমার বহু আয়াস লব্ধ বুদ্ধি বিবেচনা, শক্তি-সামর্থ্য সমস্তই সমর্পিত করেছি—আর যত দিন বাঁচবো ততদিন করবো। তাই আমি আমার বুদ্ধি বিবেচনায় বল্‌ছি, একজন অজ্ঞাত পরিচয় বিধর্ম্মী বিদেশী পাঠান যুবককে আর দুইটী রমণীকে আশ্রয় দেওয়া আপনার সম্পূর্ণ অন্যায় ও অজ্ঞতার কার্য্য হয়েছে। এই মুহূর্ত্তে পাঠান যুবক যুবতীদের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।"

"আপনার কি অভিপ্রায় সেনা-নায়ক ?"

"আমার অভিপ্রায়, এই দণ্ডে, এই বিপদের অগ্রগামী ধূমকেতুকে পরিত্যাগ করা।"

"তাহ'লে আপনাদের অভিপ্রায় যে আশ্রয় দিয়ে আবার তাকে আশ্রয়চ্যুত .করা ? এতে কি রাজ-বাক্য অসার প্রতিপন্ন করা—রাজ-শক্তিকে হীন করা হয় না ?"

"কিন্তু রাজা আশ্রয় দেন নাই।"

"রাজা আশ্রয় না দিলেও রাজ-জননী—যাঁর চরণতলে রাজ-শির প্রণত, মুকুট আনত—সেই দেবীরূপিণী জননী আমার আশ্রয় দিয়েছেন। আর একবার একজনকে আশ্রয় দিয়ে, আবার তাকে বল্‌তে হবে—তোমাকে আমরা জানি না—চিনি না। বিপদাশঙ্কায় আশ্রিতকে

পরিত্যাগ—অমানুষোচিত কার্য্য। ' সিন্ধুরাজ্য—হিন্দুজাতি কি এতই গৌরবহীন, শক্তিহীন হয়ে পড়েছে!"

"বিস্মৃত হবেন না রাজা, রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থার কথা আল্‌টামা-সের—অপ্রতিদ্বন্দ্বি যোদ্ধার বিপক্ষতাচরণ করতে পারে, সিন্ধুর আজ আর সে শৌর্য্য-বীর্য্য, দর্প গর্ব্ব নাই।"

"আশ্রিত বর্জ্জনই তাহলে আপনাদের একমাত্র অনড় অভিমত?"

"তা ভিন্ন অন্য উপায়ান্তর নাই। আমারও প্রাণে কি ব্যথা লাগে নাই—আঘাত দেই নাই?"

"আপনি ঠিক্ বলেছেন উজ্জীরসাহেব।"

বলিতে বলিতে এক দীর্ঘায়ত যোদ্ধবেশধারী পাঠান, রাজ-সিংহাসন সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। বিস্মিত রাজা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি?

"আমি প্রবল প্রতাপ ভারতেশ্বর সাহানসা বাদশা, সম্রাট আল্‌টামাস আলি বেগ মির্জা মহম্মদ রৌস্থন সাহার প্রধান সেনাপতি। দূতরূপে সিন্ধুরাজ-দরবারে এসেছি।"

"কি প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন—সম্রাট-পুত্র রুকুরুদ্দীন ও স্বর্গীয় সম্রাট-পত্নী-কন্যাকে শৃঙ্খলিত করে সম্রাট সকাশে উপনীত করা।"

"উন্মাদের ন্যায় এ কি কথা বল্‌ছো তুমি পাঠান।"

"দেখছি—উন্মাদ আপনি। ভারত-সেনাপতিকে উন্মাদ সম্বোধন—উন্মাদেই করে থাকে।"

"ভারত-সম্রাট-পুত্র কন্যা পত্নী হিন্দুরাজ্যে হিন্দুঘরে দীনভাবে দিন যাপন করবে—এ কি নয় উন্মাদের কথা!"

"তথাপিও এ সত্য।"

"কোথায় তারা ?"

"আপনার এখানে।"

"আমার এখানে !!"

"হাঁ—"

"কোথায় ?"

"ঐ যে আপনার সিংহাসন-সোপান-সন্নিকটে মাথা নত করে দণ্ডায়মান পাঠান যুবকই সম্রাট-পুত্র। আর পত্নী কন্যা বোধ হয়—আপনার অন্দরে।"

"এ কি সত্য ?"

"জিজ্ঞাসা করুন ঐ যুবককে।"

"যুবক, এ কি সত্য ? নিরুত্তর ! বুঝলুম সত্য। কিন্তু এ অঘটন ঘটনার কারণ তো বুঝতে পারলুম না।"

"কারণ—পিতৃদ্রোহীতা, কারণ—পিতৃ-রোষ হ'তে—রাজদণ্ড হ'তে আত্মরক্ষা। এখন আমি শুধু জানতে চাই রাজা, আপনি সম্রাট-পুত্র কন্যা ও পত্নীকে যুক্তকরে মার্জ্জনা ভিক্ষায় পরিত্যাগ করবেন কি না ?"

"মার্জ্জনা ভিক্ষা ! কেন কিসের জন্য—কোন্ অপরাধে ? সরলা অবলা তুহিন কোমলা অনাথিনী অভাগিনী আশ্রয়-প্রার্থিনী রমণীকে,—নিঃসহায়, নিরবলম্বন, ভয়ার্ত্তকে আশ্রয় দেওয়া—মুসলমানের বিধানে অপরাধ হলেও—আমি হিন্দু, আমার নিকট অপরাধ নয়—কর্ত্তব্যপালন।

শোন সম্রাট-দূত, দেহে কম্পন, হৃদয়ে স্পন্দন, শিরায় শোণিত থাকতে সিন্ধুরাজ কারও নিকট যুক্তকরে দাঁড়াবে না।"

"চিন্তা করে উত্তর দিন রাজা।"

"চিন্তা ! কিসের চিন্তা দূত প্রবর ? তোমরা বিদেশী, তোমরা মুসলমান, আশ্রয়-প্রার্থীকে আশ্রয় দিয়ে, আশ্রয় থেকে বিচ্যুত করা কিংবা

তাকে পক্ষপুটে বক্ষরক্তে রক্ষা করা—কোনটা উচিৎ কোনটা অনুচিত চিন্তা করতে পার। কিন্তু হিন্দু জানে, বোঝে, ভাবে—আশ্রিত রক্ষণই মানবের ধর্ম্ম-সোপান—গৌরব-ভূষণ। সে ভূষণ—সে সোপান কিছুতেই ত্যাগ করবো না। রাজ্য, সিংহাসন যদি ত্যাগ করতে হয়—করবো। তথাপি ঈশ্বরের অভিসম্পাত—জগতের অবজ্ঞা শিরে ধারণ করবো না—করতে পারবো না।"

"এই আপনার স্থির সঙ্কল্প।"

"হাঁ, এই আমার স্থির সঙ্কল্প—এই আমার উত্তর—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

মন্ত্রী মহীধর ক্ষিপ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"অপেক্ষা করুন সেনাপতি।"

তারপর রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"একি করলেন রাজা?"

"কি করলুম সচীব?"

"কি করলেন তা কি বুঝতে পারছেন না রাজা? হাস্যোজ্জ্বলা, কল-কল্লোলা—সিন্ধু-বক্ষে ধ্বংসের আহ্বান করছেন—একটা সজাগ রাজ্যকে উৎপাটিত করে বারিধি গর্ভে নিমজ্জিত করে দিচ্ছেন—আর কি করবেন রাজা?"

"কিন্তু সিন্ধুর পবিত্রতা নষ্ট—জাতীয় জীবনের মহিমাময় তান—গৌরবের গান—সিন্ধুর সজাগ-স্পন্দনকে নিথর—রাজা দাহিরের কীর্ত্তি-পতাকা-অঙ্গকে মলিন করি নাই।

শোন মন্ত্রী, ধাতু সিংহাসনের পরিবর্ত্তে গড়বো একটা সর্ব্বত্র সচল আসন—ভূষণ হবে তার কীর্ত্তি, যশ, শ্রদ্ধা। রাজ্য বিনিময়ে ক্রয় করবো অমরত্ব—দেবত্ব। শোণিত দিয়ে রাঙিয়ে তুলবো—আর্য্যাবর্ত্তের কনক-ভূমি। প্রোথিত করবো বক্ষে তার—হিমালয়-শির-শীর্ষ লাঞ্ছিত বিরাট কীর্ত্তি-

কেতন। এ কি কম গৌরব! এ কি কম সৌভাগ্য! এ কি নয়—মানুষের প্রার্থনার—বীরের সাধনার সম্ভার? এর জন্য দুঃখ কি হিন্দু?"

"দুঃখ কেবল একটা সৃষ্টি ডুবে গেল।"

"কিন্তু মহা-মহিমায়—মহা বিস্ময়ে—মহতী-মহান গৌরব-গরিমায়। একটা প্রোজ্জ্বল প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায়—দীপ্ত তৃপ্ত কিরণ ছটায় পৃথিবী আলোকিত করে—মানবের নেত্রে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য—দেব-মহত্ত্ব এঁকে—ইতিহাস বক্ষে শত শতদল প্রস্ফুটিত করে। দুঃখ করো না—বাধা দিও না মন্ত্রী।"

"তাহ'লে যেমন গৌরব-মহত্ত্ব ভূষণে ভূষিত আছেন, তেমনি রণসাজে—অস্ত্র ভূষণে সজ্জিত থাকবেন সিন্ধু-রাজ। আমি তবে চল্লুম দিল্লীতে।"

"একটা কথা পাঠান সেনাপতি।"

"কি?"

"কি ভরসায় একাকী এই বিজাতি, যে জাতিকে আপনারা কাফের বলে পশুর অপেক্ষা ঘৃণার চক্ষে দেখেন, সেই জাতির দেশে—সেই জাতির সম্মুখে—সেই জনতার মধ্যে আপনি কোন্ সাহসে, কি ভরসায় একাকী এসেছেন?"

"হিন্দুর নিকট দূত অবধ্য—তাই সেই সাহসে এসেছি।"

"হিন্দু দূতকে বধ করা দূরের কথা, অসম্মান অপমান অনাদর করে না। আর আশ্রয়ার্থীকে ত্যাগ করবে—এ অসম্ভব ধারণা কোথা থেকে—কেমন করে উদয় হলো বীর?"

"মানুষকে মানুষ আশ্রয় দেয় সত্য, কিন্তু শমনকে—শয়তানকে কেহ আশ্রয় দেয় না রাজা—তাই।"

"কে শয়তান?"

"ঐ—সম্রাট্-পুত্র।"

"মিথ্যা কথা।"

রাজসভা কম্পিত করিয়া, মানবের কর্ণ ঝঙ্কৃত, বক্ষ স্পন্দিত করিয়া রমণীর রমণীয় কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"মিথ্যা কথা।"

পাঠান সেনাপতি দেখিলেন, রাজা দেখিলেন, সকলে দেখিলেন—পূর্ণিমার পূর্ণ হিমাংশুশালিনীর ন্যায়, অমরার অমর কল্পিতা, অমর অংশ অঙ্গীভূতা, ত্রিলোক মনোমোহিতা তিলোত্তমার ন্যায় এক অপূর্ব্ব অচিন্ত-নীয় সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সজ্জিতা, মাধুর্য্য মণ্ডিতা রমণী-মূর্ত্তি রাজাগমন পথ হইতে বহির্গত হইয়া রাজ-সিংহাসনের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। সভাস্থ সকলে অচল বক্ষে, অনড় গতিতে, অপলকনেত্রে অমরার রাণী ভ্রমে সেই মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল।

মুগ্ধ রাজা মুগ্ধস্বরে বলিলেন,—

"কে—কে তুমি জগৎ জননী—স্নেহ করুণারূপিণী মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্য-বক্ষ আলোকিত করে আবির্ভূত হলে? কে—কে তুমি আঁধারের মধ্যে বিপুল আলোক বিকাশে, মহা মহিমাময়ী দীপ্তিতে সিংহবাহিনীর ন্যায় দাঁড়ালে নয়ন সম্মুখে আমার—কে তুমি?"

"পরিচয়! পরিচয় যে আমার ডুবে গেছে—চলে গেছে আমার স্বামীর সঙ্গে। তখন আমি ছিলুম দিল্লীশ্বরী, এখন ভিখারিণী।"

"ভিখারিণী নও মা, আজ থেকে তুমি আমার জননী। দেবী-জ্ঞানে—জননী-জ্ঞানে তোমার নিকট মাথা অবনত করে অভিবাদন করছি। সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর দেবী—গ্রহণ কর জননী।"

দিল্লীশ্বরী চাঁদিনী ডাকিলেন,—

"রুকুরুদ্দীন!"

"মা।"

"প্রণাম কর তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে।"

নির্ব্বাকে ভারত-সম্রাট-পুত্র, সহাস্যে দেবপদে ভক্ত যেমন মাথা নতে প্রণাম ক'রে—তেমনি ভাবে প্রণাম করিলেন। দরবার স্তব্ধ-বিস্ময়ে, নিষ্কম্প নেত্রে এ দৃশ্য দেখিল।

দীপ্তনেত্রে পাঠান সেনাপতির প্রতি চাহিয়া, দৃপ্তশিরে দাঢ্যস্বরে দিল্লীশ্বরী চাঁনিন্দী বলিলেন,—

"এই শিশুর মত সরল—কুসুমের মত কোমল—আকাশের মতউদার—সূর্য্য-কিরণের ন্যায় পবিত্র যুবককে শয়তান অভিভাষণে অভিহিত করতে রসনা তোমার সঙ্কুচিত হলো না সেনাপতি!"

"পিতার অমতে যে পিতৃ-অরির কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারে—পুত্র হয়ে যে পিতার মস্তকে অস্ত্র উত্তোলন করতে পারে—জাতির গৌরব—নিজের মর্য্যাদা যে কাফেরের নিকট ডালি দিতে পারে—তাকে শয়তান ভিন্ন কোন্ নামে অভিহিত করবো?"

"দেব নামে অভিহিত করবে। যে ধর্ম্মের জন্য—ন্যায়ের জন্য নিজের সুখৈশ্বর্য্য—রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগে, দুঃখ-কষ্টকে স্বেচ্ছায় সহাস্যে বরণ করে নিতে পারে—সে নয় মানুষ—সে দেবতা।"

"সে অপরের চক্ষে কি তা আমার জানবার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু জান্‌তে চাই সম্রাজ্ঞী,—আপনি সহমানে পুত্র কন্যাসহ আমার সঙ্গে যাবেন কি না? আমার আর অধিক বিলম্ব করবার অবসর নাই—শীঘ্র উত্তর দিন।"

"উত্তর আমি দিচ্ছি।"

বলিতে বলিতে এক প্রকৃতি-দর্প-দলিতা, বিশ্ব-মনোমোহিতা, মন্দাকিনী-লীলা-তরঙ্গ বিগলিতা, শত-চন্দ্র-কিরণ-উজ্জ্বলিতা, মহীয়সী বর্ষীয়সী রমণী দরবারে রাজ-সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে সমাসীনা হইলেন।

দরবারস্থ সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্মানে অভিবাদন করিল। বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"জয় মহারাণীর জয়।"

দীপ্ত প্রভাময়ী—দীপ্ত আভাময়ী মহারাণী আলোকময়ী সুদীপ্ত স্বরে বলিলেন,—

"পাঠান সেনাপতি, তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি। আমার উত্তর—হিন্দু তার দেহের শেষ রক্ত বিন্দুটী দিয়ে আশ্রয়ার্থীকে রক্ষা করবে। রাজ্য যদি যায়—ধ্বংস যদি সব হয়—ক্ষতি নাই। তাহলে এই মহতী মহান মহোচ্চ আদর্শে লক্ষ মানব সজাগ হবে—সহস্র মানুষ সৃষ্টি হবে। কোটী কোটী হিন্দু—এই ত্যাগময় আদর্শ চিরাঙ্কিত ক'রে রেখে দেবে তার অন্তরে। এই আশ্রিত স্মরণ কাহিনী সারা ভারতবক্ষে—সারা গৃহে গৃহে গীত হয়ে ভারতবাসীর হৃদয়কে আলোক-মালায় ভূষিত করবে। যাও—পাঠান, এ গৌরব হিন্দু কিছুতেই ত্যাগ করবে না।"

সেনাপতি বিশ্বধর বলিয়া উঠিলেন,—

"ত্যাগ না করলে একটা মহা দাবানলে সোনার সিন্ধুরাজ্য ভস্ম হবে—চিহ্ন তার লুপ্ত হবে—ভারতবক্ষ থেকে। তাই বলি, ত্যাগ করুন মহারাণী আশ্রিতদের। এক বিদেশী—বিজাতির জন্য এমন সুখের রাজ্য—অতুল ঐশ্বর্য্য হারাবেন না।"

"তোমার চক্ষে জাতিভেদ থাকলেও—ঐ ওপরে যিনি অনন্ত নয়ন বিস্তারে চেয়ে আছেন—তাঁর অনন্ত সৃষ্টির প্রতি, তাঁর চক্ষে ভেদনীতি নাই। অতিথি—অতিথি, আমাদের পূজিত—আদৃত।"

পাঠান সেনাপতি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—

"মহারাণী, কঠোর উষর উত্তপ্ত মরুভূমে আমার জন্ম হলেও—নিষ্ঠুর নির্ম্মম যুদ্ধ ব্যবসায়ী হলেও আমি মহত্ত্ব বুঝি—মহতের পূজা জানি। হে

মহত্বময়ী মমতাময়ী মহারাণী—তোমাকে সেলাম। আর, সেনাপতি—না আমি পর রাজ্যে—তা না হলে—”

“তা না হলে—কি করতে পাঠান সেনাপতি?”

“তা না হলে—তোমার এ নীচতার উত্তর—আমার এই অস্ত্র মুখে দিতুম।”

“তৎপূর্ব্বে তোমার এই স্পর্দ্ধিত উক্তির উত্তর অস্ত্র মুখে গ্রহণ কর পাঠান।”

চকিতে অস্ত্র কোষোন্মুক্তে সেনাপতি বিশ্বধর, যবন সেনানায়ক দৌরা-ণের প্রতি উত্তোলন করিলেন। মুহূর্ত্তে রুকুরুদ্দীন স্বীয় অস্ত্রে, বিশ্বধরের অস্ত্রাঘাত প্রতিহত করিলেন। ক্রোধ-ক্ষিপ্ত বিশ্বধর তখন পাঠান সেনাপতিকে ত্যাগে রুকুরুদ্দীনকেই আক্রমণ করিলেন। পাঠান সেনাপতি দৌরাণ রুকুরুদ্দীনকে রক্ষায় উন্মুক্ত কৃপাণ করে অগ্রসর হইলেন। তৎদৃষ্টে মন্ত্রী মহীধর ক্ষিপ্র-গতিতে পাঠান সেনাপতিকে আক্রমণ করিলেন। এমন সময়ে কোমল অথচ কঠোর স্বরে ধ্বনিত হইল,—

“ক্ষান্ত হও সেনাপতি—ক্ষান্ত হও মন্ত্রিবর।”

নিরুদ্ধ অস্ত্রে সকলে দেখিলেন,—দুইটী সুন্দরী কিশোরী, রাজ-সিংহাসন পার্শ্বে অগ্নিমূর্ত্তিতে বিরাজিতা।

উভয়েরই শিরে মুক্তা-বেষ্টনী, কর্ণে কর্ণ-ভূষণ, কণ্ঠে মণি-মেখলা, বক্ষে হীরকহার, হস্তে রত্ন-বলয়। পরিধানে, নক্ষত্র-তুল্য শত উজ্জ্বল-রত্ন-পরিশোভিত বহুমূল্য বসন, অঙ্গে অঙ্গাবরণী তদুপরি স্বর্ণ-বিজড়িত কাঁচলী। উভয়ের কর উত্তোলিত, উভয়েরই করে মানব-হৃদয়ঘাতী ভয়োৎপাদক একাগ্নি।

উভয়েরই কেশ উন্মুক্ত—যেন শত ফণিনী পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধা হইয়া পৃষ্ঠে দোদ্দুল্যমানা। উভয়েরই নয়নদ্বয় স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, নীলাম্বর নীলিমার

পূর্ণযৌবনে বদন—রক্ত-শতদল তুল্য, অঙ্গ—সুষমা-স্নাত। মদনের ...মন্দির ...পরিচয়, মন্দির শিখর-শিরতুল্য স্তনদ্বয় সু-উচ্চ—সুঠাম। ...নন্দন-সৌন্দর্য্য-গঠিতা, জ্যোৎস্না-বিগলিতা, রূপময়ী, যৌবনময়ী, ...রমণীদ্বয়ের আবির্ভাবে সকলে স্তম্ভিতচিত্তে, স্তব্ধ হইয়া রহিল।

...মোহ ভাঙ্গিল—তখন সকলে দণ্ডায়মান হইলেন।

...রাণী বলিলেন,—

"...জ্যোতির্ম্ময়ী, সম্রাট্-নন্দিনী, আশীর্ব্বাদ করি—কর্ত্তব্য সাধনে এই...ময়ী—এইরূপ সাহসিনী হও—এইরূপ ভাবে দেশের ভূষণ ...আভরণ গঠন কর।"

...মুক্ত-উচ্ছ্বাসে পাঠান সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন,—

"...ন্দর! সব সুন্দরতায়, বিশ্বের সব ...

...—সার্থক জীবন—এ চিত্র—...

...রাজা—

...

শক্তি-পরীক্ষা নির্ণীত হবে—দেহ ...

তবে মহারাণী—"

"অধৈর্য্যতায় মানুষ নিজের দৃঢ়তা থেকে, লক্ষ্য হ'তে বিচ্যুত হয়। সহজ সুগম পথ তখন তার নিকট দুর্গম হয়ে পড়ে। আজ যদি তুমি ক্রোধে ধৈর্য্যহারা হয়ে প্রকাশ্য ভাবে রাজার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কর—বিদ্রোহীতা কর—তাহলে পারস্যের সুলতানের করুণা হতে—সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হবো। তোমার সৈন্যেরাও হয় তো প্রকাশ্যে রাজ—বিরুদ্ধে সকলে অস্ত্র উত্তোলন করবে না। সিন্ধু সাম্রাজ্যের নর-নারীর উপরে আমাদের যে আধিপত্য অপ্রতিহত ভাবে বিস্তারিত—সে অধিপত্য থেকে—সে শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হবে। আর ক্রুদ্ধ সুলতানের অস্ত্র হয়তো আমাদের এই অবাধ্যতায় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আমাদের বিপক্ষে উত্তোলিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু-সাম্রাজ্য লাভের আশা সমাধিস্থ হবে—ঐ অতল বারিধি গর্ভে। তাই বলি, ধীর স্থির চিত্তে—অটুট ধৈর্য্যে গন্তব্য পথে অগ্রসর হও বিশ্বধর—সিদ্ধি সাফল্য একদিন না একদিন তোমায় আদরে বরণ করবে।"

"কবে—কবে সেদিন আস্‌বে—কবে সেই শুভ সূর্য্য উদয় হবে দাদা ?"

"অচিরে এ আঁধার কেটে এক নবীনালোকে ললাট তোমার রঞ্জিত হবে। শোন বিশ্বধর, আজ তিন বর্ষ পারস্য সুলতান সন্নিকটে রাজস্ব বা নজরানা প্রদান করি নাই। সুলতানকে জানিয়েছি, রাজা নজরানা প্রদানে অনিচ্ছুক। তিনি নিজেকে স্বাধীন ভাবেন—জ্ঞান করেন। এ সংবাদে অর্থ লোলুপ, অসীম শক্তিশালী পারস্যাধিপতি নীরব থাক্‌বেন না। অচিরে সাগরের ন্যায় পারস্য সৈন্য-তরঙ্গ, সিন্ধু সাম্রাজ্য পরিপ্লাবিত করবে। আমাদের আজন্ম সঞ্চিত আশাও পূর্ণ হবে। অনুমান—এতক্ষণ পারস্যে সৈন্য-সজ্জা—রণ আয়োজন হচ্ছে।"

"আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য উজীর সাহেব।"

আগন্তুকের প্রবেশমাত্র উভয় ভ্রাতা মহা ত্রাস্তে মহাব্যস্তে আসন ত্যাগে, মহা সম্মানে আভূমি নত শিরে অভিবাদনান্তে বলিলেন,—

“এ কি আশার অতীত গৌরব—এ কি এ মহাসৌভাগ্য! মহামান্য পারস্যের, মহাসম্মানী দূতপ্রবর—আজ আমাদের গৃহে আগত! আসুন মাননীয়—আসুন বরণীয়—আসুন পূজনীয় অতিথি—আসন গ্রহণে উপবেশন করুন। আপনার যোগ্য অভ্যর্থনার সামর্থ্য আমাদের নাই। তথাপি, যা আছে তুচ্ছ হলেও সে অভ্যর্থনা গ্রহণ করুন।”

“আমি অভ্যর্থনা আদর আপ্যায়ণের জন্য আসি নাই—আর তার অবসরও নাই। পারস্য-বাহিনী সুসজ্জিত, শুধু আমার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা মাত্র। সুলতান স্বয়ং এ অভিযানের অধিনায়ক। তাই আমি এসেছি, সিন্ধুরাজকে একবার মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করতে—তিনি অধীনতা স্বীকারে যুক্তকরে ক্ষমা প্রার্থনায় সুলতানকে নজরাণা ও তাঁর প্রাপ্য বক্রী রাজস্ব প্রদান করবেন কি না।”

“মহামান্য সুলতানকে আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিয়েছি যে, রাজা নিজেকে স্বাধীন ব’লে ঘোষণা করেছেন—তাই তিনি সেচ্ছায় সুলতানের নিকট কর প্রেরণ করেন নাই।”

“এখনও যদি তিনি এককালীন তিন বর্ষের কর প্রদান করেন—তা’হলেও সুলতান এ অভিযান থেকে নিবৃত্ত হন। তাই তিনি আমায় রাজার নিকট প্রেরণ করেছেন।”

“রাজা বারাঙ্গনাকুলের নৃত্যে, গীতে, রূপে উন্মত্ত—মদিরায় উদ্‌ভ্রান্ত। রাজস্বের অতুল অর্থ তাঁর ইন্দ্রিয় সেবায়—ব্যাভিচারের নব নব আভরণে—বিলাসের অঙ্গ-পুষ্টতা সাধনে ব্যয়িত। রাজকোষ শূন্য। এই কোটী কোটী অর্থ সংগ্রহ ক’রে রাজস্ব প্রদানের সামর্থ্য তাঁর নাই—আর হবেও না। সুতরাং, তাঁর নিকট যাওয়া বা তাঁকে কোন প্রশ্ন করা নিষ্প্রয়োজন।”

"তথাপিও সুলতান আদেশ।"

"বেশ যেতে পারেন। কিন্তু এ অভিযানে স্বয়ং সুলতানের আ...
বা এত বিপুল বাহিনী সজ্জিত করণেব কারণ কি? সু...
অনুগত ভৃত্য আমরা। তাঁর বিরুদ্ধে একটীও সিন্ধু-সেনা
মুক্তও করবে না।"

"আপনারা যে পারস্যের পরম মিত্র তা' আমি জ...
জানেন। আর তাঁর অভিপ্রায়, এই রাজ্য আপনাদের ...
কিন্তু রাজ্য-লিপ্সা বড় প্রবল—রাজ-নীতি বড় জ...
আপনাদের রাজ্য প্রদান করলেও—স্বাধীনতা প্রদান ...
আপনাদের সুলতান সমীপে যথারীতি কর প্রদান করতে ...
সামান্য সৈন্য সহায়ে, বর্ত্তমান নৃপতিকে সিংহাসনচ্যুত ...
সেই সিংহাসন প্রদান করতে পাবেন এ কথা সত্য। ...
সিংহাসনে উপবেশনে যদি পরাধীনতার নিগড় চূর্ণ ক...
করেন—তখন?"

"আমরা সুলতানের আন্তরিক মঙ্গল প্রার্থনা ক...
অনিষ্ট চিন্তা—আমরা কখনও করি নাই—করবোও না...

"আপনাদের মতি গতি এইরূপই চিরদিন থাকুক ...
হিতৈষীকে পুরস্কার প্রদানে কখনও বিস্মৃত হবেন না

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"ত্যাগ করুন রাজা—ত্যাগ করুন। এ অনলশিখাকে, এ প্রাসাদ হ'তে—এ রাজ্য হ'তে বহির্গত না কর্‌লে—এই স্বর্ণ হর্ম্ম্যময়ী, হাস্যময়ী, সমৃদ্ধময়ী, জনময়ী নগরী ভস্মে পরিণত হবে—লক্ষজীবন জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হবে।"

"হয় হো'ক রুকুরুদ্দীন তথাপিও আমি তোমায় ত্যাগ কর্‌বো না—কর্‌তে পার্‌বো না। তুমি আমার অন্ধকার পথের আলোক—নয়নের গৌরব-জ্যোতি, মস্তকের কীর্ত্তি-কীরিট, হৃদয়ের পুলক, অঙ্গের ভূষণ। তোমায় ত্যাগ করে আমি সে সাধনার সম্ভার বিসর্জ্জন দিতে পারি না। আশ্রিত পালক হিন্দুর নাম—অনন্ত নিরয়ের মধ্যে নিমজ্জিত করতে পারি না।"

"কিন্তু এ আপনার আত্মহত্যা।"

"আশ্রিত-রক্ষণে দেহাবসানের নাম যদি আত্মহত্যা হয়—তা'হলে আমার এই আত্মহত্যা দৃশ্য—ভারত-বক্ষে অমল শতদল শোভায় ফুটে উঠ্‌বে। এই আত্মহত্যা আমায় অমর ক'রে রাখবে। এই আত্মহত্যাই আমার এই শ্রীহীন কণ্ঠ শতশ্রীতে সমুদ্ভাষিত করবে।"

সহসা বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"রাজা—"

"কেও—"

"আমি পারস্যের দূত।"

"বিনা সংবাদে, বিনা অনুমতিতে, আমার মন্ত্রণা-কক্ষে প্রবেশ কর্‌বার অধিকার তোমায় কে দিলে?"

"পারস্য দূত—কাফেরের অনুমতি গ্রহণের অপেক্ষা করে না।"

"আর অভিবাদন ?"

"পরাধীন জাতিকে, পরাধীন দেশের রাজাকে, স্বাধীন দেশবাসী সম্মান করে না—অভিবাদন করে না।"

"উত্তম, তা'হলে আমি স্বাধীন—এইবার অভিবাদন কর।"

"কাফের এত স্পর্দ্ধা—"

"স্তব্ধ হও—পারসিক।"

"কার শঙ্কায়—আর আদেশে ?'

"আমার আদেশে।"

"কে তুমি ?"

"সিন্ধুর স্বাধীন রাজা।

"হা—হা—হা ভিক্ষুকের স্বপ্ন। পারস্যের পোষা পদানত কুক্কুর হ'য়ে—"

গর্ব্বিত পারসিকের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই চকিতে পিধান-মুক্ত তরবারী উত্তোলনে রুকুরুদ্দীন বলিলেন,—

"দর্পিত পারসিক, এই মুহূর্ত্তে বাক্য প্রত্যাহার কর, নতুবা—"

"নতুবা কি ?"

"নতুবা এই উত্তোলিত তরবারি রাজ-অপমানকারীর শোণিত পানে কিছুমাত্র বিলম্ব করবে না।"

"বটে, এত স্পর্দ্ধা কুত্তা। যাও—তবে জাহান্নমে যাও।"

পারস্যদূত স্বীয় সুদীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ করবাল বহির্গতে রুকুরুদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মহাবীর, মহাশিক্ষিত রণ-নিপুণ, অস্ত্রকুশল সম্রাট্-পুত্রের অস্ত্রাঘাতে, দীর্ণবক্ষে গর্ব্বিত পারসিক ধরা-লুণ্ঠিত হইল। এত শীঘ্র এই গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হইল যে, কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় রাজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পূর্ব্বেই পারসিক মৃত্যুর দেশে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"একি কর্‌লে হতভাগ্য সন্তান!"

"কি কর্‌লুম মা?"

"কি কর্‌লে তা কি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না মূর্খ? মনে কি পড়ে না রুকুরুদ্দীন—সে দিনের সে সব কথা? যেদিন আমাদের মস্তকে কোন আচ্ছাদন ছিল না—যেদিন দু-মুষ্টি অন্নের জন্য কাতর স্বরে ডেকেছিলে ঈশ্বরকে—যেদিন ক্ষুধার্ত্ত পশুর ন্যায় মানব পদপৃষ্ঠ হয়ে, মরণপথে শয়ন করেছিলে—সে দিন যিনি স্নেহবাহু প্রসারণে আমাদের আশ্রয় দেন—শিরে দেন আচ্ছাদন—অঙ্গে দেন বসন ভূষণ; যিনি শিষ্যের ন্যায়, পুত্রের ন্যায়, জাতি-ঘৃণা বিদ্বেষ বিস্মৃত হয়ে—দেব উদারতায় সুপেয় সুপুষ্ট খাদ্যে তোমার শক্তি—তোমার জীবন-দীপ প্রজ্বলিত উজ্বলিত রেখেছেন—তোমার আঁধার পথে আলোক ধরেছেন—সেই আশ্রয়দাতা অন্নদাতা পিতা—সেই মহান্ দেবতা—সেই আদর্শ রাজার সুউচ্চ শুভ্র-শিরে তুমি কুলিষ কঠিন কঠোর কুঠারাঘাত করেছো। আজ আমাদেরই জন্য রাজার জীবন—রাজ্য ঐশ্বর্য্য বিপন্ন। তদুপরি তুমি পারসিক দূতকে হত্যা করে আরও প্রবল অগ্নি সংযোগ করেছ। পারস্য ও দিল্লী এই দুই মহাশক্তি সংঘাতে দুর্ব্বল সিন্ধুরাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হবে— তোমার আমার আশ্রয়দাতার জীবন যাবে। আশ্রয়দানের উপকারে, খুব প্রতি-দান দিলে পুত্র।"

"ইচ্ছায় করি নাই মা। যখন সেই গর্ব্বিত আমার সম্মুখে, আমার

প্রভুকে—পিতৃতুল্য আশ্রয়দাতাকে—আমার শ্রদ্ধার দেবতাকে কুকুর নামে সম্ভাষণ করলে—তখন আমি সশস্ত্র থেকেও সে অপমান নীরবে সহ্য কর্‌তে পারলুম না মা। আমায় আর তিরস্কার করো না।' আমি অপরাধী, আমার বক্ষ-শোণিতে রাজ-চরণ বিধৌত ক'রে এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবো। আমায় বিদায় দাও মা।"

"কোথায় যাবে?"

"মালবে।'

"কেন?"

"সৈন্য সাহায্য ভিক্ষায়।"

"মালব তোমায় সাহায্য কর্‌বে?"

"কর্‌বে।"

"কিসে বুঝ্‌লে?"

"মালব সেনাপতি ও পঞ্চ সহস্র সৈন্য-জীবন, যেদিন আমরা রক্ষা করি—পিতার হিংসা-অস্ত্র-তল হ'তে, সেদিন মালব-সেনাপতি আমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হন সাহায্য দানে।"

"সে প্রতিশ্রুতি কি মালবের স্মরণ আছে?"

"এই দয়াল রাজাকে দেখে আমার বিশ্বাস হচ্ছে—মালব-সেনাপতি প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হন নাই।"

"তোমার ও সোনালীর জন্য পঞ্চ সহস্র মালব-সৈন্য জীবন পেয়েছে সত্য, কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতায় মালব তার রাজ্য অরক্ষিত রেখে, শক্তি ভাণ্ডার শূন্য ক'রে সাহায্য করবে এ বিশ্বাস আমার নাই। তবে হিন্দু কখনও অকৃতজ্ঞ নয়, হিন্দুর বাক্য অনড়। মালব তোমায় সম্পূর্ণ ভাবে বিমুখ করবে না। তোমার দ্বারায় যে পঞ্চ সহস্র সৈন্য মরণের তীর হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে—সেই পঞ্চ সহস্র সৈন্য প্রদান করবে। এই

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"না—না কিছু নাই—কিছু নাই রাণী। এ ব্যাভিচারের যুগে আছে কেবল হিংসা দ্বেষ স্বার্থ। ধর্ম্ম নাই—কর্ম্ম নাই—পুণ্য নাই। পুষ্প ফোটে মানব নয়নে রূপোৎসব ছুটিয়ে—তোল তুমি তাকে—আদরে সাদরে—কণ্টকে তোমার করাঙ্গুলী বিদ্ধ হবে। জলধির সৌম্য শান্ত আকৃতি জাগিয়ে দেয় মানব হৃদয়ে ভক্তি—বিরাট বিস্ময়, কিন্তু বারি তার কর পান—বিষের তীব্রতায় জ্বলে উঠ্‌বে প্রাণ। মুগ্ধ চিত্তে—বিভোর প্রাণে চেয়ে থাক ঐ তপন পানে—অন্ধ হবে তোমার দু-নয়ন। এ কেবল সেই বিধাতার কঠিন বিধান—নির্ম্মমতার চরম নিদান। না—না কিছু নাই—কিছু নাই এখানে। আছে কেবল অশান্তিঅনল—আছে কেবল আর্ত্ত-নাদ আর্ত্তশ্বাস—আছে কেবল অত্যাচার অনাচার। বিধাতা কেবল রঙ্গিন চিত্রে—মধুর দৃশ্যে মানব নয়নে ফুটিয়ে বাসনা কামনা—জাগিয়ে লালসা লিপ্সা—তুলে শত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রবল তরঙ্গ, তারপর সব থেকে নিরাশ করে—করেন উল্লাস। অতি নির্ম্মমতায়—অতি নিষ্ঠুরতায়—গঠিত এই সৃষ্টি—এই রচনা। রাণী, আমার কি ইচ্ছা হয় জান?"

"না, কি ইচ্ছা হয় রাজা?"

"ইচ্ছা হয়—বিধাতার এই ছলনাময় সৃষ্টিখানার বক্ষ খান্ খান্ করে দিই। ইচ্ছা হয়—অষ্টবজ্রের শক্তি অপহরণে, ফণাধরের হলাহল নয়নে ধারণে, হুতাশনের ধ্বংশ-শক্তি আহরণে করাল কৃতান্ত মূর্ত্তিতে বিধাতার বিপক্ষে বিদ্রোহ করি—সংহার করি—চুরমার করি এই কপট

সৃষ্টি তাঁর। ইচ্ছা—হয় জলধির উন্মত্ত উত্তাল-তরঙ্গমালার ন্যায়, দাবানলের ধ্বংসময় শিখায় ঐ মহা ঊর্দ্ধে উঠে—আছড়ে পড়ি এই নীরস পৃথিবী বক্ষে।”

“অধীর হয়োনা রাজা, আবর্জ্জনাতেও শতদল হয় প্রস্ফুটিত। পর্ব্বতের নিভৃত কন্দরে, জলধির অতল জলতলে থাকে মহামূল্য রতন। এই ধরণী-গর্ভে পূণ্য-পূতেতোয়া তটিনীরাণী ফল্গু প্রবাহিতা। মানবের অলক্ষ্যে বিধাতা এইরূপ রেখেছেন কত সুন্দর দৃশ্য। উদ্যম, ধৈর্য্য, সাধনা, অধ্যবসায় আছে যার, সেই পায় দেখিতে সেই দৃশ্য; সেই পায় করুণা তাঁর। তাই বলি, অধৈর্য্য হয়ো না সিন্ধু-অধিপতি।”

“অধৈর্য্য—! অধৈর্য্য কোথায় রাণী? বরং বল হিমালয়ের মত ধৈর্য্যময় আমি। শত ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত' উল্কাপাত শিরে ধারণ করে এখনও জীবিত আমি। রাজার গর্ব্বের সব অঙ্গগুলি একে একে ধূলায় লুণ্ঠিত—তথাপিও জীবিত আমি। পারস্য ও দিল্লী দুই শক্তি-সমুদ্র ব্যোমস্পর্শী সৈন্যোচ্ছ্বাস নিয়ে আমায় গ্রাস করতে ছুটে আস্‌ছে—অথচ আমি স্থির—ধীর। সিন্ধু-সিংহাসন কাঁপ্‌ছে—লক্ষ লক্ষ নর-নারী আমার মুখপানে চেয়ে কাঁদছে—অথচ আমি সজাগ সচেতন। এতেও তুমি বল আমি অধৈর্য্য!”

“জীবন মরণ, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন, আঁধার-আলোকের ন্যায় মানব জীবনের সহচর। উত্থান যাঁর দেওয়া—পতনও তাঁরই দেওয়া। পতনে পরীক্ষা ধৈর্য্যের—উত্থানে পরীক্ষা চরিত্রের। তাই আবার বলি ধৈর্য্য ধর। তার স্বরে, কাতর অন্তরে, ভক্তিভরে ঈশ্বরকে ডাক।”

“আত্মোৎসর্গময়ী, পুণ্য-পুলক-প্রদায়িনী, শোকে-দুঃখে সান্ত্বনাদায়িনী, ধৈর্য্যে ধরিত্রীরূপিণী, তবে ডাক তোমার দেবতাকে—কর ব্রত-পার্ব্বণ—মানত কর পূজা। বুঝেছি হিন্দুর-মেয়ে, তোমাদের দেহ, হৃদয়—দেবতা পুণ্যে

ধর্ম্মে কর্ম্মে ধৈর্য্যে করেন গঠিত—সৃজিত। বুঝেছি—তোমাদের ব্রত-পার্ব্বণ শুধু চিত্ত-শুদ্ধি—তন্ময়ত্বতার সাধনা। তোমাদের এই তন্ময়ত্বতায়—এই বিশ্বাসে—এই সাধনায়—তোমাদের কাতর-হৃদয়ের কাতর ডাকে দেবতা আসেন ছুটে। তাই পতি-বিচ্ছেদে, পতি-পরায়ণা দময়ন্তী—সীতা, স্বামীহারা সাবিত্রী—বেহুলা, স্বামী-প্রেম বঞ্চিতা গৌতমা আরও অনেকে প্রেম-সাধনায় মৃত স্বামীর দেহে জীবন সঞ্চারিত করেছে, ভেঙ্গে দিয়েছে তারা বিধির বিধান—শুষ্ক শমন বক্ষে ছুটিয়েছিল তারা সরস সঞ্জীবনী-সুধা। প্রেম-প্লাবনে, আকুল-আহ্বানে, ভক্তি-অশ্রুতে ভাসিয়েছে দশদিক—ভাসিয়েছে বিধাতার বিধান-ভীষণ। তুমি—তুমিও সতী, তেমনি আকুলতায়—তেমনি ব্যাকুলতায় ঈশ্বরের পদে প্রার্থনা কর—প্রার্থনা কর—সেই বীর পাঠান-যুবক যেন সেই মূঢ় দর্পিত পারস্তের দর্প হরণ করে—দিল্লীর শক্তি-চাপ শতধা চূর্ণ করে—সিন্ধুরাজ্যের এ ঘনঘোর ঘনান্ধকার বিদূরিত করতে সক্ষম হয়।"

"জয়ী হবে সেই যুবক—দীপ্ত-সূর্য্য পুনঃ উদিত হবে সিন্ধুর আকাশে—শুভ্র শুভ্র শৌর্য্য-কিরণে উজ্জ্বলিত হবে আবার সিন্ধু-সিংহাসন।

যদি কায়-মনোপ্রাণে—সজাগ সজীব প্রত্যক্ষ দেবতা-জ্ঞানে তোমায় ভক্তি করে থাকি—যদি দেব-দ্বিজের পূজার্চ্চনা করে থাকি—তাহলে আমার বাক্য কখনও নিষ্ফল—প্রার্থনা বিফল হবে না।"

"একনিষ্ঠাময়ী, ভক্তিময়ী সতী, শৌর্য্য-বীর্য্যময়ী, ধর্ম্ম-পুণ্যময়ী, কোমল কঠোর-লীলা-তরঙ্গিণী হিন্দুর-মেয়ে—তোমার এই প্রার্থনাই আমার প্রধান অস্ত্র—প্রধান আশা।"

নবম পরিচ্ছেদ।

"কাকে চাও?"

"মালব সেনাপতিকে।"

"ঐ তো মালব সেনাপতি তোমার সম্মুখে—আমার সিংহাসন-সোপান সন্নিকটে উপবিষ্ট।"

"না—না, এতো সে মূর্ত্তি নয়। সে মূর্ত্তি ছিল যে উষার আলোক মণ্ডিত—সে দেহে ছিল যে, স্বর্গ-জ্যোতিঃ, মহত্ব-দীপ্তি—সে মূর্ত্তি যে অনন্ত গুণগরিমায় উজ্জ্বলিত ছিল। না—না, এতো সে মূর্ত্তি নয়।"

"মালবরাজ্য, গণ্ডগ্রাম সমষ্টি মাত্র নয়। বিশাল পরিধি—বিশাল কলেবর তার। এই সুবিস্তৃত রাজ্যে একজন সেনাপতি থাক্‌লেও তাঁর সহকারী অনেক আছেন। তুমি বোধ হয় তাঁদেরই কাকেও সন্ধান কর্‌ছো পাঠান যুবক।"

"আমি নাম যে জানি না। তবে যিনি একদিন বর্ত্তমান দিল্লীশ্বরের করে বন্দী হন, আমি তাঁকেই সন্ধান কর্‌ছি।"

"তিনি কর্ম্মচ্যুত বিতাড়িত হয়েছেন।"

"সেই দেবতা বিতাড়িত! কেন—কোন অপরাধে মালবেশ্বর?"

"অপরাধ গুরুতর। অকৃতজ্ঞতা অবিমৃষ্যকারিতার জন্য—বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য।"

"না—না, এ হতে পারে না—সেই দেবাধারে কোন অপরাধ লুক্কায়িত থাক্‌তে পারে না।"

"তবে কি মালবেশ্বর মিথ্যাবাদী? পাঠান—তোমার সাহস দেখ্‌ছি আকাশস্পর্শী।"

"অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন রাজা। কিন্তু—"

"কিন্তু কি যুবক ?"

"কিন্তু আমি যে বড় আশা করে এসেছিলুম রাজা।"

"কি আশায় এসেছ তা আমি জানি।"

"জানেন ?"

"জানি।"

"কি আশায় ?"

"যখন মালব সেনাপতি, পঞ্চ সহস্র সৈন্য সহ নিরস্ত্র অবস্থায় সেনাপতি আলটামাসের অস্ত্রতলে পশুর ন্যায় দণ্ডায়মান—তখন সেই সেনাপতির জ্যেষ্ঠপুত্র রুকুরুদ্দীন, এই অন্যায়ের প্রতিকারার্থে পিতৃ-বিপক্ষে অস্ত্র-কোষোন্মুক্ত করেন। তারপর সেনাপতি, দয়াল সম্রাট আরামকে হত্যা ক'রে সিংহাসন লাভে পুত্র, পুত্রবধূ ও সম্রাজ্ঞীকে বন্দী করেন। বুদ্ধিমতী সম্রাজ্ঞী, সেনাপতি-পুত্র ও সম্রাট-কন্যাসহ পলায়নে বহুরাজ্যে আশ্রয়ার্থে বিফল হয়েসিন্ধু—রাজ্যে যান। সিন্ধুর বীর্য্যবতী মহারাণী, তাঁদের আশ্রয় দেন। এ সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ সম্রাট স্বীয় পুত্র পুত্রবধূকে পরিত্যাগের জন্য সিন্ধুর রাজাকে আদেশ করেন, কিন্তু সিন্ধুর মহারাণী এ অন্যায় আদেশ উপেক্ষা করেন। তারপর সেই রুকুরুদ্দীন পারস্য দূতকে বধ করে। তার প্রতিশোধ গ্রহণে পারস্য-বাহিনী সিন্ধুরাজ্যে আগত-প্রায়। এদিকে দিল্লীও রণবেশে সজ্জিত হচ্ছে। তাই সেই সম্রাট-নন্দন রুকুরুদ্দীন, আশ্রয়দাতার জন্য মালব সেনাপতির নিকট বোধ হয় তোমায় প্রেরণ করেছেন—কেমন ?"

"রাজা আপনি অন্তর্য্যামী। সত্যই আমি দীনহীন ভাবে মালব সেনাপতির নিকট ভিক্ষায় এসেছিলুম।"

"বিধাতা নিজের শোভা ও সৌন্দর্য্য—মহত্ব ও শক্তির আধার

শূন্য করে—নিজ হৃদয়ের উপাদানে করেছেন যারে সৃষ্টি—সে কখনও দীনহীন ভিখারী হ'তে পারে না। আর তুমি যদি সত্যই জগৎ ঘৃণ্য—মানব পদদলিত হও, তথাপিও আমার নিকট ঘৃণ্য নও—পূজ্য; দীন নও—মহান্; আমার আদরণীয়, বরণীয়, পূজনীয়।

হে প্রাণদাতা পাঠান, হে করুণাবান মহান্ মানব, মালবেশ্বরের সশ্রদ্ধ সসম্ভ্রম অভিবাদন গ্রহণ কর।"

সিংহাসন ত্যাগে রাজা আসিয়া পাঠান যুবকের কর ধারণে আবার বলিলেন,—

"কি বন্ধু, এখনও কি চিন্‌তে পার্‌ছো না? ও—মাথায় এই মুকুটটা আছে বলে বোধ হয় চিন্‌তে পার্‌ছো না। আচ্ছা, মুকুট এই নাও তোমার মাথায় রাখ্‌ছি—এইবার দেখ দেখি চিন্‌তে পার কি না।"

মহাবিস্ময়-তরঙ্গ মালব রাজ-সভায় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। রাজার এই অদ্ভুত আচরণ, আশ্চর্য্যে সকলে দেখিতে লাগিল।

"চিনেছি। কিন্তু সন্দেহে যে প্রাণ আমার আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ছে।"

"কিসের সন্দেহ সখা?"

"সেনাপতি রাজ-সিংহাসনে! তবে কি যাঁকে আমি দেবতা জ্ঞান করেছিলুম সে কি আজ একদিনে,—না না আমি চল্লুম রাজা।"

"আরে দাঁড়াও বন্ধু—আমার মাথার মুকুট কেঁড়ে নিয়েই পালাচ্ছ। আচ্ছা নাও—তাতে দুঃখ নাই। কিন্তু পালালে ও মুকুটেরও যে কোন মূল্য নাই। দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে দেখলুম—এই রাজ্যের রাজা, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরাজয়ের অবমাননায় আত্মহত্যা করেছেন। প্রজারা তখন আমারই মাথায় ঐ মুকুটটা পরিয়ে দিল। পাঁচজনে আমার মাথায় যে মুকুট পরিয়ে দিয়েছে, সে মুকুট নিয়ে পালাচ্ছ? বাঃ—বেশতো তুমি বন্ধু! সৈন্যাধ্যক্ষ ও সামন্তগণ, অমাত্য ও আমন্ত্রিতগণ,

এই যুবকই সম্রাট-পুত্র, নাম—রুকুরুদ্দীন। ইনিই ন্যায়ের জন্য পিতার বিপক্ষে অস্ত্রত্তোলনে, আমার ও সেনানীবর্গের জীবন রক্ষা করেন। আর সেই জন্যই তিনি আজ অতুল ঐশ্বর্য্যহারা—রাজ্যহারা। সেই মহৎ মহান্ করুণার মূর্ত্ত মূর্ত্তি, আমাদের জীবনদাতা আজ আমাদের নিকট সাহায্যার্থী। সেনাপতি, সাজাও তোমার সমগ্র বাহিনীকে রণসাজে—উড়াও রক্ত-কেতন গর্ব্বভরে।"

"মালবকে অরক্ষিত রেখে?"

"হাঁ।"

"যদি এই সুযোগ সুবিধায় কোন শত্রু মালব আক্রমণ করে, তা'হলে যে মালবের সব যাবে।"

"যায় যাবে। যাঁর দেওয়া এ জীবন—যাঁর উদারতায় আজ আমি রাজা—তাঁর জন্য যদি রাজ্য সিংহাসন হারাতে হয়—তাতে দুঃখ নাই—আনন্দ আছে।"

শ্রদ্ধাসিঞ্চিতস্বরে রুকুরুদ্দীন বলিলেন,—

"হে উদার, হে বিরাট, হে দীপ্ত জাগ্রত, তোমায় চিন্‌তে পারি নাই—এখন পেরেছি। জেনেছি—তোমার আসন এ ধাতুসিংহাসন নয়—মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত। বুঝেছি—তুমি বিশ্ববন্দিত, মানবপ্রার্থিত, ধরণীর আরাধনায় দেবতার পুষ্পবরিষণ, মানবের সাধনার সাফল্যে দেবতার দান।

হে মালবেশ্বর, উপহার উপঢৌকনে আপনাকে সম্পূজিত করবার সাধ্য নাই। তাই কেবল শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণে, মহাসম্মানে, নতশিরে আপনাকে অভিবাদন করছি।"

দশম পরিচ্ছেদ।

"যুকার—"

"সুলতান—"

"কোথায়—কতদূরে সিন্ধু-সাম্রাজ্য ?"

"আমরা সিন্ধু-উপান্তে উপনীত। সম্মুখের ঐ অরণ্য-পরপারেই সিন্ধু সীমারম্ভ।"

"কতদূর বিস্তৃত ঐ অরণ্য ?"

"বহুদূর—অতিক্রমে দিনান্ত অতিবাহিত হবে।"

"সন্ধ্যা আগত। অন্ধকারে ঐ গভীর বিপুলকায় অরণ্যে প্রবেশে, পথ ভ্রান্তির সম্ভাবনা। এইখানে শিবির সংস্থাপন কর। প্রভাতে ঐ অরণ্য অতিক্রম করবে।"

"শাহানসার আদেশ শিরোধার্য্য।"

পারস্য-সুলতানের আদেশে, স্বতি-শ্বাসে সৈন্যেরা শিবির সংস্থাপনে উৎসাহে উদ্যোগী হইল। সর্ব্বাগ্রে শিবিরবাহী সহস্র ব্যক্তির এককালীন প্রচেষ্টায়, সুলতান-শিবির প্রান্তর মধ্যভাগে সংস্থাপিত হইল। তার উভয় পার্শ্বে—সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের শিবির—তারই একটু দূরে, সুলতান শিবির পরিবেষ্টনে সৈন্যশিবির সন্নিবেশিত হইল। আকাশে আকাশ-রাণী চন্দ্রমা উদিতা হইলেন, সঙ্গে তাঁর অসংখ্য সহচারিণীবৃন্দা। শিবিরে শিবিরে ঐ নক্ষত্রের ন্যায় অসংখ্য আলোক-মালা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই আলোক-রশ্মি ছটায়—চন্দ্রমার উজ্জ্বল কিরণ আভায় সুলতান-শিবির আলোকোজ্জ্বল হইল।

ক্লান্ত সৈন্যদল, শ্রান্তি অপনোদন মানসে, মদিরা সুন্দরীর আহ্বান করিল। শ্রান্ত সুলতানও সুধাপানে—সুধাময়ী রমণীর রূপ-সুধায় ভাসমান হইলেন।

সুবেশা, সুকেশা, সুচারু হাসিনী, সুমধুর-ভাষিণী, নৃত্যকারিণী দল সুলতান আদেশে, বিদ্যুৎবিভাবিভঙ্গে, আবেশে, আবেগে—নৃত্য সহ সঙ্গীত ধরিল,—

ঐ নীল আকাশে মধুর শশী।
ঢালিছে মধুর কিরণ রাশি॥
ভুবন মধুর লহরে ভাসি।
পুলকে মাতিছে পরিছে হাসি॥
শান্ত শীতল নিশার আকাশে।
পরশ মাখা মলয় বাতাসে॥
তুমি সুলতান, তুমি রাজা মোদের।
ধরেছি তোমায় হৃদয়ে আদরে
বন্দিছে তোমায় হরষে—ঐ শশী॥

"হুরুম্—হুরুম্।"

সমগ্র প্রান্তর প্রকম্পনে—সমগ্র পারস্য-সৈন্যের বক্ষ আন্দোলনে, ভূ-বিদারণে সহসা আগ্নেয়াস্ত্র মুহুর্মুহু গর্জ্জিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দ-কোলাহলময় শিবিরে আর্ত্তধ্বনি উঠিল। হাস্য লাস্য, উৎসব উৎস্য, আনন্দ কোলাহল একসঙ্গে বিলীন হইল। হতভম্ব সুলতান—হতভম্ব সৈন্য-দল কিছু বুঝিতে—কিছু দেখিতে পাইল না। কেবল তাহারা দেখিল—অরণ্য মধ্য হইতে জলধারার ন্যায় অবিরাম অবিশ্রান্ত গতিতে তীক্ষ্ণ শায়ক ও অগ্নি-গোলক নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অপ্রস্তুত, অশৃঙ্খল সৈন্যগণ সে প্রবল

প্রাণঘাতী শায়ক-ধারায়—দীর্ণ-হৃদয়ে,' দীর্ণ-কণ্ঠে চীৎকারে দলে দলে ধরা-বক্ষে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

জীবনাশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত সৈন্যগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন তৎপর হইল। সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বর—সুবিশাল বাহিনীর অধিনায়ক—প্রভূত শক্তির আধার—মহাবীর্য্যবান্ তেজবান্ ক্ষমতাবান্ পারস্য-সুলতান স্বভয়ে—তাহাদের অনুগমন করিলেন।

অরণ্য মধ্য হইতে তখন শত সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"জয় সিন্ধু-অধিপতি রাজা জলেশ-নারায়ণের জয়।"

সে গভীর—গম্ভীর আরাব ধ্বনি দূর—দূরান্তরে ধ্বনিত হইয়া সুলতান-হৃদয় ক্ষিপ্ত—কর্ণ তিক্ত করিয়া দিল। আর সিন্ধু অধিবাসীর কর্ণে মঙ্গল গান—প্রাণে শান্তি হিল্লোল বর্ষণ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"এসেছ? এসেছ বীর—ভারতের কীর্ত্তি-মন্দির গঠিত করে—সিন্ধু-রাজের শিরে পুষ্পবরিষণে—একটা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত কিরণ-ছটায় পৃথিবী আলোকিত ক'রে—মানবের নেত্রে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেব-মহত্ত্ব এঁকে—শত শত-দল প্রস্ফুটিত ক'রে—মহামহিমায় মহাবিস্ময়ে মহতী মহান্ গৌরব গরিমায় এসেছ বীর? সার্থক তোমার জীবন—তোমার অস্ত্রধারণ। সেই শার্দ্দূল অপেক্ষা ভীষণ, শমন অপেক্ষা কঠোর, অজেয় প্রতাপশালী সুলতান কবল হ'তে সিন্ধুকে যে মুক্ত করতে পার্‌বে, এ স্বপ্নেও ভাবি নাই। কি ভাবে—কেমন ক'রে—কোন্ পন্থায় এই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত কর্‌লে পাঠানবীর?"

"ধর্ম্ম সহায়ে—আপনার মঙ্গল প্রার্থনায়—আর এই বীরের অনুকম্পায় এই অসম্ভব, সহজ ভাবে আমায় সাফল্য দিয়েছে রাজা।"

"কে তুমি মহান্—দেবতার মত রূপ নিয়ে—দেবতার মত আবির্ভূত হয়ে—দেবতার মত উদারতায় এই মরণ সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ-মালা প্রতিহত করে—সিন্ধু-সিংহাসন—রাজার জীবন রক্ষা কর্‌লে—কে তুমি মহান্?"

"সিন্ধু-অধিপতি, আমি দেবতা নই—মহানও নই। মানুষ ব'লে পরিচয় দেবারও আমি উপযুক্ত নই। তবে হাঁ—এই পারস্য-বিজয়ী দেব-গুণশালী পাঠানবীর রুকুরুদ্দীন আমায় বন্ধুরূপে বরণ—গ্রহণ করেছেন। তাই আমি দেবতার বন্ধু—দেব-সহচর—সহোদর—এইমাত্র আমার পরিচয়।"

"না রাজা, ইনিই স্বীয় উদারতায় আমায় বন্ধু বলে সম্ভাষণ করেছেন—এইমাত্র। যাঁর অনুকম্পা, আমাদের এই ঘোর বিপদ হ'তে রক্ষা করেছে—ইনিই সেই মহান্ মানব—মালবেশ্বর।"

"হে পরমোপকারী, পরমাত্মীয়, পরম পুরুষ মালবেশ্বর, সিন্ধু অধিপতির সশ্রদ্ধ সম্মান অভিবাদন গ্রহণ কর।"

"আর আশ্রিত বৎসল, ধর্ম্মপরায়ণ, হিন্দুর গৌরব অবদান—তুমি মালবেশ্বরের প্রণাম গ্রহণ কর।"

"তবে হে যোগী—হে ত্যাগী, সিন্ধু-নরেশ নতশিরে তোমায় আহ্বান করছে। চল উপকারী, চল রাজ্য-রক্ষাকারী আতিথ্য গ্রহণে আমার প্রাসাদ পুণ্যময়—আমার হৃদয় আনন্দময় করবে চল।"

"হে উদার সিন্ধু-অধিপতি, এ আমার মহোচ্চ সম্মান—মহা গৌরব অবদান। তথাপি আমায় এ সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করতে হলো। বারান্তরে আতিথ্য গ্রহণ করবো রাজা—এখন অবসর নাই। দিল্লীর সুলতান লক্ষাধিক সৈন্য সহ আপনার এই পুণ্যমণ্ডিত, শান্তি হিল্লোলিত রাজ্য ধ্বংসে—ধ্বংসবেশে আসছেন। আমি সিন্ধুর বন্ধু জানলে, সুলতানের ক্রোধ আমারও উপর প্রজ্জ্বলিত হতে পারে; সুতরাং পথিমধ্যে আমার অরক্ষিত রাজ্য আক্রমণ অসম্ভব নয়। আমি পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যসহ বন্ধু রুকুরুদ্দীন সহ এসেছি। সমস্ত সৈন্যই আমার অক্লান্ত অক্ষত। আমি এই পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যের, ত্রিংশৎ সহস্র সৈন্যসহ মালব পথে চল্লুম। বক্রী বিংশসহস্র সৈন্য আমার বন্ধু রুকুরুদ্দীনকে প্রদান করলুম। সম্রাট্ আমার রাজ্যসীমা উত্তীর্ণ হলে—যখন বুঝবো সম্রাট্ সিন্ধু সীমান্তে উপনীত হয়েছেন। তখন আমি পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যসহ সুলতান কটকের পশ্চাৎ ভাগে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আর বন্ধু রুকুরুদ্দীন, তুমি তোমার সৈন্যসহ সম্মুখদিক হইতে সম্রাট্-বাহিনী অঙ্গে

ব্যাঘ্রের ন্যায় আপতিত হবে। সহসা উভয় দিক্ থেকে আক্রান্ত হয়ে সুলতান-বাহিনী অচিরে ছত্র-ভঙ্গ হয়ে পড়বে। তবে আসি বন্ধু রুকুরুদ্দীন—আসি রাজা—বিদায়।"

"কি ভাষায়—কেমন করে বিদায় দেব—কেমন ভাবে হৃদয়ের অনন্ত কৃতজ্ঞতা জানাব?"

"আমি যা চাই—তা কি দিতে পারবে রাজা?"

"পারবো।"

"আমি চাই—তোমার প্রীতি-প্রেম—স্নেহ-করুণা—আমি চাই তোমার হৃদয়—তোমার আলিঙ্গন।"

"তবে এস মিত্র, এস ভ্রাতা, এস পরিচিত, এস অপরিচিত—আমার এই প্রসারিত বাহু মধ্যে—আমার এই আনন্দ-স্ফীত বক্ষে। আজ থেকে সিন্ধুপতি তোমার বন্ধু, আত্মীয়—মিত্র। প্রার্থনা করি, এই বাহু-বন্ধন চির অটুট অচ্ছেদ্য অক্ষুণ্ণ হোক্।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"রুকুরুদ্দীন, তুমিই আমার কীর্ত্তি-কেতন—যশোভূষণ। তুমিই আমার কনক-কিরীট—বিজয়-বৈজয়ন্তী। এ জয়—এ ভাগ্য—এ কীর্ত্তি, :তুমিই আমায় করেছ প্রদান।

হে পারস্য বিজয়ী বীর—দেবতা তোমায় সম্পদ সৌন্দর্য্য—শৌর্য্য-বীর্য্য করেছেন প্রদান—মস্তকে তোমার দেবতার করুণার ছত্র-শোভিত—করে তোমার—অভয় ও অনল—নয়নে সৃষ্টি ও ধ্বংস—হৃদয়ে মন্দাকিনী ও সমুদ্রের উচ্ছাস। তুমি উপহারের অতীত—তুমি শুধু ধারণার—কল্পনার মূর্ত্তি। তোমার এ উপকারের—এ রণ-জয়ের কি কি উপহার দেব ভাই?"

"আমি যা চাই—তা তো পেয়েছি রাজা?"

"কি?"

"রাজানুগ্রহ—রাজ-করুণা।"

"আর কিছু চাও না?"

"না।"

"ঐশ্বর্য্য?"

"না।"

"উচ্চ পদ?"

"না।"

"রাজ্য?"

"না।"

"সিংহাসন ?"

"না।"

"হে নির্লোভী, নিষ্কামনামর মানব—তোমায় অভিবাদন করি। তুমি 'না' বল্লেও—তোমায় কিছু না দেওয়া যে আমার অমানুষতা—অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ হয়।

শুনুন সভাস্থ সকলে, এই রাজ্যরক্ষাকারী—পারস্য দর্পহারী বীর পাঠান যুবক রুকুরুদ্দীনকে আমি আজ থেকে সিন্ধু-সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করলুম।"

"না—না, এ গুরু দায়িত্বভার বহন করতে পারবো না রাজা।"

"তুমি পারবে। মহত্বের উত্তাল-তরঙ্গোচ্ছাস পূর্ণ তোমার বদন বল্‌ছে—তুমি পারবে। বীরত্বের দীপ্ত-নিদর্শন তুল্য তোমার ঐ অরাতি-ভয়োৎপাদক আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় বল্‌ছে—তুমি পারবে। তোমার ঐ সুপ্রদীপ্ত সুশান্ত অনল-তুল্য প্রোজ্জ্বল নয়ন বল্‌ছে—তুমি পারবে। তোমার ঐ উন্নত-উজ্জ্বল উচ্চ ললাট—ঐ স্বর্গ-গরিমালোক উদ্ভাসিত সুন্দর সুস্নিগ্ধ মুখ-মণ্ডল বল্‌ছে—তুমি পারবে। তোমার ঐ গৌরব-গরিমা পরিলিপ্ত সরলতা—সুস্থতা—সবলতা বল্‌ছে—তুমি পারবে।"

"কিন্তু আমি বল্‌ছি—পারবে না। সেনাপতি বিশ্বধরের বাহুতে শক্তি, অস্ত্রে তীক্ষ্ণতা থাকতে কখনই এই বিদেশী যুবক—হিন্দু রাজ্যের স্তম্ভ হতে পারবে না। এ যথেচ্ছাচার—এ অন্যায়—কখনই হতে দেব না।"

ক্রোধে স্বীয় আসন ত্যাগে অমাত্য প্রধান মহীধর, স্বীয় সহোদর সেনাপতি বিশ্বধরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া হইয়া ক্রোধ-ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলেন,—

"সত্য রাজা, এ কখনও হতে পারে না—হ'তে দেব না।"

"ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি, মন্ত্রী বিশ্বধর, স্মরণ রেখ—আমি রাজা।"

"তুমি রাজা—সে শুধু আমাদের অনুকম্পায়।"

"বটে—তবে তোমাকেও পদচ্যুত করলুম মহীধর।"

"তোমার আদেশে, সামান্য নগণ্য ব্যক্তির উত্থান পতন হতে পারে—কিন্তু আমাদের হয় না। আমাদের অনুগ্রহে নিগ্রহে—তোমারই উত্থান-পতন নির্ভর করছে।"

"এতদূর! উত্তম—সৈন্যগণ বন্দীকর রাজদ্রোহী—কর্ম্মচ্যুত সেনাপতি আর মন্ত্রীকে।"

উচ্চ হাস্যে অমাত্য বলিলেন,—

"হা—হা—হা, কারও সাধ্য নাই আমাদের অঙ্গ স্পর্শে সক্ষম হয়। সৈন্যগণ, বন্দী কর এই অজাতি পাঠানকে।"

সেনাপতি বিশ্বধর দ্রুতগতি সিংহাসন সোপান অধিরোহণে—রাজার করাকর্ষণে অবতরণে বলিলেন,—

"তার সঙ্গে বন্দী কর—এই স্পর্দ্ধিত গর্ব্বিত যুবককে।"

অর্থগ্রাহী অনুগত সৈন্যদল রুকুরুদ্দীন ও রাজার প্রতি অগ্রসর হইল।

সহসা অনল-তীব্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"সাবধান—"

যে যেভাবে ছিল—সে সেইভাবে বিপুল বিস্ময়ে দেখিল,—মহারাণী—সম্রাজ্ঞী—বাদশাজাদী—ও রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী—একাগ্নি উত্তোলনে দণ্ডায়মানা, তাঁহাদের পশ্চাতে সহচারিণীগণ ধনুর্ব্বাণ করে বিরাজমানা।

অনলোচ্ছ্বসিত স্বরে মহারাণী আবার বলিলেন,—

"সৈন্যগণ, বন্দী কর ঐ রাজ-অপমানকারীদ্বয়কে—আর না হয় প্রস্তুত হও—মৃত্যু আলিঙ্গনে।"

একদণ্ডে সব অদল-বদল হইয়া যাইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"মহারাণী—"

"এ কি সম্ভাষণ পুত্র?"

"আমি যে ভিক্ষার্থীরূপে এসেছি রাজরাণী। যে মাতৃ-করুণার দ্বারে একদিন এক বিদেশী বিজাতি পাঠান এসে দাঁড়িয়েছিল—যে করুণার দ্বার অবাধ অচঞ্চল—যে করুণার উন্মুক্ত ধারায় সেই পাঠান স্নাত হ'য়ে—পূর্ণ করেছিল তার জীবনের সফলতা—তোমার সেই করুণার দ্বারে আজ আমিও দাঁড়িয়েছি—রাজরাণী।"

"উত্তম—বল তবে ভিখারী রাজা—ভিক্ষা তোমার।"

"ভিক্ষা শুধু তোমার শক্তিকণা—ভিক্ষা শুধু তোমার করুণাকণা। এই দুর্ব্বল—অন্তসার শূন্য কঙ্কালময় সিন্ধু-সাম্রাজ্য গ্রাসে, দিল্লীশ্বর সাগর-উর্ম্মিমালার ন্যায় অনন্ত বাহিনী নিয়ে আস্‌ছে। আর সিন্ধুর সহায়—মালব প্রদত্ত বিংশ সহস্র সৈন্য মাত্র। আমার আদেশ সত্বেও সিন্ধু-সৈন্য সজ্জিত হয় নাই। সিন্ধুর আশী হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার আমার পক্ষ অবলম্বন করেছে। তাই—সদাই আমার আতঙ্ক—কখন সৈন্যদল ক্ষিপ্ত হয়ে—কারাগার আক্রমণে শয়তান সেনাপতি ও মন্ত্রীকে মুক্ত করে। একবার—কোনমতে একবার যদি সেই হিংস্রক পশু অপেক্ষা ভীষণ চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয় মুক্ত হয়—তাহলে—তাহ'লে রাজ-জননী—সিন্ধু-সৈন্যের পদ-ভরেই আমার সিংহাসন চূর্ণ হবে। যদিও এই মুষ্টিমেয় সৈন্য সহায়ে সম্রাট-শক্তি দলিত করা সু-কঠিন, তাহ'লেও

একেবারে আলোক হীন—আশা হীন নয়। তাহ'লেও রণাঙ্গণে অস্ত্র-শয়নে মরতে পারবো। আর নিজের দেশে—নিজের রাজ্যে—নিজের সৈন্যদের হস্তে রাজা হয়ে পশুর ন্যায় মৃত্যু—সে যে মা বড় ঘৃণার—বড় কলঙ্কের—বড় লজ্জার। তাই আমি কারাগারে রুকুরুদ্দীনকে মালব সৈন্যসহ প্রহরায় নিযুক্ত রেখেছি। পারস্য-জয়ীর বিরুদ্ধে সহসা কেহ অস্ত্রোত্তলন করতে সাহস করবে না।

কিন্তু রুকুরুদ্দীন কারাগার রক্ষায় নিযুক্ত থাকলে, সম্রাট-সৈন্য প্লাবিত করবে সিন্ধুদেশ। আবার কারাগার ত্যাগে সম্রাট অভিযানে গেলে—সিন্ধু-সৈন্য ডুবিয়ে দেবে—রাজ্য—ধন—সিংহাসন। তাই মা আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি—ভিক্ষার্থীরূপে।"

"ভিক্ষা পূর্ণ হবে ভিখারী—বল কি চাও?"

"রাজ-মাতা, আমি স্থির করেছি, সিন্ধুর পঞ্চ সহস্র সৈন্য নিয়ে—আমি থাকবো দুর্গ রক্ষণে। রুকুরুদ্দীন তার বিংশ সহস্র সৈন্য সহায়ে যাবে সম্রাট কটক আক্রমণে। আর—আর তুমি মহারাণী—একাকিনী কারাগার রক্ষার ভার গ্রহণে—সন্তানকে নিশ্চিন্ত—রাজাকে বিপদোন্মুক্ত—দেশকে রক্ষা কর মা। গ্রহণ কর—গ্রহণ কর শৌর্য্য-বীর্য্যশালিনী, কর্ত্তব্য-কল-কল্লোলিনী জননী আমার।"

"কিন্তু রমণী আমি—পারবো কি?"

"পারবে—রমণী বলেই পারবে। রমণী—যার কটাক্ষে প্রলয়ের বিদ্যুতাগ্নি জ্বলে ওঠে—আবার প্রেম-প্রীতির উত্তাল উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়। রমণী—যার কণামাত্র সৌন্দর্য্যে মানব নয়ন নিথর—ভাষা নীরব হ'য়ে পড়ে। রমণী—ধৈর্য্য যার ধরিত্রীর ন্যায়—দৃঢ়তা যার পর্ব্বতের ন্যায়। রমণী—যার চলনে, বচনে, নয়নে, মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য স্নেহ শত ধারায় বিগলিত—আবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়। রমণী—সজাগ উদ্দীপনা,

জাগ্রত প্রেরণা—সজীব শক্তি। সেই বহু-বল-ধারিণী, জীব-জননী, সৃষ্টি-স্থিতি-রক্ষাকারিণী, আত্মাশক্তি-শালিনী রমণী তুমি—জননী তুমি—তুমি পারবে না?"

"বেশ—এ ভার গ্রহণ করলুম রাজা। শপথ করছি—বুকের রক্ত দিয়ে তোমার প্রদত্ত এ গুরু-দায়িত্ব—কঠোর কর্ত্তব্য পালন করবো। এই কর্ত্তব্য পালনে যদি আমায় ধ্বংস মূর্ত্তি ধারণ করতে হয়—করবো। তথাপি নিবৃত্ত হবো না। দেখি একবার—এ রাজ্যে এমন কে শক্তিধর আছে যে আমার সম্মুখে সমুন্নত শিরে দাঁড়ায়। যাও পুত্র—নিশ্চিন্ত মনে দুর্গ রক্ষায় যাও। আর—আর যদি শত্রু আক্রমণ করে দুর্গ—তাহ'লে অস্ত্র ভূষণে—দুর্গ-অঙ্গনে—অস্ত্র উপাধানে শয়ন করো। তাহ'লে—আদরে তোমার সেই নিস্পন্দ দেহ বক্ষে ধারণ করবো—তোমায় মাতৃত্বের সব স্নেহে সিঞ্চিত করবো—আশীর্ব্বাদ করবো। কিন্তু—কিন্তু যদি পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন ধারণ কর—যদি রণ-ভঙ্গে পলায়ন করো—তাহ'লে এখানে এসো না—তাহ'লে আর তোমার মুখ দর্শন করবো না—তাহ'লে জেন তুমি আমার সন্তান নও। আর—আর কাপুরুষ কুলাঙ্গার পুত্রকে, এক অপদার্থ কণ্টককে এই উদরে ধারণ—এই বক্ষে গ্রহণ—এই স্তনদানে পুষ্ট করেছিলেম বলে—এই তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে স্বীয় হৃদ্‌পিণ্ড উৎপাটনে তার প্রয়াশ্চিত্ত করবো।"

দীপ্তজ্যোতি বিকীরণে—মহিমোজ্জ্বলা পুণ্য-প্রোজ্জ্বলা মহারাণী, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রস্থান করিলেন।

মুগ্ধ-চিত্তে—মুগ্ধ-নেত্রে রাজা অবাকে নির্ব্বাকে মহারাণীর গমন পথ-প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় রাণী জ্যোৎস্নাময়ী ধীর পদে তথায় উপনীতা হইয়া বলিলেন,—

"অবাক বিস্ময়ে কি দেখ্‌ছো রাজা?"

"কি দেখছি কেমন করে তা বোঝাব রাণী! কিন্তু যা দেখলুম, তা আর কখনও দেখি নাই—আর কখন দেখবোও না।"

"কি দেখলে?"

"দেখলুম—অলোক-অদেখা এক আলোকময়ী মাতৃ-মূর্ত্তি।"

"আর?"

"আর শুনছিলুম—তাঁর মেঘ-গুরু-গম্ভীর বাণী। রাণী, সে বাণীতে—সে ধ্বনিতে আমার সমস্ত শিরা—সমস্ত দেহ ঝঙ্কৃত—কম্পিত। বীর রমণী—শক্তিরূপা জননী করুণা দান করেছেন—আর তুমি বীরাঙ্গনা—তুমি আমাকে রণ-সাজে সাজিয়ে দাও—মাতিয়ে দাও তার প্রাণ—গেয়ে ওঠ নারী সিন্ধুর বিজয় সঙ্গীত—বীরছন্দে মেঘমন্দ্রে। সতীর হাতের সজ্জা, সতীর আন্তরিক প্রার্থনা, আমার প্রাণে—প্রাণ প্রতিষ্ঠা করুক।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"সেনাপতি দোরাণ খাঁ।"

"সাহানসা।"

"সৈন্যবাহিনী, চারিভাগে বিভক্ত করে চারিদিকে রক্ষা কর। কখন—কোনদিকে, কোন পথে শত্রু এসে পড়বে তার স্থিরতা নাই। এ শত্রুকে হীন বা দুর্ব্বল মনে করো না। জেন এ শত্রু কালের ন্যায় করাল--সাগরের ন্যায় প্রবল—বুঝেছ ?"

"বুঝেছি।"

"কি বুঝেছ ?"

"বুঝেছি—এ শত্রু খোদার মেহেরবাণীতে শক্তিমান—খোদার আশী-র্ব্বাদে অজেয়। নতুবা কে কবে ভেবেছিল—কল্পনা করেছিল, অপরাজেয় পারস্য সুলতান, প্রতাপ যার সমুদ্রের ন্যায় অবাধ অপ্রতিহত, গর্ব্বোন্নত শির যার—হিমালয় শিখরের ন্যায় ধরা বক্ষে চির সমুন্নত—সেই অনন্ত শক্তিশালী, মহাদর্পী পারস্য সুলতান সামান্য সিন্ধুর নিকট পরাজিত—পলায়িত। অথচ সিন্ধুর সহায় মাত্র পঞ্চাশ হাজার সৈন্য—তাও পর প্রদত্ত। এ যেমন বিস্ময়ের কথা, তেমনি ভাববার—বোঝবার বিষয় !"

"হাঁ—ভাববার বোঝবার বিষয়। তাই—তাই এ সময়ে, অকম্পিত অশঙ্কিত বক্ষ আমার সদা কম্পিত—আশঙ্কিত। তাই এই সতর্কতা অবলম্বন। যাও বীর, ক্ষিপ্রতা ও সতর্কতা সহ আমার আদেশ পালন কর। আর বিভক্ত-বাহিনী, সকল সময়েই যেন অস্ত্র কোষোন্মুক্ত করে রাখে—যাও।"

নীরব অভিবাদনে, নতশিরে সেনাপতি প্রস্থান করিলেন।

আসোলতান আল্‌টামাস্ কুসুম-কোমল আসনোপরি দেহ-ভার রক্ষা করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রাবৃটাকাশের ন্যায় ঘনঘোর-গম্ভীর—দৃষ্টি অচঞ্চল দীপ্তি হীন—বদন চিন্তাচ্ছন্ন, মলিন।

"একি! কেন প্রাণ কেঁপে ওঠে—কেন হৃদয় কেঁদে ওঠে? কেন এক ভীষণ চিত্র ভেসে ওঠে! কেন—কেন জেগে ওঠে কুস্বপ্ন জাগরণে—অচেতনে! যেন এক কনক-বরণা, কনক-ভূষণা, সৌন্দর্য্য-সাগর-হিল্লোলা; আলুলায়িতা কুন্তলা এক রমণী আমার নয়নে উদ্ভাষিত হয়ে উঠছে! সেই অশরীরী দেবীর মোহনবাণী কর্ণে আমার ঝঙ্কৃত হয়ে বল্‌ছে-'আল্‌টামাস্, এ সংহার সজ্জা ত্যাগ কর—সে যে তোমার পুত্র।' সেই মূর্ত্তি—সেই বাণী আমার দৃঢ়-বক্ষ—দৃঢ় মুষ্টি শিথিল করে দিচ্ছে। যদি—যদি সত্যই,—না ভাববো না সে কথা। সে কথা উচ্চারণে—স্মরণে জ্যোতি ডুবে যায় আঁধারে। না, না—আমি পারবো না।"

বজ্রস্বরে প্রশ্ন আসিল—"কি পার্‌বে না আলটামাস্?"

"খান্‌খানান—খান্‌খানান এ যুদ্ধ করতে পারবো না।"

"কেন?"

"পুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুল্‌তে পারবো না।"

"আর পুত্র কি তোমার পদ—পূজা করছে?"

"না করুক—তবু পুত্র—আমার দেহের শোণিত।"

"দেহের শোণিত বিষাক্ত হলে—সে শোণিত হয় জীবন নাশক।"

"কিন্তু সে অস্ত্রোত্তলন করেছে—তার প্রভুর আদেশে—আশ্রয়দাতার উপকারে—এ তার কর্ত্তব্য।"

"আর তুমি একটা আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী মহা-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, তোমার কর্ত্তব্য কি শুধু ক্রন্দন—শুধু কাতরতা? পুত্র-স্নেহ মানুষকে

অমর করে না। মানুষকে অমর করে কীর্ত্তি। সেই কীর্ত্তির কনক-দুয়ার তোমার সম্মুখে—তোমার নিকটে। এ সুযোগ—অবহেলায় ত্যাগ করো না। আজ সিন্ধুজয় করতে পারলে নাম তোমার অবিনশ্বর—কীর্ত্তি তোমায় অমর করে রেখে দেবে। ধর বীর খরশাণ তরবারী—পর বর্ম্ম—সাজ বীরসাজে—বাজাও রণভেরী মেঘ-গুরু-গম্ভীরে—উড়াও রক্ত-নিশান দীপ্ত রক্ত-রাগে—ছোটাও তোমার অশ্ব কর্ম্মপথে—গাও গভীরে অধীরে—কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম।”

সহসা দূরে প্রলয়-হুঙ্কারে রণ-ডঙ্কা—রণভেরী নিনাদিত হইল। উভয়ে পট্টাবাস বহির্দ্দেশে আসিলেন—কিন্তু ধূলি পটল ব্যতীত আর কিছুই পরিদৃশ্য হইল না। পশ্চাতে চাহিলেন, দেখিলেন সেই একই চিত্র। কেহ কিছু বুঝিতে না পারিয়া নীরবে—নিস্পন্দ দেহে—নিস্পন্দ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে উভয়ে দেখিলেন ;—সে ধূলি-পটল মধ্যে এক সুবিশাল বাহিনী উল্কাবৎ ছুটিয়া আসিতেছে। উভয়েই স্বীয় বাহিনীকে দ্বিধাবিভক্তে অস্ত্র উন্মুক্তের আদেশে, করবাল-করে দণ্ডায়মান হইলেন। মালবেশ্বর ও রুকুরুদ্দীন চালিত বাহিনী, উত্তাল তরঙ্গবৎ উভয়দিক হইতে পাঠান-অঙ্গে পতিত হইল। সম্রাটের রণভেরী মুহুর্মুহু মহেশ-বিষাণের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল।

সে ভেরী-নাদে চতুর্দ্দিকে যে পাঠান-বাহিনী সুযোগ অপেক্ষায় ছিল, তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে হিন্দু-বাহিনীকে বেষ্টনীর ন্যায় বেষ্টন করিল। লক্ষাধিক সবল সুস্থ ইরম্মদ শক্তিশালীর এককালীন আক্রমণে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-সৈন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। অচিরেই, সশস্ত্রে সুস্থদেহে স্বসৈন্যে মালবেশ্বর ও রুকুরুদ্দীন সম্রাটের বন্দী হইলেন। সিন্ধুর স্বাধীনতা, সম্রাট-করে বন্দী হইল—হিন্দুর আশা ভরসা উন্মূলিত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"ওকি—কেন ওঠে জয়ধ্বনি?"

"ও পাঠানের জয়ধ্বনি—জয়োল্লাস।"

"সহসা এ জয়োল্লাস—জয়ধ্বনির কারণ?"

"কারণ আমরা বিজিত—পাঠান বিজেতৃ। কারণ—সিন্ধুর শক্তি—হিন্দুর আশা মালবেশ্বর ও সেনাপতি রুকুরুদ্দীন পাঠান করে বন্দী।"

"বন্দী! কি বলছো তুমি নেপেশ? না, না এ তোমার অবশ জিহ্বার শিথিল উক্তি।"

"না রাজা, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। শুধু তাই নয়—পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ও অক্ষতদেহে দিল্লীশ্বরের বন্দী।"

"জীবন রক্ষায়, অক্ষত দেহে তারা কি আত্ম-সমর্পণ করেছে?"

"না! সম্রাট তাদের কৌশলে বন্দী করেন।"

"তাহ'লে তুমি কি করে—কেমন ভাবে—কোন প্রয়োজনে এসেছ এখানে?"

"অতি কষ্টে—অতি কৌশলে মাত্র সহস্র সৈন্য সহ আমি আত্মরক্ষা করে—শৃঙ্খল-মুক্ত-হস্তে দ্রুতগতি রণস্থল ত্যাগ করি। পাঠান আমায় ধৃত করতে চেষ্টা করেছিল,—কিন্তু সফল হয় নাই। যুদ্ধের সংবাদ প্রদানে—আমি এসেছি এখানে।"

"তাহ'লে তোমার মুক্ত-কর আমিই লৌহ-বলয়ে বদ্ধ করি। তাহ'লে তুমি অস্ত্র ত্যাগ কর কাপুরুষ। তাহ'লে আজ থেকে তুমি সিন্ধুর সহকারী নও—পশু।"

"সেকি—কোন অপরাধে রাজা?"

"কোন অপরাধে তা স্বভাব-বাহিত স্বরে—অকম্প রসনায় জিজ্ঞাসা করছো ভীরু? যে হিন্দুর বিমল—নির্ম্মল—চিরোজ্জ্বল—শুভ্রোজ্জ্বল উচ্চ উন্নত ললাটের যশোটীকা স্বকরে সেচ্ছায় মুছে দেয়,—যে সিন্ধুর অমল-ধবল—মহিমোজ্জ্বল—গৌরবোজ্জ্বল—কমল-কনক অঙ্গে কলঙ্ক প্রক্ষেপে আঘাতিত পশুর ন্যায় আর্ত্ত-নিনাদে—আর্ত্ত-শ্বাসে—আত্মরক্ষায় রণস্থল ত্যাগ করে—তার অঙ্গে অস্ত্র শোভা পায় না।"

"কিন্তু দুরাশা-বক্ষে ঝম্প-প্রদান—উন্মত্ততা নয় কি রাজা?"

"হাঁ—উন্মত্ততা। কিন্তু এই উন্মত্ততা-বক্ষে যদি ঝাঁপ দিতে—তাহ'লে এই উন্মত্ততা তোমায় ধন্য—বরেণ্য—মানব শরেণ্য করতো। তাহলে সাদরে আদরে, শ্রদ্ধাভরে মানব তোমার এই উন্মত্ততার পূজা করতো। তা'হলে তোমার এই উন্মত্ততা—তোমার সর্ব্বাঙ্গ যশোশুভ্রতায় মণ্ডিত করে—ললাটে অক্ষয়-টীকা অঙ্কিত করে তোমায় অমর করতো।

এক বিদেশী, বিধর্ম্মী, বিজাতি পাঠান, যে শোণিত-সম্পর্কে—এই সিন্ধুর—এই হিন্দুর কেউ নয়—কেউ ছিল না—সেই পরদেশী রুকুরুদ্দীন—তোমার প্রভু রুকুরুদ্দীন শুধু কর্ত্তব্য পূজায়—নিজের জীবন উপেক্ষায় ছুটে গেল—এই উন্মত্ততার উন্মাদনায় অধীর হয়ে—মৃত্যুবক্ষে। যে বীর—শুধু আশ্রয়দাতার উপকার স্মরণে—মঙ্গল সাধনে নিজের পিতার বিরুদ্ধে ও অস্ত্রত্তোলনে বেছে নিলে—চেয়ে নিলে স্বহাস্যে মরণকে। যে দেব-করুণার মত সিন্ধুর নিস্প্রাণ, নিসাড় বক্ষে ছড়িয়ে পড়ে, পারস্যের শৃঙ্খল থেকে, সিন্ধুর কণ্ঠ—কর, মুক্ত করে ললাটে গৌরব টীকা—কণ্ঠে যশো-হার—করে বীরত্ব-বর্ত্তিকা দিলে। সেই বীরকে—সেই দেব-প্রতিমূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়ে শুষ্কনেত্রে—প্রফুল্লচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করতে তোমার হৃদয় আর্ত্ত উন্মত্ততায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো না—নয়নে রুধির-অশ্রু ছুটলো না!

এ মহিমাময়—গরিমাময়, অরুণ-আলোকোজ্জ্বল—তপন-কিরণোজ্জ্বল—মহৎ-মহান, মহোচ্চ ত্যাগ দর্শনে নয়ন তোমার পুলক-প্লাবনে সিঞ্চিত—হৃদয় বিপুল-বিরাট বিস্ময়-হর্ষোচ্ছ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত উৎফুল্ল উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো না! এ স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ সু-শুভ্র আলোক-দর্শে—তোমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত—কণ্টকিত—শিহরিত হয়ে উঠলো না—আশ্চর্য্য!

নিঃসম্পর্কীয় মালবেশ্বর—সিন্ধুর চিরশত্রু মালবেশ্বর, তাঁর জীবন-রক্ষাকারী রুকুরুদ্দীনের প্রত্যুপোকারার্থে, হিংসা দ্বেষ, কলহ, শত্রুতা সব ভুলে—সব ধুয়ে—উদারতার উচ্চতায় স্ফীত হয়ে—একদিন রুকুরুদ্দীনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এই সিন্ধু-সাম্রাজ্যকে পারস্য-কবল মুক্ত করেছিলেন—আজ আবার উপকারীর অনুরোধে—মানবের কোটী কোটী জন্মের আকুল সাধনার—ব্যাকুল প্রার্থনার রাজ্য সিংহাসন বিপন্নে—পুত্র, পত্নী, আত্মীয়, পরিজনের জীবন বিপন্নে—নিজের মহামূল্য জীবন বিপন্নে—শুধু উপকারীর উপকারে ছুটে এসে—উপকারীর জন্য সেচ্ছায় বন্দী হয়েছেন। আর তুমি সিন্ধুর সহকারী সেনাপতি হয়ে—সিন্ধু দেশবাসী হয়ে—পূণ্য-পূত আর্য্যাবর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে—রাজাশ্রিতকে—অতিথিকে—উপকারীকে যশোদাতা কীর্ত্তি-প্রদায়ক মহা-মানবকে—রাজ-জীবনরক্ষাকারীকে—সিন্ধুর বিপদত্রাতাকে শত্রু-কবলে পতিত দেখেও স্বীয় হেয় হীন প্রাণ-রক্ষায় উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে এলে! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ!

সহকারী সেনাপতি, আমি চল্লুম—যে দেবতাকে শমন-কবলে নিক্ষেপে তুমি এসেছ স্বীয় জীবনরক্ষায় পালিয়ে—আমি চল্লুম সেই দেবতার দেব-বন্দিত জীবনরক্ষায়—সেই শমন আবাসে। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে, প্রবল প্রচণ্ড প্রভঞ্জনের মত—আগ্নেয় অগ্ন্যুৎপাতের মত—বিশ্ব বিধ্বংসকারী হুতাশনের ন্যায়—শত শিখায়—সূর্য্যআভায় জ্বলে উঠে সেই শমন-বাহিনীর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়বো। পারি বা হারি—বাঁচি

বা মরি ক্ষতি নাই তায়। তাহ'লে আমার এই আশ্রিত-রক্ষণে আত্ম-প্রাণ দান—সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন—অতীতের শত মধুরতাপূর্ণ—শত চন্দ্র-কিরণ বিভায় বিভাষিত দৃশ্য মানব নয়নে ফুটে উঠ্‌বে। আর্য্যাবর্ত্তে আবার অতীত কাহিনী ধ্বনিত হবে—চারণ চারণীর কণ্ঠ আবার ঝঙ্কারময় হবে—আবার আসবে—আবার জাগবে ভারত অতীতের স্পন্দনে—গরিমার কম্পনে। অতীতের গৌরব শিহরণে—অতীতের কীর্ত্তি স্মরণে—আমি চল্লুম। তোমায়—তোমায় আর কি বল্‌বো—এখন কিছু বল্‌বার—কোন শান্তি দেবার অবসর নাই। তবে একটা—এই শেষ একটা আদেশ আমার পালন কর। এই মুহূর্ত্তে একবার রাজ-কারাগারে যাও—সেখানে সিন্ধুর রাজ-লক্ষ্মী—হিন্দুর দেবী—আমার জননী প্রহরিণী স্বরূপ আছেন। তাঁর নিকট আমার ভক্তি প্রণাম জানিয়ে বলো—পুত্র গিয়েছে তাঁর—পুণ্য-পাদ পূজায়—আশ্রিত রক্ষায়। সঙ্গে আমার যায় যেন আশীর্ব্বাদ তাঁর।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"কে তোমরা?"

"কি করে—কেমন ভাবে—কোন ভাষায় বলবো মহারাণী কে আমরা। আমরা অপরাধী—আমরা অভিশপ্ত—আমরা বিশ্বাসঘাতক—আমরা দেশের শত্রু—জাতির গ্লানি—দশের কলঙ্ক। আমবা রাজ-সৈন্য হয়ে—আজ বাজার এই ঘোর বিপদ দেখেও, নিজেদের নীচ স্বার্থের জন্য নিশ্চেষ্ট, নিরস্ত্র, নিরুদ্বিগ্ন। আমরা সিন্ধু দেশবাসী হয়েও, আজ দেশ যায়—জাতির গৌরব যায় দেখেও, সেনাপতির প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে, একের জন্য দশকে—দেশকে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলুম। আজ আমাদের মোহান্ধকার দূরীভূত হয়েছে। আজ এক তপ্ত শিহরণে—দীপ্ত জাগরণে—রক্ত আলোক দর্শনে হৃদয় মন প্রাণ নয়ন উল্লাস উচ্ছ্বাসে—উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। আজ বুঝেছি—দেশ বড়—ধর্ম্ম বড়। আজ জেনেছি—যে জাতির দেশ-প্রীতি নাই—সে জাতি মানুষ নয়। তাই আজ অনুতপ্ত চিত্তে—জ্বালাময় অন্তরে—তোমার করুণার দ্বারে নতশিরে ছুটে এসেছি মহারাণী।"

"সহসা এ ভাবান্তর কেমন ক'রে উদয় হ'লো তোমাদের বিদ্রোহ-ক্ষিপ্ত চিত্তে? এ জ্ঞানালোক কে জ্বালালে তোমাদের অন্ধ নেত্রে? এ মহাশিক্ষায়—এ মহতী দীক্ষায় কে জাগালে—কে মাতালে তোমাদের স্বপ্ন-বিভোর অজ্ঞ অচেতন হৃদয়কে সৈনিকবৃন্দ?"

"এক যুবক।"

"কে সে?"

"তা জানি না। কি নাম, কোথা ধাম, কোন্ জাতি কিছুই জানি না। সেই যুবক, হিন্দু সৈনিকের বেশে এক মহাতেজস্বী তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে অধিরূঢ় হয়ে, নগরময় একটা জলন্ত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার নয়নে অনল—বদনে অনল—বচনে অনল। তার রণবাদ্য ঝঙ্কারের ন্যায় মেঘ গর্জ্জনময় উৎসাহ ধ্বনি—আহ্বান বাণী সমগ্র নগরীকে—সমগ্র নর-নারীর চিত্তকে সচঞ্চল, সতেজ, সুদীপ্ত ক'রে তুলেছে। তার দেশ-ভক্তি ভরা—উদ্দীপনাময় অনল-বাক্য, মহামন্ত্রের ন্যায় অলসকে কর্ম্মঠ—নিদ্রামগ্নকে জাগ্রত—ভীরুকে নির্ভীক করে তুলেছে—নিস্তেজ নিরাশ প্রাণকে, আশা ভরসায় উৎসাহে উদ্দীপিত করে তুলেছে। তার সে অগ্নিবাণী স্বকর্ণে না শুনলে—তার সে অনলশিখাময় মূর্ত্তি স্বচক্ষে না দেখলে—ভাষায় তা বোঝান যায় না—কল্পনায় তা আঁকা যায় না। সেই যুবকেরই প্রোৎসাহিত উৎসাহিত মন্ত্র আজ—সয়তান আমরা—আমাদেরও হৃদয়ে ভাবান্তর—জীবনে ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে। তাই জাগ্রত জীবনে রাজার নিকট ছুটে যাই যুদ্ধে যাবার অনুমতি ভিক্ষায়। কিন্তু রাজ-দর্শনে বঞ্চিত হয়ে—তোমার নিকট ছুটে এসেছি। দাও—অনুমতি দাও মহারাণী—দেশ রক্ষায়—রাজ সেবায়—ধর্ম্মপূজায় যুদ্ধে যাবার জন্য অনুমতি দাও জননী।"

"দেশ শুধু আমার নয়, তোমার নয়, রাজারও নয়—দেশ সকলেরই। দেশের গৌরব সকলেরই গৌরব। তার সেবায়—পূজায় সকলেরই সমান অধিকার। অনুমতি দিচ্ছি—যাও পুত্রগণ জননী জন্মভূমির রক্ষায়—মাতৃ-পূজায়। যাও সন্তান—ভক্ত সাধকের ন্যায় গভীর তন্ময়ত্বতায় ছুটে যাও।

আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি—দেশরাণীর গৌরব-মুকুট রক্ষায় সক্ষম হও—দেশের ভূষণ—দেশের উজ্জ্বল রতন—জননীর আদরণীয় সন্তান হও।"

এক সঙ্গে সহস্র সহস্র শির নত হইল। এক সঙ্গে সহস্র সহস্র করবাল, মহাকোলাহলে পিধান বিনির্ম্মুক্তে শূন্যে উত্থিত হইল। এক সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে—সুউচ্চে ধ্বনিত হইল,—

"জয় মহারাণীর জয়।"

বাধাদানে মহিমাময়ী মহারাণী বলিলেন,—

"না, না মহারাণীর জয় নয়। বল সব—জয় ভারত-মাতার জয়।"

আবার মহানাদে—মহাগর্জ্জনে—গগন বিদারণে ধ্বনিত হইল,—

"জয় ভারত-মাতার জয়।"

মহোল্লাসে, মহোৎসাহে, মহাবেগে তাহারা প্রস্থান করিল। তাহাদের কণ্ঠে কেবল অবিরাম ধ্বনিত হইতে লাগিল,—

"জয় ভারত-মাতার জয়।"

মহারাণী দেখিলেন,—তাহাদের নয়নে পুণ্যপ্রভা—বদনে অনল-আভা—সর্ব্বাঙ্গে বিমল-বিভা। মহারাণী অনড় গাত্রে, অপলক নেত্রে—মাতৃ-ভক্ত সন্তানগণের গমনপথ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—

"মহারাণী—"

মহারাণী পশ্চাতে চাহিলেন—দেখিলেন,—সহকারী সেনাপতি নেপেশ দণ্ডায়মান। সতেজস্বরে মহারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি সংবাদ সৈন্যাধ্যক্ষ?"

"মহারাণী, সেনাপতি রুকুরুদ্দীন ও তাঁর সাহায্যকারী মালবেশ্বর স্ব-সৈন্যে পাঠান-করে বন্দী। এই সংবাদ শ্রবণে রাজা দুর্গ অরক্ষিত রেখে, মুষ্টিমেয় সৈন্য সহায়ে সেনাপতির উদ্ধারার্থে সেই অরিন্দম প্রতাপ-বান্—শৌর্য্য-বীর্য্যশালী অপরাজেয় সম্রাট্ শিবির আক্রমণে ছুটে গিয়েছেন। এই সংবাদ মহারাণীর কর্ণগোচর করতে আমি এসেছি।"

উল্লাসোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে মহারাণী কহিলেন,—

"বাঃ—সাবাস্ আমার পুত্র—সার্থক তাকে গর্ভে ধারণ,—সফল স্তন-দুগ্ধ দান। সেনানী, তোমার রণস্থল হ'তে পলায়নে যেমন আমার অন্তর হ'তে তোমার প্রতি অভিশাপ ছুটে আস্ছে—তেমনি এই আনন্দ সংবাদে আশীর্ব্বাদও ছুটে আস্ছে। আমার সন্তান—আমার সন্তান আশ্রিত-রক্ষণে মৃত্যু স্থির জেনেও ছুটে গেছে। এ কথা স্মরণে আনন্দে—গর্ব্বে—গৌরবে আমার বক্ষ বিস্ফীত—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে। আমার সন্তান—আমার সন্তান গিয়েছে—মরণআলিঙ্গনে অমর-জীবন আন্তে। এ কথা স্মরণে—আমার হৃদয় অগাধ অবাধ আনন্দ-হিল্লোলে আলোড়িত বিলোড়িত—বিক্ষিপ্ত বিচঞ্চল হ'য়ে উঠছে। বিধাত্রী-পদে প্রার্থনা করি—আশীর্ব্বাদ করি—হয় আশ্রিত সহ আসুক ফিরে—জয়দীপ্ত উচ্চশিরে—আর না হয় বুকের রক্তে আশ্রিতের অঙ্গে চন্দন প্রলেপে—অস্ত্র করে—অস্ত্র উপাধানে—অস্ত্র-শয্যায় শয়নে অমর-সেবিত—অমর-ঈপ্সিত মরণ লাভ করুক।"

চমকান্দোলিত-চিত্তে—বিস্ময়-বিস্ফুরিত-নেত্রে সৈন্যাধ্যক্ষ দেখিল,—মহারাণীর নয়নে অদেখা, অভাবা অলোক-আলোক-সিন্ধুর উত্তাল উচ্ছ্বাস। বদনে—অমরার স্নিগ্ধ স্মিত, সুনির্ম্মল সুবিমল জ্যোতি-তরঙ্গ তরঙ্গায়িত। সর্ব্বাঙ্গে—মন্দাকিনীর পুণ্য-পূত-পবিত্র-প্রবাহ প্রবাহিত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"ঐ—ঐ শুন্‌ছো দাদা ?"

"কি ?"

"ঐ সহস্র সহস্র দেশভক্ত সন্তানের জয়নাদ। শোন—শোন স্বরে কি গভীরতা—কি উচ্ছ্বাস জড়ান। ঐ আনন্দনিষিক্ত, ভক্তি-প্লাবিত ভারত-জননীর জয়-বাণী শুন্‌ছি, আর হৃদয়টা আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। ওহো—দাদা আর যে পারি না—এ ধ্বনি—এ বাণী শুন্‌তে আর যে পারি না।

এস দাদা—এই বাতায়ন-পথে। দেখ—দেখ একবার হিংসাশূন্য নয়নে—দ্বেষহীন প্রাণে একবার চেয়ে দেখ কি মহিমময়—গরিমময় দৃশ্য—কি মহা-মহোৎসবের উত্তালতরঙ্গ বিভ্রঙ্গ ছুটে চলেছে রাজবর্ত্ম প্লাবিত ক'রে। দেখ—দেখ দাদা দেশভক্তের নয়নে কি পুলক-প্লাবন—বদনে কি বিপুল বিণাতৃ-বিভা বিস্ফুরণ—সর্ব্বাঙ্গে কি অনন্ত অনাবিল আলোক-তরঙ্গ। আহা হা—সুন্দর—সুন্দর—অতি সুন্দর।"

"বিশ্বধর—"

"চুপ—চুপ, ডেকো না—ডেকে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিও না—নরকে টেনে এনো না। আমার সর্ব্ব শিরা শিহরিত—গাত্র-রুহ উৎক্ষিপ্ত—সর্ব্ব দেহ উত্তাপিত করে এক তড়িৎ-তরঙ্গ ছুটে চলেছে। আমার হৃদয়—বিবেক বেদনায় উদ্বেলিত ক'রে এক নব ভাব—নব শিহরণ মহা আলোড়নে ব'য়ে যাচ্ছে। নয়নে এক অমিয়-ভূষিতা, অমরা-সৌন্দর্য্য-স্নাতা, সঙ্গীত-

ঝঙ্কৃতা, বিহঙ্গ-কুজিতা, স্বর্ণ-মেখলা-মণ্ডিতা, স্বর্ণ-প্রাচীর-রঞ্জিতা সোনার দেশ—সোনার রাজ্য ভেসে উঠছে। এ সুন্দর দেশ হ'তে—এ মধুর চিত্র থেকে—এ পুষ্পপূর্ণা পুষ্পাভরণা মধুর মোহন মদির আকাঙ্ক্ষার বক্ষ থেকে আমায় ফিরিও না—আমায় ডেকো না। ডাকলে—মৃত্যু ইচ্ছা জেগে উঠবে—অন্তরে বাইরে আগুন জ্বলে উঠবে।

দাদা, দাদা—বুঝতে পারছো না আমরা কি এক মহা-সাম্রাজ্য—মহা-সম্পদ হারিয়েছি! না, আবার আসে বিষাক্ত বিক্ষত বিকলাঙ্গ স্মৃতি—আবার ভাসে সেই অতীত জীবনের আবর্জ্জনাময় অতীত—আবার জাগে সেই হেয় হীন গলিত পূরিষ-পূরিত চিত্র—আবার এই সোণার দৃশ্য—সোণার কল্পনা চূর্ণ করে—ভস্ম করে—শত তপ্ত লৌহ দণ্ডাঘাত বক্ষে সজোরে আঘাত করে। ওহো হো, বড়—বড় প্রদাহ। ইচ্ছা হয়—বিস্মৃতি গর্ভে—পূর্ব্ব স্মৃতি-প্রক্ষেপে; অতীত জীবনটা, অতীতে নিমজ্জিত করে, নব জীবন নিয়ে ছুটে যাই—ঐ মাতৃ-প্রেমোন্মত্ত দেশ-সাধক—ঐ রাজ-ভক্ত সৈন্য—ঐ দেশ-মাতৃকার সুসন্তানদের সঙ্গে। ইচ্ছা হয়—ঐ কণ্ঠে আমার কণ্ঠ মিলিয়ে—গাই মাতৃ-নাম গান—ভূ-বিলোড়নে—পবন বক্ষ বিদারণে। কিন্তু আমার সব বাসনা কামনা রুদ্ধ ক'রে রেখেছে হাতের এই শৃঙ্খলটা। ভাঙ্‌তে পারি না—একবার কোন রকমে ভাঙ্‌তে পারি না? দেখি—দেখি একবার চেষ্টা করে দেখি—যদি—যদি পারি—যদি আলোক জীবন পাই।"

সেনাপতি বিশ্বধর, দেহের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য বিনিয়োগে লৌহ-শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রবল পীড়নে মণিবন্ধ কর্ত্তিত হইয়া রুধির বহিল। সেনাপতির বদন নিরাশায় নিষ্প্রভ হইল—নয়নে দর-বিগলিত ব্যাথা-তাপিত অশ্রুধারা ছুটিল। সখেদে, সকরুণ স্বরে সেনাপতি বলিলেন,—

"দাদা—দাদা, ব্যর্থ হলো—ব্যর্থ হলো সব—ভেঙ্গে গেল বক্ষ—লক্ষ্য হলো ভ্রষ্ট—চূর্ণহলো আশা। দাদা, আজ এই কারাবাস,—এই হা-হুতাশ—এ শুধু তোমার জন্য।"

"আমার জন্য?"

"হাঁ তোমার জন্য। তুমি আমায় সু-উচ্চ, সু-শুভ্র, সু-বিশাল হিমালয় শৃঙ্গ-শিখর হতে, এক গভীর নিবিড়ান্ধকারময়, আবিলতাময়, দুর্গন্ধ-পূর্ণ, জ্বালাপূর্ণ অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছ। তুমি আমায় এক আলোক সম্পাতময়, দেবাশীর্ব্বাদ ঝঙ্কৃত, কীর্ত্তি-কেতন উদিত, গৌরব গরিমাহার ভূষিত রাজ্য থেকে—কঙ্কালময়, পূতিগন্ধময়, দেশে টেনে এনেছ। তুমি আমায় হিমানী-হিল্লোল হিল্লোলিত, কিন্নর-কণ্ঠ-কল্লোলিত, সরস-সুধা সঞ্জীবিত, ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রীতি-পরিপূর্ণ আধার থেকে—অনন্ত শান্তি, অমর শক্তি থেকে বঞ্চিত করে—এক প্রধূমিত, প্রজ্বলিত, প্রতপ্ত হুতাশন গর্ভে প্রক্ষেপ করেছ। যাতনায় যার—মৃত্যু ইচ্ছা আমার প্রাণে প্রবলবেগে জেগে উঠ্‌ছে।

দাদা, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, পুত্র-পরিজন, বড় নয়—শ্রেষ্ঠ নয়—মহৎ মহান অবদান—প্রার্থনার কামনার উপাদান নয়। তোমার ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, ধন-জন, তোমার প্রতাপ প্রভুত্ব প্রতিপত্তি, তোমার পুত্র-কন্যা-পত্নী—তোমায় অমর করতে পারে না—স্বর্গ-শোভায় সজ্জিত করে স্বর্গ-রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে না—ধর্ম্মের শুভ শুভ্র-স্পর্শ ললাটে দিতে পারে না—মাথায় আনতে পারে না দেব-আশীর্ব্বাদ। কিন্তু নিঃস্বার্থ ত্যাগ, নিষ্কামনাময় কর্ম্ম,—মানবকে অমর করে—দেব-আশীর্ব্বাদে শক্তিমান করে—স্বর্গ-সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। তাই আজ বিদেশী রুকুরুদ্দীন কর্ত্তব্যে—কর্ম্মে—ত্যাগে সমগ্র সিন্ধুবাসীর পূজ্য—প্রণম্য। তাই তার শক্তির নিকট অজেয় পারস্য-শক্তি চূর্ণিত—দলিত—মথিত। আমি

সেনাপতি,—কোথায় আজ আমায় দর্শনে—স্পর্শনে মানব ধন্য জ্ঞান করবে—আনন্দে করতালি দেবে—উল্লাসে পুষ্প-বরিষণ করবে—পরিবর্ত্তে তার আজ আমরা বিশ্বঘৃণিত—মানব উপেক্ষিত—পশুর ন্যায় শৃঙ্খলিত—অন্ধ-কারাগারে আবদ্ধ। তুমি জ্যেষ্ঠ—তুমি রাজ্যের মন্ত্রী—সু-মন্ত্রণার সু-মধুর বাণী শুনিয়ে—কর্ত্তব্য পথ দেখিয়ে কনিষ্ঠকে উজ্জ্বল আলোক-আভায় মণ্ডিত না করে—কীর্ত্তির কনক-পথে পরিচালিত না করে—চঞ্চল-তরল যুবককে চালিত করেছ—কঙ্করপূর্ণ কুটিল কুপথে। ছিঃ-ছিঃ—তোমাকে দাদা বলতে রসনা আমার জড়িত হয়—হৃদয় অশ্রদ্ধায় অভক্তিতে ভরে ওঠে।”

“বিশ্বধর—বিশ্বধর, রুদ্ধ কর্ এ অনল উদ্গীরণ—এ বাণী প্রহরণ। দেখ—চেয়ে দেখ এই নয়নে—দেখ কি অশ্রু ছুটেছে আজ সেখানে। স্পর্শ করে দেখ—কি প্রতপ্ত প্রদাহময় এ অশ্রুজল। দেখ—চেয়ে দেখ এই বদনে—দেখ কি বিষাদ-ব্যথা জড়িত—কি বিবর্ণ বিশুষ্ক বিরসতা মাখানো। চেয়ে দেখ—তোর চরণ-তলে—তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লুণ্ঠিত। হে শিক্ষাদাতা—মুক্তিপথ প্রদর্শক, হে জাগ্রত দীপ্ত মানব, ক্ষমা কর অনুতপ্তকে—রক্ষা কর অভিশপ্তকে।”

“তবে ওঠ দাদা, স্ফীত-বক্ষে দাঁড়াও আমার সম্মুখে—আমি তোমার কালিমা-কলুষ বিধৌত—সরল-অমল-কমল-জ্যোতি-বিভাষিত মুখখানি দেখি তৃপ্ত প্রাণে—প্রীত নয়নে। তবে দাঁড়াও দাদা আমার সম্মুখে—গুরুর ন্যায়—পূতচেতা মহা-পুরুষের ন্যায়—দেবতার ন্যায়—আমি প্রণাম করি—পদধূলি নিই। তবে এস দাদা—এমনি সু-উচ্চ বক্ষে—সমুন্নত-শিরে এই নবালোক অঙ্গে বিলেপনে—এই নবোত্থিত জাগরণ-প্রেক্ষণে চলে যাই দুজনে—এ হেয় হীন পশু জীবন-ত্যাগে—ঐ গঠন দেশে—ঐ অনন্ত পাশে।”

"ঠিক বলেছিস্ বিশ্বধর। সিন্ধু যদি হয় পরাজিত, তাহ'লে আল্‌-টামাসের ক্রুদ্ধ সেনাপতি দৌরাণ আমাদের বধ করবে ছাগের ন্যায়—আবার সিন্ধু যদি হয় জয়ী—তা'হলেও রাজ-রোষ চিরদিন চিরকাল আমাদের এমনি পশুর ন্যায় কণ্ঠে করে শৃঙ্খল দিয়ে রেখে দেবে—এই কারাগারে। সমগ্র দেশের—সমগ্র জাতির ঘৃণা থুৎকার—লাঞ্ছনা গঞ্জনা নিয়ে জীবন বহন করা অপেক্ষা মরণ মঙ্গল। কিন্তু তারই বা উপায় কই বিশু?"

"উপায় আছে। তুমি তোল তোমার শৃঙ্খলিত করদ্বয় আমার মাথায়—আমি তুলি তোমার মাথায়। একসঙ্গে সজোর আঘাতে চূর্ণ করি পরস্পরের অভিশপ্ত শির।"

"সে কি—ভ্রাতৃহত্যা!"

"কি চমকে আঁৎকে উঠলে যে দাদা? হিন্দু হ'য়ে, বিদেশীর পদ-লেহন করতে—নিজের মাতৃ-ক্রোড়ে বিধর্ম্মীকে আহ্বান করতে—জননী জন্মভূমিকে যবন-করে অর্পণ করতে হৃদয় যার কাঁপে নাই—কর কম্পিত হয় নাই—তার অসম্ভব কার্য্য কিছুই নাই—কিছু থাকতে পারে না। আর এ হত্যা নয়—মুক্তি; শিরে আঘাত নয়—আশীর্ব্বাদ বর্ষণ; মরণ নয়—জীবন। নাও দাদা—বিলম্ব করো না। তোল—তোল তোমার বাহুদ্বয় আমার শিরোপরি।"

"বেশ বলেছিস্—ঠিক বলেছিস্—খাসা বলেছিস্। তবে আয় বিশ্বধর—জগতে একটা অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, অভিনব মৃত্যু-প্রথা দেখিয়ে দিই।"

উভয়ে উভয়ের শিরোপরি স্থূলকায় লৌহ-শৃঙ্খলযুক্ত করদ্বয় উত্তোলন করিলেন। এমন সময়ে অস্ত্র-শস্ত্র-সুশোভিতা—আলোক-আভাময়ী এক রমণী চপলার ন্যায় কারাকক্ষে প্রবেশে, উভয় কর উত্তোলনে, উভয় ভ্রাতার উত্তোলিত করধারণে—করুণা-কম্পিত স্নেহ-সিঞ্চিত মধুর স্বরে বলিলেন,—

"ছিঃ—ছিঃ—একি হীন আচরণ! মৃত্যু—সেতো নারী জাতি! আত্মহত্যা—সেতো রমণীর। পুরুষ তোমরা—কর্ম্মী তোমরা—বীর তোমরা—তোমাদের আত্মহত্যা—শোভা পায় না। অনুতাপ-অনল প্রজ্জলিত হ'য়ে থাকে যদি—তা'হলে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি—এই দেহের শক্তি—অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা দেশ-রাণীর পদে অর্পণ কর—পুষ্পাঞ্জলির মত। জগৎ নীরবে নির্ব্বাকে অপলকে চেয়ে থাকুক তোমাদের স্বর্গালোক-বিমণ্ডিত—অনলাভা-বিচ্ছুরিত—জ্যোতির্ম্ময় তেজোময় রক্ত-মূর্ত্তি প্রতি। দেশ-অরি—আতঙ্কে নিরুদ্ধ অস্ত্রে—শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চক্ষু মুদ্রিত করুক। আমি স্বকরে, স্বেচ্ছায়, সাহ্লাদে তোমাদের শৃঙ্খল-মুক্ত ক'রে দিলুম। যাও বীর—ছোট বীর—বীরদাপে বিশ্ব-বক্ষ বিলোড়নে। যাও কর্ম্মী—কীর্ত্তির কনক-কেতন ক'রে—সহর্ষে—সদর্পে—সোল্লাসে।"

"একি রহস্য মহারাণী, দীনহীন ঘৃণ্য বন্দীর প্রতি? একটা সুবিশাল-কায় রাজ্যের মহারাণী তুমি—তোমাতে এ হীন রহস্য শোভা পায় না।"

"হাঁ—শোভা পায় না—সেটা তোমরা বুঝেছ—আমি বুঝি—জগৎ বোঝে।"

"তবে—তবে কি এ সত্য?"

"সম্পূর্ণ সত্য। আমি মুক্তি দিই নাই দেশ-দ্রোহী—রাজ-দ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি বিশ্বধর—মন্ত্রী মহীধরকে। আমি মুক্তি দিয়েছি—এক মহোচ্চ মহত্ত্ব-মণ্ডিত—দিব্যালোক-বিলেপিত দেশভক্ত মাতৃভক্তকে—দুইটী উচ্চ উদার উন্নত প্রাণকে—দুইটী অনুতাপ-অঙ্গার-প্রধৌত—প্রীতি প্রেমভক্তি-বিধৌত মানবকে।"

"তবে—তবে চল দেবী—চল জননী—তোমার পশ্চাতে—তোমার পদাঙ্কানুসরণে—নবালোক-রেখায় চক্ষু রঞ্জিত ক'রে—ছুটে যাই শত্রু-

শোণিতে স্নাত হ'তে। তবে চল রুদ্রা—চল আত্মা—দ্বাপরের নারায়ণ-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতার ন্যায় তোমার ঐ বাণী শুনতে শুনতে—পাণ্ডবের ন্যায় ছুটে যাই—যেতে যাই কঠোর কর্ত্তব্যসাধনে। তবে এস শক্তি-শালিনী—এস মহারাণী—রণবাদ্যের ন্যায়—চারণ-সঙ্গীতের ন্যায় তোমার কণ্ঠ-ঝঙ্কার শুনিয়ে—জাগরণ শিহরণ ঢেলে দিয়ে—সন্তানকে অনুপ্রাণিত উৎসাহিত, প্রোৎসাহিত করে—বসাও তারে কীর্ত্তি-আসনে—সাজাও যশোভূষণে—শ্বেত-শুভ্র-চন্দনে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"কে কোথায় আছ হিন্দু নিদ্রালস নয়নে—কে কোথায় আছ নগরবাসী বিলাস ব্যসনে—কে কোথায় আছ মানুষ অলস নয়নে এস ছুটে এস মাতৃ-পূজায়—দেশ-সেবায়—ধর্ম্ম-রক্ষায়। দেশ যায়—ধর্ম্ম যায়—স্বাধীনতা যায়—হিন্দুর সর্ব্বস্ব যায়। তৃণদলের ন্যায় পদ-পৃষ্ঠ হতে যদি না চাও—যদি পশুর ন্যায় জীবনধারণ করতে না চাও—তাহ'লে কক্ষ কোণে চোখ বুঁজে বসে কুকুরের ন্যায় শুধু ঘেউ ঘেউ করো না। এস বিলাস ব্যসন ভস্ম করে—এস অলস শয্যাত্যাগে। হৃদয়ে বজ্র—করে করবাল—নয়নে অনল নিয়ে এস। ভাঙ্গো নিদ্রা—চূর্ণ কর বিলাস দ্রব্য—দূর কর অলসতা। ক্ষিপ্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত পড় গিয়ে শত্রু-শিরে। তোমাদের রাজা—স্নেহচ্ছায়ে যাঁর এতকাল এতদিন করেছ সুখে কাল যাপন—সেই রাজা আজ শত্রু করে বন্দী। যে মহাপ্রাণ তোমাদের কণ্ঠ হতে পারস্যের শৃঙ্খলমুক্ত করে যশোহার ঝুলিয়ে দিয়েছেন—সেই পরমোপকারী—সেই রাজাশ্রিত রুকুরুদ্দীন আজ তোমাদেরই জন্য বিপক্ষের বন্দী। যে দেশের ফলে ফুলে—শস্যে দুগ্ধে—বাতাসে বারিতে তোমাদের দেহ পরিপুষ্ট পরিবর্দ্ধিত—সেই মাতৃ-অধিকা, স্বর্গাপেক্ষা পূজিতা তোমাদের দেশ আজ পাঠান পদ-পীড়নে পীড়িত। দেশ জননীর এ দৈন্য দুঃখ—এ করুণ কাতর-মূর্ত্তি দেখেও যদি প্রাণে প্রতপ্ত প্রেরণা—দেহে দীপ্ত দীপ্তি না জাগে—যদি নয়নে আগুন না ছোটে—জীবনে ধিক্কার না জন্মায় তাহ'লে তোমরা মানুষ নও—তাহ'লে তোমাদের একমাত্র পুরস্কার—বিদেশীর পদাঘাত। তাহ'লে তোমাদের একমাত্র ভূষণ—

বিদেশীর কণ্ঠ-শৃঙ্খল। কে আছ পশু যাও চলে—রমণীর অঞ্চলধারণে জীবন-রক্ষণে। কে আছ মানুষ এস কীর্ত্তি অর্জ্জনে—মাতৃ-পদে শোণিত অর্পণে।”

সেনাপতি ও মন্ত্রীসহ মহারাণী রাজ-বর্ম্মে উপনীতা হইয়া, সহর্ষ-বিস্ময়ে দেখিলেন,—অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত, মহাবেগবান তেজবান অশ্বারূঢ় এক অরুণ-কান্তিময় তরুণ যুবক, ঝঞ্ঝার ন্যায় ভ্রাম্যমান হইয়া অগ্নি-বীণা ঝঙ্কারে—অগ্নি-উদ্দীপ্ত স্বরে—অগ্নিময় ভাষায় অনলতাপে তাপিত করে তুল্‌ছে হিন্দুর নয়ন—সিন্ধুর প্রাণ! তার সেই মেঘ-বারিদ-স্বননে—সাগর-গর্জ্জনময় নিঃস্বনে হিন্দু ক্ষিপ্তের ন্যায় কাতারে কাতারে পাঠান-শিবিরাভিমুখে ছুটিতেছে। হর্ষোৎফুল্ল নয়নে মহারাণী দেখিলেন,—তাহাদের কাহার করে করবাল—কাহার করে কুঠার—কাহার করে লগুড়—কাহারও করে লৌহদণ্ড। এইরূপে যে যাহা গৃহ ব্যবহৃত, মানব সংহারক লৌহদ্রব্য আছে, তাহা লইয়াই উন্মাদের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিয়াছে। এ চিত্র—এ দৃশ্য দর্শনে বিপুল বিরাট হর্ষে গর্ব্বে মহারাণীর প্রাণ মন নয়ন উদ্বেল হইয়া উঠিল। সুউচ্চ সুস্পষ্ট স্বরে মহারাণী ডাকিলেন,—

“যুবক—”

যুবকের কর্ণে বুঝি সে ধ্বনি—সে আহ্বানবাণী প্রবিষ্ট হইল না। মহারাণী অধিকতর উচ্চৈস্বরে পুনরায় ডাকিলেন,—

“যুবক—”

“মহারাণী।”

“এদিকে এস।”

“অবসর নাই।”

“মহারাণীর আদেশ।”

"তা জানি। কিন্তু মহারাণীর আদেশে অযথা সময় অপচয় করতে অপারগ—অনিচ্ছুক আমি।"

"কে তুমি স্পর্দ্ধিত যুবক?"

"আমি এই দেশেরই একজন সেবক।"

"তবে আমার আদেশ পালনে, অনিচ্ছুক কেন?"

"আমার দেশের চেয়ে মহারাণী বড় নয়। যদি দেশ রক্ষা হয়, তখন আদেশ আনত শিরে পালন করবো—তখন এ অপরাধের শাস্তি প্রণত মস্তকে গ্রহণ করবো। এখন আমি চল্লুম নগরের প্রান্তসীমা-বাসীদের জাগাতে।"

তীর গতিতে অশ্ব ছুটাইয়া যুবক, মহারাণীর নয়ন-পথ হইতে অন্তর্হিত হইল। মহারাণীর কণ্ঠ নীরব, অঙ্গ নিশ্চল, নেত্র নিথর।

মহারাণীকে দর্শনে—অধীরানন্দে বিশাল জনতার গতি পরিবর্ত্তিত হইল। মহারাণীর জয়নাদে—ভূ-বক্ষ বিকম্পনে—মহাকোলাহলে সকলে মহারাণী সমীপে সমুপস্থিত হইয়া, নতশিরে দণ্ডায়মান হইল। বিপুল পুলকোচ্ছ্বাসে মহারাণী বলিলেন,—

"দেশ-সেবক মাতৃভক্ত সন্তানগণ, তোমাদের এ গরীয়ান মহীয়ান ত্যাগ—এ অনাবিল অতুলন ভক্তি দর্শনে—আমার নয়ন প্রীত—হৃদয় তৃপ্ত। আজ যেন নব সৃষ্টি নব আলোকে নব বেশে—নেমে এসেছে সিন্ধুর শুষ্ক নীরস বক্ষে। আজ যেন সব মহত্ত্ব দেবত্ব স্বর্গ-বক্ষ দীর্ণে ছড়িয়ে পড়েছে সিন্ধুর সর্ব্বাঙ্গে—হিন্দুর শিরে। যখন হিন্দুর বিচ্ছিন্ন কর—বিভিন্ন চিত্ত এক হয়েছে—যখন সব ইচ্ছা, সব শক্তি সমবদ্ধ হয়েছে—তখন সিদ্ধি সুনিশ্চয়—জয় অনিবার্য্য। তবে এস পুত্রগণ—আমার সঙ্গে দুর্গে। সাজিয়ে দিই তোমাদের—রক্তবসনে—অস্ত্রভূষণে।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"শোন রাজা—ধনৈশ্বর্য্য, রাজৈশ্বর্য্য, সিংহাসন, পরিজন, জীবন যদি চাও—তাহ'লে এখনও মার্জ্জনা ভিক্ষায় রুকুরুদ্দীনকে স্বেচ্ছায় স্বকরে আমায় সমর্পণ কর।"

"আমি কিছুই চাই না সম্রাট। আমি শুধু চাই—আমার আশ্রিত এই রুকুরুদ্দীনের জীবন—এই পরমোপকারী উদার যুবকের বন্ধনমুক্তি।"

"রুকুরুদ্দীন তোমার কে যে তার জন্য সব বিসর্জ্জন দিতে চাও?"

"সে যে আমার কে—তা কেমন করে বোঝাব—জানাব সম্রাট্! সে যে আমার অমর সম্ভার—আমার আরাধনার আলোক আধার। সে যে আমার দেবতার দান—আমার গৌরব গরিমার গান। সে যে আমার অঙ্গের আলোক সম্পাত—আমার মাথায় স্বর্গ-বারিপ্রপাত। সে যে আমার কনক কীর্ত্তিকেতন—জ্যোতির্ম্ময় দীপ্তিময় রতন-ভূষণ। সে যে আমার ধর্ম্ম পুণ্য—আমার ইহকাল—পরকাল। সেই আমার সর্ব্বস্ব কে—আমার সব পরিচয়কে—আমার ধর্ম্মকে আমি কিছুতেই বর্জ্জন করতে পারবো না।"

"সন্তানকে পিতৃকরে প্রত্যর্পণ করা কি তোমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্ম-বহির্গত কর্ম্ম?"

"না।"

"তবে?"

"তবে তোমার সন্তান—আমার আশ্রিত। সে জন্মগত সংস্কার নিয়ে—অধিকার নিয়ে এসেছে তোমার সন্তানরূপে। আর সে আমার কাছে এসেছে—শুধু আমার কর্ত্তব্য—আমার ধর্ম্ম—আমার শক্তি—আমার

করুণার দ্বারে—ধর্ম্ম-প্রতিভূরূপে। আমার ধর্ম্ম-পুণ্য—কর্ত্তব্য কর্ম্ম—বিবেক-বিবেচনা পরীক্ষার জন্য দেবতা করেছেন প্রেরণ তোমার সন্তানকে—আমার আশ্রিতরূপে। তাই আজ সেই ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্যই তোমার সঙ্গে আমার এই সংঘাত। এখন আমি তোমার প্রধূমিত ক্রোধ-বক্ষে—তোমার প্রজ্জলিত করাল-করে—আমার আশ্রিতকে সমর্পণ করলে—জগৎ বিদ্রূপ-হাস্যে আকাশ মুখরিত করবে—দেবতার ক্রুদ্ধ-রোষ-নিঃশ্বাসে আমার পূর্ব্ব জীবনের—ইহ জীবনের—পর জীবনের সব মঙ্গল দগ্ধীভূত ভস্মীভূত হবে। রাজা আমি—আমার বাক্য শুনতে কোটী কোটী কর্ণ সতত উদ্‌গ্রীব। রাজা আমি—আমার বিচার দেখতে—কার্য্য দেখতে জগৎ নিথর নিস্পন্দে বিস্ফারিত-নেত্রে চেয়ে আছে। রাজা আমি—আমার আদর্শ অঙ্কিত করতে—হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিফলিত করতে—বিশ্ববাসী সদা উৎসুকে অপেক্ষা করছে। সেই শ্রেষ্ঠ মানব—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সন্তান রাজা হ'য়ে এ কু-আদর্শ দেখালে—রাজ নামে লোকে আর শ্রদ্ধা ঢেলে দেবে না—রাজদর্শনে মাথা নত করবে না—রাজার গমন-পথে পুষ্পবর্ষিত করবে না—পুরাঙ্গনা বাতায়ন-পথ হ'তে চন্দনে মাল্য সিক্ত ক'রে নিক্ষেপ করবে না। তাই আজ উন্মাদের ন্যায় ছুটে এসেছি—তোমার রাজাসন-সোপানতলে—প্রার্থী হ'য়ে—তোমার করুণার দ্বারে অতিথি হ'য়ে। আমার জীবন, সিংহাসন সব নাও—বিনিময়ে দাও শুধু—আশ্রিত জীবন। প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ কর রাজ-রাজ্যে-শ্বর—ভিখারীর ভিক্ষা পূর্ণ কর ভারতেশ্বর। দাও—দাও ভিক্ষা দাও দিল্লীশ্বর।”

রাজার মহিমা-উদ্দীপক বাক্য শ্রবণে, শৃঙ্খলিত রুকুরুদ্দীন ও মালবে-শ্বরের নয়ন মন দ্রবীভূত হইল। সম্রাট শ্লেষ তীব্রস্বরে মালবেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার উত্তর মালবেশ্বর? তুমি বোধ হয় মার্জ্জনা ভিক্ষায়—রুকুরুদ্দীনকে ত্যাগে স্বরাজ্যে প্রস্থান কর্‌বে?"

"আমি মানুষ—পিশাচপদে মাথা নত করি না। আমি মানুষ—অকৃতজ্ঞ অনুদার নই। উপকারীকে—জীবন-রক্ষাকারীকে অনল আবর্ত্তে নিক্ষেপ ক'রে স্ব-জীবন রক্ষায় প্রস্থান করবো। শাস্তি নিতে হয়—দু'জনে শাস্তি নেব—মর্‌তে হয় দু'জনে এক সঙ্গেই মর্‌বো।"

"কে আছ হকিম ডাক—এই উন্মাদ-দ্বয়ের চিকিৎসা কর্‌তে। একটা দেশের রাজা—আরাম করতে পার্‌লে—প্রচুর ইনাম পাবে।"

সরোষে রাজা বলিলেন,—

"আশ্রিত জীবন-রক্ষণ ব্যতীত এ উন্মত্ততা আরোগ্য হবে না সম্রাট।"

"খড়্গাঘাতে?"

"হাঁ হবে। আমিও তাই চাই। তা'হলে জগৎ জানবে—আশ্রিতের জন্য দিয়েছে জীবন—তবুও করে নাই আশ্রিতকে বর্জ্জন।"

"বটে—তবে তাই হোক। তবে ঘাতক—"

শৃঙ্খলিত, অশ্রুপ্লাবিত রুকুরুদ্দীন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া, সম্রাটের ক্ষুদ্র সিংহাসনতলে পতিত হইয়া—সকরুণ সজল-নেত্রে সম্রাট মুখপ্রতি চাহিয়া—ব্যথা জর্জ্জরিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"হে ভূপতি, শোণিত-পিপাসা যদি জেগে থাকে অন্তরে—তবে আমার এই নবীন প্রাণের গাঢ় উষ্ণ শোণিত, স্বেচ্ছায় সানন্দে আমি অর্পণ কর্‌ছি। বিনিময়ে মুক্তি দিন এই মহাত্মাদ্বয়কে।"

"কাফেরকে 'মহাত্মা' সম্বোধনে নিজের অপরাধের অঙ্গ পরিপুষ্ট—পরিবর্দ্ধিত করো না রুকুরুদ্দীন।"

"দেবতা কত উচ্চ—কত উন্নত—কত উদার তা দেখি নাই—জানি

না তাই মহাত্মা নামে সম্ভাষণ করেছি। তবে বিশ্বাস আমার—দেবতার সৃজন, পালন, গঠন ও নির্ম্মাণের শক্তি থাক্‌লেও বোধ হয় এত উচ্চতা—এত উদারতা নাই। তাই এই মহানের জন্য—এই বিরাট অবদান রক্ষার জন্য আজ এই ক্ষুদ্র জীবন অর্পণ করছি—গ্রহণ করুন সম্রাট্।"

"হাঁ নেব। তোমারও নেব—ঐ কাফের রাজারও নেব। জল্লাদ—"

"না—না, অপেক্ষা—অপেক্ষা করুন সম্রাট। তাহ'লে হে আশ্রয়দাতা, করুণাধার সিন্ধু অধীশ্বর—হে মূর্ত্ত-অবতার মহত্ত্ব-সাগর—তাহ'লে আপনি আমায় ত্যাগ করুন।"

"হীন উপদেশ, ঘৃণ্য অনুরোধ আমি তোমার নিকট প্রত্যাশা করি নাই রুকুরুদ্দীন।"

"আমি স্বেচ্ছায় আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ করছি।"

"তুমি যদি পিতৃ-স্নেহ বক্ষে কিম্বা কোন প্রবল শক্তি-ক্রোড়ে আশ্রয় পেতে—আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতুম।"

তবে—তবে সম্রাট, আগে আমায় বধ করুন।"

"না সম্রাট, আগে আমায় বধ করুন—আপনার নিকট কাফের বধ পরম পুণ্য-পথ।"

"তা সত্য। কিন্তু কাফের শোণিত-সিক্ত অস্ত্র, পাঠান অঙ্গে নিপতিত হবে। জল্লাদ, দুখানি খড়্গ আনয়ন কর। না, দাঁড়াও—ভাবি দেখি আগে এটা ঠিক শাস্তি কি না—জানি বুঝি আগে এ শাস্তিতে কি যাতনা—কি বেদনা পাবে অপরাধী। বিচার বিবেচনা করে দেখি আগে এ অপেক্ষা আর কোন্ শাস্তি যাতনাময়, ব্যাথাময়, জ্বালাময়, অগ্নিময় হতে পারে। আমুআলি, বৃদ্ধ তুমি অনেক নৃশংস শাস্তি অনেককে দিয়েছ—অনেক দেখেছ। বল দেখি—কোন্ শাস্তি সব চেয়ে কঠিন কঠোর?"

"অপরাধীকে—উন্মাদ নামে অভিহিত করে তুমি নিজেই কি উন্মাদ হলে আলটামাস ?"

"লক্ষণ ?"

"লক্ষণ—আমায় খান্‌খানান অভিভাষণে সম্বোধন না করে—আমার নামোচ্চারণ।"

"আমি সম্রাট—"

"তুমি আমার শিষ্য—সন্তান।"

"ছিলুম। কিন্তু এখন নয়, এখন আমি রাজাসনে—এখন আমি সম্রাট। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও বৃদ্ধ।"

"তবে আমার উত্তর—"

"আমার সামনে নত হয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর দাও বৃদ্ধ!"

"আবার একি!"

"হাঁ—এই।"

"তবে আমার উত্তর—এই কাফেরদ্বয়ের অর্দ্ধ অঙ্গ ভূ-প্রোথিত করে, ঊর্দ্ধাংশ মধু লেপিত করে—ভৃঙ্গ-দলকে নিক্ষেপ করা। আর—"

"দাঁড়াও তোমার এ বিচারে, এ বিধানে, এ শাস্তিতে কতটা প্রদাহ—কতটা যাতনা হবে, আমি ঠিক অনুমান কর্‌তে পারছি না। তাই আমি এ শাস্তি প্রদানের পূর্ব্বে—এ শাস্তি কতটা যাতনাময় তা প্রত্যক্ষ দেখতে—বুঝতে চাই। তাই তোমাকেই তোমার উদ্ভাবিত নব-পন্থায় সৃজিত এই শাস্তি প্রদানে—এ শাস্তির কঠোরত্ব—গুরুত্ব দেখতে চাই। রক্ষী, বন্দী কর—শৃঙ্খলিত কর এই বৃদ্ধ শয়তানকে।"

"তুমি কি সত্য সত্যই উন্মাদ হলে আলটামাস ?"

"উন্মাদ হই নাই—তবে উন্মাদ ছিলুম। তুমিই আমায় উন্মাদ করে—অন্ধ করে রেখেছিলে—আজ আমি প্রকৃতিস্থ হইয়েছি—অন্ধকার

হতে আলোকের পথে এসেছি। তুমি—তুমি আমার হৃদয় হতে মানব প্রবৃত্তি দূরীভূত করে শয়তান উপাদানে গঠিত করেছিলে।

আজ এই দুই মহানের আহ্বান বাণী শুনে—এই দুইটী মহতের আত্মোৎসর্গ দেখে—চির কঠোর আলটামাসের বক্ষ ভেদে অশ্রু ছুটেছে। কিন্তু তোমার হৃদয়ে তার একটুও কম্পন হলো না—তোমার কঠোর চিত্ত একটুও স্পন্দিত হলো না। তোমার অন্তরে ভাবান্তরের উদয় হয়েছে কি না জান্‌তে—এই দুইটী অমূল্য অতুল্য দেব-জীবন রক্ষায় আমায় অনুরোধ উপরোধ কর কি না দেখতে—তোমায় এদের শাস্তির কথা প্রশ্ন করেছিলুম। কিন্তু শয়তান তুমি—পিশাচ তুমি—পাষণ্ড তুমি এই দুইটী বেহেস্তের উজ্জ্বল আলোক—স্বর্গ-দীপকে মহতোত্তম আদর্শকে শমন-কঠোর-কঠোরতায় মৃত্যু-বক্ষে নিক্ষেপের—নিয়তি হৃদয় বিদারক নির্ম্মম—অতি নির্দ্দয় পন্থা উদ্ভাবন করলে—এত বড় শয়তান তুমি। মৃত্যুই তোমার যোগ্য দণ্ড। কিন্তু বৃদ্ধ তুমি—তাই তোমায় মৃত্যুদণ্ড দিলুম না। তবে তোমার সংসর্গে সংস্পর্শে—তোমার কু-পরামর্শে কু-দৃষ্টান্তে যদি আমার ন্যায় অন্য আর এক শয়তানের উদ্ভব হয়—তাই তোমায় আজীবনের মত আবদ্ধ করলুম। যাও রক্ষী—শৃঙ্খলিত করে এই মানবাধমকে নিয়ে যাও আমার নয়ন-সম্মুখ হতে—মানব-সমাজ হ'তে দূরে—কারাগারে।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"হে নন্দিত বন্দিত—পূজিত বরিত সিন্ধু-অধীশ্বর, মানব যখন নীলাম্বুর অতল অনন্ত অসীম বারি-রাশি দেখে অবাকে অপলকে—তখন সে কিছু বুঝতে—ভাবতে—ধারণা কল্পনা করতে পারে না—শুধু বিরাট বিস্ময়ে দেখে। তখন শুধু ভাবে ঈশ্বরের সৃজন-রহস্য—রচনা-কৌশল। তখন তার হৃদয়—বিস্ময়ে বিপুলোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু বল্‌তে—কিছু বোঝাতে পারে না। ভাষা তখন ভুলে যায়—বিস্ময়ে সে সর্ব্বস্ব ভুলে যায়—শুধু আনত মস্তকে অভি-বাদন করে ঈশ্বরকে। তেমনি আজ তোমার অমরা-বাহিত উত্তাল-তরঙ্গোচ্ছ্বাস—এই অলোক-আলোক-আভা—এই অদেখা-অভাবা-অভূতপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ দর্শনে আমি বিস্ময়ে ভাবা-হারা—আপন হারা হয়ে পড়েছি। কি এক অভিনব অত্যুজ্জ্বল ভাবোচ্ছ্বাস প্রতি অঙ্গে—প্রতি গাত্র-রুহে আমার প্রবাহিত হচ্ছে—তা বোঝাবার শক্তি নাই—জানাবার ভাষা নাই। কি করে জানাব—কি করে বোঝাব তোমায়—আমার হৃদয়ের ভাব? কি দেব উপহার—কি দিয়ে সাজাব তোমার পূজা-উপচার?"

"সত্য যদি হয়—এ বাণী—এ ধ্বনি, তা'হলে কণ্ঠে কেবল এক বাণী ধ্বনিত হোক—'হিন্দু মুসলমান আমরা দুইটী সন্তান ভারত-জননীর।' পূজা যদি দেবে বাদ্‌শা—সাজাও তবে প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধা-ভক্তির ডালা—দাও তবে তোমার অস্ত্রের তীক্ষ্ণত্ব—বাহুর শক্তি—দেহের সামর্থ্য হৃদয়ের শোণিত ভারত-জননীর পাদ-পদ্মে। উপহার যদি দেবে

ভূপেশ,—দাও তবে ঐ নবালোক-সম্পাত-মণ্ডিত, নব-দীপ্তি-বিলেপিত ঐ বক্ষ—দাও তবে তোমার ঐ সবল সুস্থ বাহুর আলিঙ্গন।”

“এস—এস তবে ভাই—আমার এই প্রসারিত বক্ষে—আমার এই প্রলম্বিত বাহুমধ্যে।”

হিন্দু ও মুসলমান, দিল্লীশ্বর ও সিন্ধু-অধীশ্বর বালকের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। সে মহতী মহান, মধুর মিলন মেলা—সে গৌরব-গঠিত দুটী গরীয়াম্ হৃদয়ের মহীয়ান্ আলিঙ্গন—সভাস্থ সকলে সহর্ষে সোল্লাসে দেখিতে লাগিল—নিথর নেত্রে।

আনন্দ-আবেগ-আপ্লুত-কণ্ঠে, সকলে সমস্বরে, সমকণ্ঠে, সু-উচ্চে বলিয়া উঠিল,—

“জয় সম্রাটের জয়।”

আলিঙ্গন-মুক্তে সম্রাট বলিলেন,—

“না—না, বল সব—জয় হিন্দু-মুসলমানের জয়।”

আবার মেঘ-আরাবে নিনাদিত হইল,—

“জয় হিন্দু-মুসলমানের জয়।”

সে মেঘ-গুরু-গম্ভীর আরাব-নাদ নিঃশব্দিত হইলে সম্রাট ডাকিলেন,—

“মালবেশ্বর।”

“সম্রাট।”

“একদিন যে অস্ত্র তোমার মাথায়—তোমার বধার্থে উত্থিত করেছিলুম—আজ সেই অস্ত্র তোমার সম্মান-পূজায় তোমার চরণতলে রক্ষা করছি। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কি মার্জ্জনা করবে না ভাই?”

“না—ভাই বলে ডাকবো না—কি বলে যে ডাকবো তাও ঠিক করতে পারছি না—প্রবল আনন্দে—উল্লাসে—বিপুল মহত্ব দেবত্ব দর্শনে আমি উদ্‌ভ্রান্ত হ’য়ে পড়েছি। তুমি—তুমি শুধু সুন্দর—মধুর—তুমি

শুধু মহৎ মহান্—তুমি শুধু ত্রিলোকাধারময় একটা উচ্চ উন্নত উপাদান। তোমায় শুধু সেলাম করি—শুধু প্রণাম করি।"

"আজ এ মর্ত্ত্য—স্বর্গে হয়েছে পরিণত। আজ সৃষ্টির সব সৌন্দর্য্যতা এসেছে ছুটে লহরে লহরে—এই দরবার কক্ষে লুণ্ঠিত হ'তে। চমৎকার—চমৎকার। উজীর—"

"জাঁহাপনা।"

"এই মুহূর্ত্তে—আমার এই ভ্রাতার স্বরাজ্যে যাত্রার সম্রাট-যোগ্য ব্যবস্থা করে দাও। সম্রাট-তুল্য সম্মানে পৌছে দিয়ে এস—মালবে।"

"সম্রাট—সহোদর—সখা—তোমায় বলবার কিছু নাই—তুমি এখন অনেক উর্দ্ধে। শুধু প্রার্থনা করি—তোমার উচ্চতা-শিখরে আমিও যেন পৌছুতে পারি। তবে আসি সখা—আসি রাজা—আসি বন্ধু—মনে রেখে—মনে স্থান দিও।"

সকলকে সহমানে আলিঙ্গনে, মহান্ মালবেশ্বর সম্রাট-সচীব সহ দরবার হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্ষণিক নীরবান্তে সম্রাট ডাকিলেন—"রুকুরুদ্দীন।"

"পিতা—"

"আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি।"

রুকুরুদ্দীন পিতার সহসা এ ভাবান্তর—এ আশীর্ব্বাদের কারণ বুঝিতে না পারিয়া নিরুত্তর রহিলেন। সম্রাট পুনরায় ডাকিলেন,—

"রুকু—"

"বাবা—"

"আমি তোমার জন্য গৌরব অনুভব করছি। কিন্তু তুমি যদি আশ্রয়দাতার বিপদে পলায়ন কর্‌তে—যদি ধর্ম্মার্থে পিতার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ না করতে—যদি আশ্রয়দাতা, অন্নদাতার জীবন রক্ষায় আত্মদানে উদ্যত

না হতে—তাহ'লে আমি আজ সত্যই তোমায় অভিসম্পাত করতুম—তাহ'লে আমি সত্যই তোমায় গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করতুম—তাহ'লে তুমি আমার কুযশ, কলঙ্ক, কুব্যাধি বোধে তোমার মৃত্যু চাইতুম। কিন্তু আজ তোমার আদর্শে—তোমার চরিত্রে—তোমার পর-পূজায় আমি বিমুগ্ধ—আমার চিত্ত বিভোর—আনন্দে গর্ব্বে হৃদয় বিচঞ্চল—বিহ্বল। আয় পুত্র—আয় আমার গর্ব্ব—আয় আমার গৌরব—আয় আমার অমিয়ধারা আনন্দ-আধার—আয় পিতার ঊষর উত্তপ্ত বক্ষে।"

সানন্দে, সাহ্লাদে, সাগ্রহে সম্রাট সন্তানকে বক্ষে ধারণে শিরচুম্বনে বলিলেন,—

"খোদা, আজ বুঝেছি ধর্ম্ম প্রবল—আজ জেনেছি তোমার পূজার প্রথা—আজ দেখেছি মুক্তির পথ—আজ পেয়েছি তোমার কনক-কিরণ কান্তিময় করুণা-কণা। তাই আজ এই মিলন—এই জীবন-সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সকরুণে তোমায় ডাক্‌ছি। খোদা—খোদা—খোদা।"

সহসা সেই যুবক—যে যুবক নগরবাসীদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল—সেই যুবক সহসা সভায় সবেগে সমুপস্থিতে, সম্রাট-বক্ষ লক্ষ্যে একাগ্নি উত্তোলনে সরোষ সুতীক্ষ্ণ স্বরে বলিল,—

"হাঁ, ডাক—ডাক এই অন্তিমে—এই শেষবার ডেকে নাও খোদাকে। রুকু, সরে দাঁড়াও—শয়তান সংহারে তুলেছি এই শমন-সঙ্গী একাগ্নি—এর সম্মুখ হতে সরে দাঁড়াও।"

যুবকের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই এককালীন শত অস্ত্র সশব্দে শূন্যে উত্থিত হইল। রুকুরুদ্দীন ঝঞ্ঝার ন্যায় আসিয়া যুবকের উত্তোলিত কর সজোরে নমিত করিলেন। রুকুরুদ্দীনের আপতনে যুবকের উষ্ণীষ ভূলুণ্ঠিত হইল। সবিস্ময়ে রুকুরুদ্দীন যুবককে ত্যাগে, সচকিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"এ কি সম্রাজ্ঞী!"

সম্রাট বলিলেন,—"এ কি চাঁদিনী বেগম!"

রাজা বলিলেন,—"এ কি জননী আমার! পিশাচিনী মূর্ত্তিতে এখানে!"

রুকুরুদ্দীন নমিতস্বরে বলিলেন,—"এ কি মা—এ বেশে—এ ভাবে—এ মূর্ত্তিতে কেন মা?"

"শয়তান-বধে।"

"কিন্তু তাতো হবে না মা। তোমার নিকট সম্রাট শয়তান হলেও—আমার যে জনক। পুত্র সজীব থাকতে—সম্মুখে থাকতে আমার পিতাকে হত্যা করতে পারবে না। যদি পিশাচিনীর মত নর-শোণিত পানের পিপাসা পেয়ে থাকে—তবে আগে সন্তান-শোণিত পান কর মা।"

"বাধা দিস্‌নে—বাধা দিস্‌নে রুকু—আমার প্রতিজ্ঞাপালনে বাধা দিস্‌নে।"

সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি তোমার প্রতিজ্ঞা?"

"প্রতিজ্ঞা আমার—তোমার ঐ জিহ্বা কর্ত্তন—ঐ নয়ন উৎপাটন—ঐ বক্ষ বিদারণ।"

"বেশ। তবে কর নারী তোমার প্রতিজ্ঞা পালন—জিঘাংসা পূরণ। হোক তবে আমার এ পাপ দেহের অবসান। রুকু, স'রে দাঁড়াও আমার সম্মুখ হ'তে। দুঃখ করো না—কেঁদ না পুত্র। এই আমার পাপের যোগ্য পরিণাম—যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত। আমরণ এ অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু মঙ্গল। তবে—তবে এতদিন অন্ধ ছিলুম কিছু দেখতে পাই নাই—এতদিন অজ্ঞ ছিলুম কিছু বুঝ্‌তে পারি নাই। আজ বুঝেছি—আজ ভুল ভ্রান্তি ডুবেছে জ্ঞানালোকে। সম্রাজ্ঞী—দিল্লীশ্বরী, আজ একবার শুভ্র স্বচ্ছচিত্তে উজ্জ্বল উদ্দীপ্ত নেত্রে দেখি

তোমার পুণ্যালোকোদ্ভাসিত, চন্দ্র-কিরণ-হাসিত, বিশ্বালোক-ভূষিত, স্বর্গ-সৌন্দর্য্য-ভাসিত, মহিমাহিল্লোলে হিল্লোলিত দেবী মূর্ত্তিখানি ভাল করে তৃপ্ত নয়নে—প্রীত প্রাণে একবার দেখি। তবে আজ এই অন্তিমে একবার ভক্তি-ভারাবনত চিত্তে, শ্রদ্ধা-বিগলিত নেত্রে, আবেগ-সংরুদ্ধ স্বরে একবার মা ব'লে ডাকি—মা—মা—মা।"

"এ কি দেখ্‌ছি—এ কি শুন্‌ছি! না, না—এ কিছু নয়—দূরাগত প্রতিধ্বনি।"

"না—এ দূরাগত প্রতিধ্বনি নয়—তোমার সম্মুখে ধ্বনিত বাণী।"

"তবে আবার বল—আবার বল।"

"আবার বল্‌ছি—মা—মা—মা।"

"না, না এ ভুল—ভ্রান্তি—ভ্রম—কুহেলী—প্রহেলিকা।"

"আবার বল্‌ছি তুই আমার মা—আমার মা—আমার মা।"

"তবে—তবে দূর হও নরঘাতী অস্ত্র—দূর হও কর হ'তে—দূর হও সম্মুখ হ'তে। তবে—তবে এস পুত্র—মাতার আশীর্ব্বাদে উত্তোলিত হস্ত নিয়ে। তবে—তবে বল পুত্র, আবার বল—আবার শুনাও মধুর মাতৃনাম।"

"মা—মা—মা—"

পট্টাবাসে গভীরে ধ্বনিত হইল,—"জয় চাঁদিনী বেগমের জয়।"

পট্টবাস বাহিরে ধ্বনিত হইল,—"জয় মহারাণী আলোকময়ীর জয়।"

রাজা জলেশ, সম্রাট ও সম্রাটপুত্রের কণ্ঠে বিস্ময়ে ধ্বনিত হইল—

"ও কি—ও!!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"সেনাপতি দোরাণ খাঁ।"

"কাফের—"

"হাঁ কাফের। মানব যেমন অন্তিমে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করে—তেমনি এই শেষবার কাফেরের নামোচ্চারণ কর দোরাণ।"

"পাঠান জন্মেছে কাফেরের হাতে মরতে নয়—কাফের মারতে।"

"হা—হা—হা। আজ আর তোমার কণ্ঠে এ গর্ব্বোক্তি ধ্বনিত হ'তো না—যদি সেদিন তোমার শিরোপরি উত্তোলিত আমার অস্ত্র সিন্ধুরাণীর আদেশে—আগমনে, পিধান বদ্ধ না হতো। কিন্তু আজ—আজ আর তোমার উদ্ধার নাই—নিস্তার নাই—কোন আশা ভরসাও নাই। যে শক্তিশালিনী করুণারূপিণী রমণীগণের অনুকম্পায় তুমি জীবন ফিরে পেয়েছিলে, সেই করুণা আজ তোমার বিপক্ষে দণ্ডায়মানা। ঐ দেখ—ঐ চেয়ে দেখ দূরে ঐ রাণী জ্যোৎস্নাময়ী ও সম্রাটনন্দিনী রণাঙ্গণে মুমূর্ষের শুশ্রূষায় নিরতা। আর ঐ দেখ অস্ত্র-ভূষণা—রক্ত-বসনা হস্তী পৃষ্ঠারূঢ়া মহারাণী স্বয়ং সৈন্যদল প্রোৎসাহিত করছেন। তাই বলি আজ আমার করাল করবাল হ'তে—কঠোর কর থেকে—কঠিন কবল থেকে তোমার মুক্তি নাই—রক্ষা নাই।"

"পাঠান কারও অনুগ্রহ অনুকম্পার প্রত্যাশী নয়। পাঠানের বাহু-বল—শুধু পশু-প্রাণ হরণে—কুসুম চয়নে—রমণী-আলিঙ্গনে নিরত হয় না।

তার বাহুবল বজ্র দিয়ে গড়া—আগুন দিয়ে ঘেরা— বিদ্যুৎ দিয়ে মোড়া। যদি সাধ্য থাকে—গর্ব্ব থাকে তবে আত্মরক্ষা কর—পাঠানের অস্ত্র প্রতিহত কর তণ্ডুল-কণা-ভোজী কাফের।”

“তবে দেখ পাঠান—কাফেরের তণ্ডুলকণার কত শক্তি।”

সেনাপতি বিশ্বধর, পাঠান সেনানায়ক দৌরাণ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। দৌরাণ খাঁও প্রতি আক্রমণ করিলেন। উভয়েই যুবক, উভয়েই বীর, উভয়েই অস্ত্র-নিপুণ, দুদ্ধর্ষ যোদ্ধা, দুর্ব্বার সাহসী। উভয়ের অস্ত্র সংঘাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল! উভয়েরই অস্ত্র, চক্রবৎ বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সেনাপতি বিশ্বধর দেখিলেন, বিপক্ষের আঘাত অতি সজোর সতেজ—অতি প্রবল প্রখর। তিনি বুঝিলেন, কিয়ৎকাল আক্রমণ চলিলে বিপক্ষের মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িবে। বিচক্ষণ বিশ্বধর তখন বিপক্ষকে আঘাতের চেষ্টা না করিয়া কেবল আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ সেনাপতি দৌরাণ, দেহের সমস্ত শক্তিতে বিশ্বধরকে আক্রমণ করিলেন। তাঁর চেষ্টা আত্ম-রক্ষা নয়—বিপক্ষকে আঘাত করা। অবিরাম অবিশ্রান্ত সবেগে তরবারী চালনায় দৌরাণের মুষ্টি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। সেনাপতি বিশ্বধরের বাহু কিন্তু তখনও সবল সতেজ। চতুর বিশ্বধর বুঝিলেন,—বিপক্ষের বাহু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তখন তিনি সহসা অতি প্রবল প্রচণ্ডবেগে দৌরাণকে আঘাত করিলেন। দৌরাণ সে ভীম আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার শিথিল কর হইতে তরবারী দূরে নিপতিত হইল। বাঘের মত বিশ্বধর চকিতে নিরস্ত্র সেনাপতির কর, স্বীয় করে বজ্র-মুষ্টিতে ধারণে, দক্ষিণকরে অস্ত্র উত্তোলনে জলদ-সংঘাতিত স্বরে বলিলেন,—

“এইবার পাঠান—এইবার যাও শমন-ভবন।”

সহসা রমণীর হুঙ্কারময় কণ্ঠে নিনাদিত হইল,—

"নিরস্ত্রকে হত্যা করা—বীরের কর্ম্ম—মানবধর্ম্ম—হিন্দুর রীতি—সিন্ধুর নীতি নয়। অস্ত্র পিধান-বদ্ধ কর সেনাপতি বিশ্বধর—সিন্ধু অধিশ্বরী রাণী জ্যোৎস্নাময়ীর আদেশ।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"বৃথা—বৃথা অস্ত্র উত্তোলন—বিফল প্রয়াস তোমার সচীব-প্রধান।"

"শোন সহকারী সেনাপতি খোরাণ খাঁ, আমি অস্ত্র ব্যবসায়ী নই; আমি সিন্ধুর মন্ত্রী—মন্ত্রণা দানই আমার ব্যবসা। শুদ্ধ মাত্র আত্মরক্ষায় যে টুকু অস্ত্রশিক্ষার প্রয়োজন—আমি সেইটুকু মাত্র জানি। মরবো সত্য—তথাপি পাঠান সংহারে—দেশ অরির শোণিত পানার্থে উৎসুক আমার এ অস্ত্র পিধানের আশ্রয়ে আত্মগোপন করবে না।"

"কিন্তু তোমার এটা শুভেচ্ছা হলেও—আত্মনাশ মাত্র। আমার খরশান অস্ত্রের এক আঘাতে তোমার শিরস্ত্রাণ শোভিত শির স্কন্ধচ্যুত হয়ে আমার চরণতলে লুণ্ঠিত হবে। তাই বলি, ক্ষান্ত হও—অস্ত্র পিধানবদ্ধ কর—এ জীবন দানে কোন লাভ নাই।"

"দেশ রক্ষায়, জননী জন্মভূমির পূজায়, রাজ-সেবায় মৃত্যু সে যে পরাগ-পূরিত, পূণ্য-প্লাবিত, অমর শোভিত, অনন্ত সৌন্দর্য্য মণ্ডিত অমরার পথ।"

"এত যদি সাধ—তবে সেই পথেই যাও কাফের।"

দোরাণ-সহকারী, সিন্ধুর মন্ত্রী মহীধরকে আক্রমণ করিলেন। সত্যই মন্ত্রী অস্ত্র-বিদ্ নহেন। তবে সম্পূর্ণ অস্ত্র অনভিজ্ঞও নহেন। কিয়ৎকাল আক্রমণে, অস্ত্র চালনায় অনভ্যস্ত মহীধরের কর হইতে কৃপাণ পতিত হইল। উচ্চহাস্তে—উচ্চকণ্ঠে খোরাণ বলিলেন,—

"তবে যাও কাফের—তোমার সেই স্বর্গপথে।"

অনলময় স্বরে সহসা রমণীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"সাবধান পাঠান। অস্ত্র অনভিজ্ঞকে—নিরস্ত্রকে, হত্যায় কলঙ্ক ক্রয় করো না। অস্ত্র নাবাও পাঠান—সম্রাটনন্দিনীর আদেশ।"

"তুমি অতীতের স্মৃতি মাত্র। তোমাতে সজাগ-শক্তি কিছুমাত্র নাই। সুতরাং তোমার আদেশ পালনে আমি বাধ্য নই—নারী।"

জীমূত স্বননে পশ্চাৎ হইতে উত্তর আসিল,—

"তাহ'লে সজাগশক্তি স্বয়ং সম্রাটের আদেশ—অস্ত্র কোষবদ্ধ কর খোরাণ।"

সশঙ্কিত প্রাণে—আতঙ্কিত নয়নে খোরাণ দেখিল,—পশ্চাতে সত্যই স্বয়ং সম্রাট দণ্ডায়মান। ভূমিস্পর্শে বারংবার কুর্ণিশ করিতে করিতে নতশিরে খোরাণ অস্ত্র কোষবদ্ধ করিল। সম্রাট রোষস্ফুরিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"বেতমিজ, সম্রাট-নন্দিনীর অপমাননা—অসম্মাননার জন্য মার্জ্জনা চাও—বাদশাজাদীর নিকট।"

"আমায় মার্জ্জনা করুন সম্রাট-নন্দিনী।"

"মার্জ্জনা করতে পারি—যদি আমার কার্য্যের সাথী হও।"

"আদেশ করুন।"

"তবে এস—দুই ভ্রাতা ভগ্নীতে ঐ হতাহত হিন্দু-মুসলমানদের শুশ্রূষা করি।"

খোরাণ প্রশ্ন-পূর্ণ নেত্রে সম্রাট-মুখপ্রতি চাহিল। সম্রাট, খোরাণের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন,—

"আমার অনুমতি নিষ্প্রয়োজন। করুণাময়ী বাদশাজাদীর আদেশ, আমার আদেশ জ্ঞানে পালন কর। আর এ যুদ্ধেরও প্রয়োজন নাই।

আমি রাজা জলেশকে বন্দী করেছি—ভ্রাতৃবাহু আবেষ্টনে। শান্তির শুভ্র পতাকা উড়াও—শান্তি-হিল্লোল বহুক হিন্দু-মুসলমানের প্রাণে। পুত্রবধু সোনালী, জননী আমার, যাও মা—করুণা, স্নেহ, প্রীতি বিতরণে বাঁচাও ঐ আহত হিন্দু-মুসলমানদের। তারপর পার যদি—দয়া হয় যদি—ক্ষমা করো তোমার বৃদ্ধ বিপথগামী পিতাকে। তোমার স্বামী—আমার পুত্র আমায় ক্ষমা করেছে—চাঁদিনী বেগমও আমায় সন্তানের অধিকারে ক্ষমা করেছেন। আশা করি, দয়াময়ী সাধ্বী সতী তুমি—তুমিও আমায় ক্ষমা করবে।”

“বিশ্বাস হয় না।”

“না হবার কথা। কিন্তু মা এ সম্পূর্ণ সত্য। এই সিন্ধুর রাজা, আমার পুত্র, তুমি, তোমার জননী চাঁদিনী—আর মহারাণীর পুণ্য-প্লাবনের মধ্যে এসে একদিনে আমার সব গ্লানি বিধৌত হয়ে গেছে মা। আজ আমি মানুষ—আজ আমি শয়তান-মুক্ত।”

“তবে হে মাননীয় সম্রাট—হে পূজনীয় জনক—তোমার পুত্র-বধুর ভক্তি প্রণাম গ্রহণ কর।”

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"হিন্দুগণ, কর আক্রমণ কর পাঠানকে। পাঠান শব-দেহে পর্ব্বত নির্ম্মাণ কর—আমি—তার শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিচরণ করবো। শত্রু-শোণিতে নদীর সৃষ্টি কর—আমি সেই রক্ত-রঞ্জিত—রক্ত-বারিতে স্নান করবো। বিদেশীর মুণ্ডে মালা গাঁথ—আমি সেই মুণ্ডমালা কণ্ঠে ধারণ করবো—গেণ্ডুয়া খেলবো। কর—আক্রমণ কর।"

"ক্ষান্ত হও রাজ-জননী—অস্ত্র সংযত কর মহারাণী।"

"কার আদেশ রুকুরুদ্দীন?"

"রাজ আদেশ।"

"শয়তান সম্রাট আলটামাসের আদেশ।"

"স্মরণ রেখ রাজ-রাণী, পুত্র তাঁর তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। স্মরণ রেখ সে সজাগ—সশস্ত্র। স্মরণ রেখ সে বধির নয়।"

"তবে আমার উত্তর—বলো তোমার রাজাকে—শয়তান বধোত্থিত তরবারী আমার—তার পিপাসা তৃপ্ত না করে বিশ্রাম গ্রহণ করবে না।"

"তোমার এ বাক্য—এ জিঘাংসা—এ অস্ত্রোত্তলন ক্ষণ-পূর্ব্বে শয়তান সংহারে উত্থিত হলেও এখন আমার জনক—রাজ-ভ্রাতা—তোমার সন্তান বধে উত্থিত হবে রাজ-মাতা।"

"কুজ্ঝটিকাময় এ কি কথা রুকুরুদ্দীন!"

"সত্য কথা। তুমি যাঁর ধ্বংস সাধনে উন্মাদিনী—শোণিত-পায়িনী মূর্ত্তি ধারণে—কুসুম-কোমল-কমল-করে করবাল উত্তোলন করেছ—সেই

সম্রাটকে—রাজা, ভ্রাতৃ-সম্বোধনে নিজের বক্ষ দান করেছেন। আর আমি তাঁকে সম্রাট অভিভাষণে অভিনন্দিত করেছি—পিতৃ-নামে অভিবরিত করে শ্রদ্ধানত চিত্তে অভিবাদন করেছি। শুধু তাই নয় মহারাণী, চাঁদিনী বেগমও সম্রাটকে ক্ষমা করেছেন—পুত্র উপাধিদানে স্ব-স্নেহে বক্ষে ধারণ করেছেন।"

"সে কি! এ কি অসম্ভব অকল্পনীয় কথা শোনালে রুকুরুদ্দীন? চাঁদিনী বেগম, তার স্বামী-হন্তাকে সন্তান সম্বোধন করেছেন!"

"হাঁ,—করেছেন। যে চাঁদনী বেগম প্রতিশোধানলের উত্তাপে উত্তাপিত হয়ে সুদূর দেশ হতে ছুটে এসেছেন—পাগলিনীর মত। যে চাঁদিনী বেগম, প্রতিশোধ পূর্ণ করতে সম্রাজ্ঞীর উচ্চ সম্মান—মহার্ঘ্য আসন সেচ্ছায় লোষ্ট্রবৎ ত্যাগে—আজ ভিখারিণী সাজে সজ্জিতা। যে চাঁদিনী বেগম প্রতিশোধ গ্রহণ-মানসে ছদ্ম-বেশে নগরে নগরে একটা ভ্রাম্যমান উল্কার ন্যায় ঘুরে ঘুরে সম্রাট-বিরুদ্ধে হিন্দুর হৃদয়কে বিদ্রোহী করে তুলেছেন,—যে চাঁদিনী বেগমেরই অনলোৎসাহে—আহ্বানে—আজ তোমার চতুর্দ্দিকে এই বিশাল জনতা প্রাণ দিতে এসেছে—যে চাঁদিনী বেগম নারীত্ব বিসর্জ্জনে—দয়ামায়া পরিবর্জ্জনে পিশাচিনীর ন্যায় সাক্ষাৎ শমন-স্বরূপ মহাস্ত্র উত্তোলনে সম্রাটকে হত্যা করতে এসেছিলেন—সেই প্রতিশোধক্ষিপ্তা অগ্নি-উত্তপ্তা—আপন বিস্মৃতা চাঁদিনী বেগমও সম্রাটকে হত্যা করতে এসেও বক্ষে তুলে নিয়েছেন—স্নেহবারি, স্নেহাশীষ মাথায় ঢেলে দিয়েছেন রাজরাণী।"

"মিথ্যা কথা।"

"রুকুরুদ্দীন মিথ্যা বাক্য বলতে জানে না—শেখে নাই—যে দিন শিখবে—সে দিন বিধাতৃ-পদে মৃত্যু চাইবে।"

"কোথায় চাঁদিনী বেগম?"

"সম্রাট শিবিরে।"

"চল তবে দেখে আসি একবার সেই গর্ব্বিনী বীরাঙ্গনাকে—চল তবে দেখে আসি সেই চতুরাকে—যে চতুরতায় আমার অধিকার—আমার কর্ত্তব্য গৌরব—সব নিজের ললাটে এঁকেছে। চল তবে দেখে আসি একবার মহারাণী বিজয়িণী—শৌর্য্য-বীর্য্যশালিনী ভারত অধিরাণীকে।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"তুমি দীপ্তি—তুমি জ্যোতি—তুমি মুক্তি—তুমি আশ্রিতা—তুমি দেবী আমার। দেবীজ্ঞানে তোমার চরণতলে—রাজা আমি শির নত করছি।

তুমি স্নেহময়ী—তুমি কোমলতাময়ী—তুমি আদ্যাশক্তিশালিণী—অনন্ত-রূপ-স্বরূপিনী—তুমি সন্তান সম্বোধনে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেছ—অযাচিত অনাবিল স্নেহে সিক্ত করেছ আমার শির। তুমি জননী আমার—জননীজ্ঞানে তোমায় প্রণাম করছি।

তুমি পতিভক্তি পরায়ণা—তুমি নারীকুলরাণী—তুমি সতী-শিরোমণি—তুমি পূজ্যা—তুমি প্রণম্যা—সতীজ্ঞানে তোমায় শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করছি।

তুমি ভূত-পূর্ব্বা ভারতেশ্বরী—তুমি অর্দ্ধ মর্ত্ত্যেশ্বরী—অশেষ সৌভাগ্য-শালিনী—তুমি গৌরব-গরিমা-কল্লোলিনী—তোমায় ভারত-রাজ্ঞী জ্ঞানে অভিবাদন করছি।

তুমি আমার উপকারিণী—তুমি আমার গৌরব-প্রদায়িণী—তুমি আমার যশো-কেতন-বাহিনী—উপকারিণী জ্ঞানে তোমার চরণে আমার এই কণ্ঠহার প্রদান করছি।

তুমি অপরাধিণী—তুমি রাজ-অপমানকারিণী—তুমি বিদ্রোহিণী—অপরাধিণী জ্ঞানে তোমায় বন্দিনী করছি।"

রাজ-পার্শ্বোপবিষ্ট সম্রাট অতিমাত্র বিস্ময়ে বলিলেন,—

"এ কি কুহেলিকাময় কথা রাজা!"

"সম্রাট, এখন আমি রাজাসনে।"

"কিন্তু এই অপরাধিণীর অপরাধটা কি রাজ-সমীপে তা জানতে পারি কি?"

"অপরাধ—রাজা যাঁকে আলিঙ্গন করেছেন—ভ্রাতৃ সম্বোধন করেছেন সেই রাজ-বন্ধু—রাজ-অতিথি—রাজ ভ্রাতাকে ঘৃণ্য তস্করের প্রবৃত্তিতে হত্যায় উদ্যতা হওয়া।"

"কিন্তু প্রতিশোধ—সম্রাজ্ঞীকে এই নীচ-কার্য্যে ব্রতী করেছিল।"

"এ কৈফিয়তে আপনি তুষ্ট হলেও প্রজা সাধারণ হবে না।"

"তাহ'লে অমি স্বয়ং রাজ-সিংহাসন-সোপানতলে সানুনয়ে এই অপরাধিণীর মুক্তি প্রার্থনা করছি।"

"তা হয় না সম্রাট।"

রমণী কণ্ঠে কম্বুস্বরে উত্তর আসিল,—

"উত্তম—তবে আমি আদেশ দিচ্ছি।" বাক্যসহ অস্ত্রশস্ত্রধারিণী—জগংজননী—জগদ্ধাত্রীরূপিণী মহারাণী দরবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে সেনাপতি বিশ্বধর ও মন্ত্রী মহীধর। পশ্চাতে রুকুরুদ্দীন তৎপশ্চাতে অসংখ্য প্রজামণ্ডলী। বৃহৎ দরবার বিপুল জনতায় পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু সকলেই নীরব—নিস্তব্ধ—স্থির-ধীর।

রাজ-রাজেন্দ্রাণীর ন্যায়—অমরেশ্বরী ইন্দ্রাণীর ন্যায় স্ব-মহিমায়—স্ব-গরিমায় সুশান্ত স্বরে মহারাণী বলিলেন,—

"অপরাধিণী, তোমায় মার্জ্জনা করলুম। বন্দিনী, তোমায় মুক্তি দিলুম।"

"তা হয় না। রাজাদেশ শিশুর কাকলী নয়।"

"আমি রাজ-জননীরূপে আদেশ করছি।"

"যখন এই আসন—এই বসন—এই ভূষণ—এ কনক-কিরীট—এ হেম-রাজদণ্ড ত্যাগে তোমার চরণতলে বস্‌বো—তখন শিরে আমার

পদাঘাত করো, ব্যথা যদি পাও—আমি তোমার দুটী পা বক্ষে ধারণে নয়ন বারিতে শীতল করবো।”

“আমি মহারাণীরূপে আদেশ করছি।”

“তুমি মহারাণী হলেও তোমার অঙ্গে নাই রাজ-বসনভূষণ—শিরে নাই জ্যোতি-বিভাষিত রাজ-মুকুট—হস্তে নাই অভয়-অনলে গঠিত রাজ-দণ্ড।”

“উত্তম—আমি রাজ-সমীপে ভিক্ষা চাইছি।”

“সব ভিক্ষা—সব সময় দেবার রাজারও অধিকার নাই। রাজা ভিক্ষা দিতে পারে ধন-সম্পদ—কিন্তু রাজা রাজ-কর্ত্তব্যকে ভিক্ষা দিতে পারে না। রাজা যে দেশের পূজক—সেবক—দশের রক্ষক—পালক। স্মরণ কর মহারাণী—রামচন্দ্রের কাহিনী। সতীকুল-কিরীটিণী—সাক্ষাৎ দেবী-রূপিণী—পূণ্য-প্রবাহিনী সীতাকে প্রজার কথায় দিয়েছিলেন বিসর্জ্জন।”

“তবে সমবেত পুত্রগণ, তোমাদের ভক্তির দ্বারে আজ তোমাদের মহারাণী—তোমাদের জননী ভিক্ষার্থিনী—ভিক্ষা পূর্ণ কর সন্তানগণ।”

সাগর-গর্জ্জন প্রতিঘাতী-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

“জয় সম্রাজ্ঞী চাঁদিনী বেগমের জয়।”

“উত্তম। অপরাধিণী, তুমি মুক্তা—স্বাধীনা—বন্ধন-বিহীনা।”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"মহারাণী, তুমিও অপরাধিণী। দিবসত্রয় তুমি তোমার ঐ মহারাণী জ্ঞাপক সূর্য্য-কিরণোজ্জ্বল ঐ মুকুট মস্তকে ধারণ করতে পারবে না—এই তোমার শাস্তি।"

"কোন্ অপরাধে—অপরাধিণী?"

"তুমি রাজ-বিদ্রোহিণী। সেনাপতি বিশ্বধর ও মন্ত্রী মহীধরকে বিনা রাজানুমতিতে মুক্ত করে দিয়েছ—এই অপরাধে।"

"আমি রাজ-বিদ্রোহীকে মুক্ত করে দিই নাই—আমি মুক্ত করে দিয়েছি দুটী শক্তিশালী নির্ম্মল জীবনকে—আমি মুক্ত করে দিয়েছি—দুটী রাজানুগত—রাজভক্ত দেশভক্তকে—আমি মুক্ত করে দিয়েছি—দুটী অনুতপ্তকে। এই দুই বীর আত্ম-গ্লানির জ্বালায় অধীর হয়ে—আত্ম-হত্যার কোন উপায়—কোন পন্থা না পেয়ে অবশেষে করস্থিত আবদ্ধ শৃঙ্খলে পরস্পর পরস্পরের মস্তক চূর্ণ করতে উদ্যত হয়। এই দুটী মহাপ্রাণ—দেশ-জননী রক্ষায় মহাহবে অবতীর্ণ হয়ে শত্রু-কটক দলিত মথিত করেন। তাই আবার বলছি—আমি রাজদ্রোহী—দেশদ্রোহীকে মুক্ত করে দিই নাই।"

রাজমুকুট—রাজদণ্ড—রাজাসন-ত্যাগে সিন্ধু-অধীশ্বর রাজা জলেশ নারায়ণ দ্রুত আসিয়া মহারাণীর চরণ-তলে বালকের ন্যায় আপতিত হইয়া সজলনেত্রে বলিলেন,—

"মা, মা—তোকে অপমান করেছি—রূঢ় কথা বলেছি—আমায় ক্ষমা কর্ মা।"

"না—ক্ষমা করবো না—অভিশাপ দেবো। অভিশাপ দিই তুই আজীবন—পরজীবন—জীবনে জীবনে এমনি ধারা অপমান আমায় করিস—এমনি ধারা রূঢ় বাক্য যেন তোর রসনা সতত উচ্চারণ করে।"

রাজা জলেশ, চাঁদিনী বেগমের সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিলেন,—

"আর তুমি—তুমি সম্রাজ্ঞী—জননী আমার—তোমার ক্ষমা—তোমার আশীর্ব্বাদ কি পাব না?"

সম্রাট আলটামাস—দুর্ব্বার বিক্রমশালী সুলতান—ভারতের সম্রাট শিশুর ন্যায় মহারাণীর সম্মুখে নত হইয়া—নতশিরে উপবিষ্ট হইয়া—ভক্তি-ভরা চিত্তে—আনন্দ আন্দোলিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"আর আমি কি মা তোর ত্যেজ্য-পুত্র, যে আমার মাথায় আশীর্ব্বাদ কি অভিশাপ কিছুই দিবি না?"

চাঁদিনী বেগম—পদতলোপবিষ্ট রাজা জলেশের প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি প্রক্ষেপে স্নেহ-সিঞ্চিত—পুলকোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"না, না—আমি মার্জ্জনা করবো না—করতে পারবো না। মার্জ্জনা করলে যদি আর তোমার এই অপরাধের উদ্ভব না হয়, তাহ'লে জগৎ আর আলোক দেখতে—আদর্শ আঁকতে পাবে না। আমি মার্জ্জনা করবো না—তবে আশীর্ব্বাদ করবো। আশীর্ব্বাদ করি—তোমার এই মাতৃ-উপাচার—মাতৃপদে এই উপহার—আশ্রিত রক্ষণের এই মহীয়ান উপাদান রামধনু বর্ণে ভারতাকাশে অঙ্কিত হয়ে যুগান্ত স্থায়ী হোক। ভারত-বক্ষ প্রভায় তার আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

আশীর্ব্বাদ করি—বিরাট বিরাটত্বে—বিপুল বিশ্বে যশো-সৌরভে—জয়-গৌরবে তুমি বন্দিত পূজিত হও। নব নব ছন্দে, মেঘ-মন্দ্রে মানব নিত্য তোমার বন্দনা গানে বিশ্বের সব কোলাহল ডুবিয়ে দিক।

আশীর্ব্বাদ করি—যুগে যুগে নব নব ভাব ভঙ্গে—আলোক অঙ্গে

আবার এস ভারত-বক্ষ উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল করতে—ভারতের হৃদয় নির্ম্মল বিমল করতে—ভারতবাসীর অন্ধপথে আলোক ধরতে—অলস প্রাণে চেতনা আন্‌তে।”

উল্লাস উচ্ছ্বসিত—উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত কণ্ঠে মহারাণী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

“বাঃ—বাঃ—সুন্দর—সুন্দর! সুন্দর এ মিলন—সুন্দর এ বন্ধন—সুন্দর এ জীবন—সুন্দর প্রকৃতির লাস্য—সুন্দর এ হাস্য। সুন্দরে সুন্দরে সংমিলন—সুন্দরে সুন্দরে সংঘাত—সুন্দর এসেছে নিয়ে—সুন্দরের হাত ধরে। বাঃ—বাঃ—এ যে সব সুন্দর! এ সুন্দরতার স্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গ যে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে। কে আছ কোথায়—গাও মিলন-গান—মধুরে—সুস্বরে। বাজাও মিলন-বাজনা গম্ভীরে—অধীরে। উড়াও আকাশে পতাকা—ছড়াও বাতাসে সুবাস। আনন্দ উৎসবে—উৎসব আনন্দে হোক্ মহা-মেলা—মহা-খেলা। আনন্দ হিল্লোলে—উৎসব-কল্লোলে ডোবাও বিশ্বের সব শব্দ—সব কোলাহল।

এসো পয়োধি—এস অনন্ত—তোমার অনন্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ছুটে এস। হিন্দু-মুসলমানের সব হিংসা-দ্বেষ—সব আবিলতা—সব আবর্জ্জনা বিধৌত করে নিয়ে যাও।

এস—এস—পুণ্যবাহিনী—স্বর্গবাসিনী—তটিনী-কুল-রাণী মন্দাকিনী—এস তোমার রজত-ধবল তরঙ্গে—হিন্দু-মুসলমানের হৃদয়ে সমভাবে প্রবাহিত হয়ে—ভ্রাতৃ-প্রীতি সঞ্চারিত কর।

এস—এস গো দেবতা—তোমার অভয় কর উত্তোলনে এস—কর আশীর্ব্বাদ—অক্ষয় অব্যয় হোক্ হিন্দু-মুসলমানের এ আলিঙ্গন—এ মিলন—এ প্রীতি-বন্ধন।

এস—এস প্রভঞ্জন হু-হুঙ্কারে—এস ছুটে—এই মিলন-কাহিনী গেয়ে যাও দূর—দূরান্তরে—দেশ—দেশান্তরে।

এস—এস বিহগকুল—গাও সুখদ-সুতানে—আকুল-আবেশ প্রাণে—গাও উচ্চ স্বননে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন-গান—ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে। তোল তান লহরে লহরে—ঐ গগনে—এই ভুবনে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পারস্যের রাজ-সভা। বিপুল কলেবর—বিরাট আকার—বিশালকায় রাজ-সভা জনতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু সকলেই নীরব, নিশ্চল, নির্ব্বাক। সকলেরই বদনে কালিমা—নয়নে বিষাদ—প্রাণে আতঙ্ক। দরবারে শ্রেণীবদ্ধভাবে শ্বেত-প্রস্তরের রজত-স্তম্ভ। প্রতি স্তম্ভেই চিত্রের পরিবর্ত্তে নানাবিধ আয়ুধ বিলম্বিত। প্রতি স্তম্ভ পরিবেষ্টনে ভীমকায় ভীষণ দর্শন, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত রক্ষীগণ উন্মুক্ত করবাল করে, সভয়ে মৃণ্মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান। ভিত্তিগাত্রের মাঝে মাঝে গজারূঢ়, উষ্ট্রারূঢ়, অশ্বারূঢ় বীরগণের স্ফটিক-মূর্ত্তি সংস্থাপিত। এক মূর্ত্তি হইতে অন্য মূর্ত্তি পর্য্যন্ত সশস্ত্র রক্ষীদল দণ্ডায়মান।

দরবার মধ্যস্থলে বহু সোপানযুক্ত রাজ-সিংহাসন। সিংহাসন সোপান কারুকার্য্য-খচিত বহুমূল্য বস্ত্রে আবৃত। সোপানের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফটিক মূর্ত্তি। সিংহাসন ঊর্দ্ধেও মহামূল্য ঝালর সংযুক্ত চন্দ্রাতপ বিলম্বিত। সিংহাসন রত্নময়—সৌন্দর্য্যময়—উজ্জ্বল প্রভাময়। সিংহাসনোপরি যোদ্ধৃবেশে মহাদর্পী, মহাগর্ব্বী, মহাবীর, এশিয়ার প্রধানতম শক্তিধারী নৃপতি পারস্যাধিপতি উপবিষ্ট। তাঁহার সিংহাসন পাদমূলে দুইটী নখ-দন্তহীন সিংহ স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাহাদের কণ্ঠে স্বর্ণপদক ও জিঞ্জির দোদ্দুল্যমান। পৃষ্ঠে স্বর্ণময় বস্ত্র আবদ্ধ। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে কয়েকটী বালিকা—সুলতান অঙ্গে চামর ব্যজন করিতেছিল।

সুলতান গম্ভীর, ধীর স্থির। তাঁহার বদন প্রাবৃটাকাশের ন্যায় গম্ভীর,

নয়ন কুজ্ঝটিকার ন্যায় মলিন—ম্লান। তাঁহার অন্তর আলেয়ার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত—চঞ্চল। সে গাম্ভীর্য্যের মহামূর্ত্তির প্রতি নয়ন ফেরাতে কাহারও সাহস নাই। সকলেই নতশিরে—নতনেত্র। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সহসা সম্রাট—মেঘমন্দ্রে ডাকিলেন,—

"যুকার!"

সে ভীষণ স্বরে প্রধান সেনাপতির বক্ষ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। দরবারস্থ সকলের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল—সমগ্র দরবার সে ভীষণ স্বরে শব্দিত হইয়া উঠিল।

সশঙ্কিত প্রাণে—বিবর্ণ-বদনে—বিশুষ্ক-নয়নে সেনাপতি তড়িতে কুর্নিশ করিয়া শঙ্কা কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"সাহানশা—সুলতান।"

"চুপ্! কে সুলতান—কে তোমার সাহানশা? সুলতান কখনও আঘাতিত পশুর ন্যায় পালায় না। সুলতান কখনও নগণ্য কাফেরের নিকট পরাজিত হয়ে প্রাণ রাখে না। সুলতান ছিলুম—সিন্ধু অভিযানের পূর্ব্বে—কিন্তু এখন আমি আর সুলতান নই। এখন আমি পরাজিত—পদানত—পলায়িত এক ভীরু—ভয়ত্রাস্ত, দুর্ব্বল, অপদার্থ—অকর্ম্মণ্য—সামান্য—নগণ্য মানুষ। আমি মরেছি। আমায় যদি বাঁচাতে চাও—তবে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে—এ নিদারুণ পরাজয়ের—এ ঘৃণ্য পলায়নের ভীষণ, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নাও। আমার প্রতি লোমকূপে—এ অপমানের প্রবল, প্রতপ্ত-প্রদাহ অবিরাম অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে। আমার হৃদয়ে আর কিছু নাই—কেবল আগুন—ধূ-ধূ করে মহানন্দে মহাশিখায় জ্বলছে। বক্ষ—যেন শত তপ্ত তীক্ষ্ণ-শলাকাঘাতে বিদ্ধ বিদীর্ণ হচ্ছে। শিরে যেন কে শত-সহস্র মুদ্গরাঘাত করছে। এ নির্ম্মম প্রদাহ—এ নিষ্ঠুর অগ্নিতাপ—এ নির্দ্দয় শেলাঘাত

আর সহ্য করতে পার্চ্ছি না। ইচ্ছা করছে—এই দণ্ডে নিজের বক্ষ নিজ তরবারীতে, নিজ করে খণ্ড খণ্ড করি। ইচ্ছা করছে—নিজের শির নিজেই মুগুরাঘাতে চুর করি। ইচ্ছা করছে—নিজের দেহ—নিজ হাতে অস্ত্র ধারণে কর্ত্তিত করি। ওহো—হো—বড় জ্বালা। আগুন—আগুন—আমার প্রতি কেশ-মূলে—প্রতি লোম-কূপে আগুন। সেনাপতি আমার বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর—এ অগ্নিকুণ্ড হতে আমায় উদ্ধার কর।"

"সুলতানের জন্য আমরা জীবন বিসর্জ্জনে—সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনে সতত প্রস্তুত।"

"প্রস্তুত? ঠিক বল্‌ছো প্রস্তুত?"

"সত্য বলছি—আপনার আদেশে আমরা স্বর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।"

"তবে সকলে—এ দরবারে যে যেখানে আছ সকলে শপথ কর—পারস্যের গৌরব—জাতির কীর্ত্তি পুনরানায়ন করতে সকলে সব বিসর্জ্জনে প্রস্তুত?"

মহা দরবার-কক্ষের জনতা, মহানাদে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—

"হাঁ আমরা সকলেই প্রস্তুত।"

"ঈশ্বরের নামে শপথ কর।"

"ঈশ্বরের নামে শপথ করছি।"

"বুঝলুম—সত্যই তোমাদের দেহ পারস্যের শস্যে—মৃত্তিকায় বর্দ্ধিত—গঠিত। বুঝলুম—সত্যই তোমরা পারস্যের সন্তান—পারস্যের গৌরব—ভূষণ। বুঝলুম—সত্যই তোমরা মানুষ—তোমরা বীর। তা'হলে সেনাপতি, সাজাও তোমার বিপুল-বিরাট-বাহিনী—যে বাহিনী দর্শনে এশিয়া পারস্যের প্রতি দৃষ্টিপাতেও আতঙ্কে কেঁপে ওঠে—সাজাও সেই বিরাট

বিপুল বাহিনীকে—রক্ত লেখায়—অগ্নি ভূষায়—দীপ্ত রেখায়। উড়াও পবন-বক্ষ বিদারণে পারস্যের চির জয়-গৌরব-মণ্ডিত বৃহৎ পতাকা—পত্‌ পত্‌ রবে। বাজাও—বাজাও তবে জয় ডঙ্কা—রণভেরী সাগর কল-কল্লোল মন্থনে। অগ্নিধারায় মাতাও পারস্যের প্রাণ—জাগাও সৈনিক জীবন। পারস্যের অগ্নি উদ্গীরণে ভস্ম হোক্—লুপ্ত হোক্—ধ্বংস হোক সিন্ধু সাম্রাজ্য—পৃথ্বী বক্ষ হ'তে। দেখবো একবার—কত শক্তি সেই পারস্যজয়ী বালক রুকুরুদ্দীনের করে। দেখবো একবার—কত সাহস সেই কাফের রাজা জলেশের হৃদয়ে। দেখবো একবার—কত বীর্য্য-শৌর্য্য ধারণ করে দিল্লীর সম্রাট আলটামাস। বুঝবো একবার—কত দেবত্ব মহত্ব প্রবাহিত কাফেরের মৃত্তিকায়—কাফেরের হৃদয়ে। আর—আর দেখবো একবার সিন্ধুর জাগরণের প্রেরণা—অচেতনের চেতনা—উৎসাহ উদ্দীপনার আধারময়ী সেই সিন্ধুর রাণী ও মহারাণীকে। দেখবো কি শোভায়—কোন বেহেস্তের সৌন্দর্য্য সম্ভারে ভূষিত—সজ্জিত সে কমতনু। দেখবো একবার—নয়নে বচনে কোন পরাগের সুধা হয় প্রবাহিত। সেই মহান—সেই মহীয়ান—সেই গরীয়ান দৃশ্য-দর্শনের জন্য হৃদয় আমার অধীর আকুল হয়ে উঠ্‌ছে। মুহূর্ত্ত বিলম্বও যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছে। সেনাপতি, আমি আজই সমগ্র পারস্য-বাহিনীকে যোদ্ধবেশে সু-সজ্জিত দেখতে চাই।"

"সুলতানের বোধ হয় ধারণা নাই, সমগ্র পারস্য বাহিনীর সংখ্যা কত?"

"কত?"

"দ্বাদশ লক্ষ।"

"এই! মাত্র দ্বাদশ লক্ষ! আমার ধারণা ছিল বিশ লক্ষ। এত অল্প সংখ্যক সৈন্যে সিন্ধু-জয় অসম্ভব।"

· "ক্ষুদ্র সিন্ধু—মহম্মদ বীন্ কাশিম অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য সহায়ে জয় করেছিলেন।"

"বীন্ কাশিম জয় করেছিলেন—সিন্ধু-রাজ্য। বীন্ কাশিম অভিযান করেছিলেন—কতকগুলা শয়তান দল সংহারে। বীন্ কাশিম জয় করে-ছিলেন রাজা দাহিরকে নয়—রাজা দাহিরের বিশ্বাসঘাতক পিশাচদলকে। কিন্তু বীন্ কাশিম জয় করতে পারেন নাই মহাত্মা রাজা দাহিরকে—তদীয় তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণী—মহিয়সী গরিয়সী মহিলা সিন্ধু রাণীকে। আজও রাজা-রাণীর কীর্ত্তি-কাহিনী বিঘোষিত—দেশে দেশে—মানব-কণ্ঠে—কণ্ঠে। আমার এ অভিযান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে—দেবতার বিরুদ্ধে। এ সৈন্য সংখ্যা দেবরোষে—দেবতার ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ধ্বংস হবে—বিলীন হবে। তাই বলি, অর্দ্ধ কোটী সৈন্য ব্যতীত সিন্ধু-জয় অসম্ভব। সচীব, ঘোষণা কর সমগ্র পারস্যে দুন্দুভির ভৈরব নাদে, কিশোর হতে প্রৌঢ় বর্ষীয় প্রত্যেক নর-নারীকেই এ যুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করতে হবে—এ দেব-বিরুদ্ধে সজ্জিত অভিযানের সঙ্গী হতে হবে। ঘোষণা কর, যে এ আদেশ আনতশিরে—অবাকে পালন না করবে, পারস্য সুলতান স্বয়ং স্বকরে তার শিরশ্ছেদ করবেন। দেহ তার ছুরিকাবিদ্ধ করে, লবণ-প্রক্ষেপে এক এক খণ্ড কর্ত্তিত করবো—বিশ্বের আবর্জ্জনা জ্ঞানে তাকে আবর্জ্জনারই ন্যায় অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করবো।"

প্রবীণ ও প্রধান সচীব মুকুল অভিবাদনে বলিলেন,—

"সামান্য জনপদ জয়ের জন্য এই বিপুলবাহিনী নিয়ে—এই অসংখ্য জনসাধারণকে নিয়ে—এমন কি রমণীসহ অভিযান করা পারস্যের গৌরব নয়—কলঙ্ক! বীরত্বের পরিচয় নয়—কাপুরুষতার প্রকাশ।"

"হা—হা—হা! সচীব, যুদ্ধ হয়—বন্ধুত্ব হয়—সব সমানে সমানে। যখন চাঁদিনী বেগম, সিন্ধুর রাণী ও মহারাণী, সম্রাট্-নন্দিনী—রণ-রঙ্গিনী

বেশে—মুক্তকেশে—মুক্ত করবাল করে দাঁড়াবেন সৈন্য পুরোভাগে—তখন বৃদ্ধ তুমি—স্থবির তুমি—তুমি পার দাঁড়াতে তাঁদের সম্মুখে—তাঁদের আক্রমণ প্রতিরোধে তোমার লোল শিথিল বক্ষখানি পেতে—কিন্তু যে সবল সুস্থ—যার মাথার কেশ কৃষ্ণবর্ণ, নয়নের জ্যোতিঃ দীপ্ত, বাহুর শক্তি সতেজ—যার অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা প্রখর, অস্ত্র চালনায় যার বিদ্যুৎ-চমক বিকশিত হয়—সে কেমন করে—কি ভাবে দাঁড়াবে রমণীর সম্মুখে? কি করে সে তুল্‌বে তার কেশরী-শক্তিশালী বাহু—রমণী বধার্থে? সিন্ধু-নারী যা পারে—পাঠান রমণী যা পারে—তা কি পারস্য-মহিলা পারে না? পারস্য রমণীর হৃদয় কি স্পন্দন হীন—চেতনা হীন—শক্তি হীন? যাও মন্ত্রি, এ হীন মন্ত্রণার প্রার্থী নই আমি।"

"কিন্তু পারস্যকে অসহায়—অরক্ষিত দেখে—গ্রীস বা ইটালী, তুর্কী, বা মিশর যদি পারস্যবক্ষে আপতিত হয়?"

"হয় হোক। তথাপি আমার সঙ্কল্প অচল—অটল। তারা জয় কর্‌বে আমার রাজ্য। কিন্তু আমার চিত্তকে জয় কর্‌তে—আমার গৌরবকে ম্লান কর্‌তে পারবে না। তাহ'লে তারাই হবে পরাজিত—তাদেরই ললাট কলঙ্কের কৃষ্ণ-রেখায় আবরিত হবে। তাহ'লে জগৎ বল্‌বে—তস্করের ন্যায় তারা পারস্য জয় করেছে। কিন্তু সিন্ধু—সে যে আমার চিত্ত জয় করেছে—সে যে আমার গৌরব—পারস্য-নারীর গৌরব ডুবিয়ে দিয়েছে—সে যে মহামহিমায় ভারতের আকাশে দীপ্ত-বিভায় ফুটে উঠে—অবজ্ঞার দৃষ্টিক্ষেপে হাস্য কর্‌ছে। শত সহস্র কণ্ঠে সিন্ধুর কীর্তি-কাহিনী সপ্ত-সাগর স্বননে বিশ্বে নিনাদিত হচ্ছে। তার এ গৌরব-গান—অবজ্ঞার হাস্য—তার জয়শ্রী সমুদ্ভাসিত-নেত্র—তার যশোঙ্কিত বক্ষ—দমিত নমিত করে দিতে হবে—এই আমার পণ। যুবরাজ আয়ুব আলি—"

"পিতা!"

"তুমি আমার একমাত্র সন্তান। এই পারস্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তোমারই সর্ব্বাগ্রে রাজাদেশ পালন—প্রজার নয়নে আদর্শ ধারণ প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। যাও পুত্র, রণবেশে সজ্জিত হও। আর যে যেখানে সুলতান আত্মীয় আছে, সকলকেই রণ-সাজে সজ্জিত হ'তে আদেশ দাও। শুধু তাই নয়—তোমার জননীকে, পিতৃব্য-পত্নীকে, মাতৃস্বশাকে যে যেখানে যত সুলতান আত্মীয়া আছেন—সকলকে সিন্ধু-অভিযানের সাথিনী হতে—পারস্য গৌরব আহরণে যাত্রা করতে—রণবেশে সজ্জিতা হতে বল। বলো—এ সুলতানের কঠোর কঠিন আদেশ—অ-পালনে কঠোর দণ্ড—পালনে প্রচুর পুরস্কার।

বলো—স্বয়ং পারস্য সুলতানাও যদি এ আদেশ পালন না করেন—তাহ'লে সুলতানের প্রজ্বলিত ক্রোধ তাঁকেও ভস্ম করবে—যাও।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুরে—মধুরে—দশদিশি মধুময়।
মধুর পবন, মধুর-মলয় বয়॥
মধুর উজল নীল—নীলাম্বরে।
তরুণ-অরুণ কিরণ ঢালিছে মধুরে॥
ভুবনে খেলিছে—মধুর লহর-রাশি,
মৃদুল মধুর অধরে হাসি হাসি।
মাতিছে নাচিছে বিপুল হরষে ভাসি॥
পিক্ পাপিয়া মধুরে গাহিছে।
প্রকৃতি মধুর মিলন ঘোষিছে॥
এমন মধুর মোহন মিলনে;
তুমি এস, তুমি বোস মধুর প্রাণে।
ঢাল প্রেমধারা মৃদু মধুর বচনে॥

"না, না—থেমোনা—থেমোনা সোণালী—গাও গাও—আবার গাও। বহুদিন—বহুকাল তোমার মধুর কণ্ঠের মধুর-গান, মোহন মূর্চ্ছনাময় তান শুনি নাই। আজ শুনি—আজ বহুদিনের সঞ্চিত পুঞ্জিত হৃদয়ের ক্ষুধা নিবারণ করি। আজ বহুকালের পিপাসা পূর্ণ করি। গাও—গাও—সোণালী—তোল তান—ভুবন-গগন মাতিয়ে—গাও গান—আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে—আমি সব ভোলা-প্রাণে শুনি তোমার গান—দেখি তোমার স্বচ্ছ কিরণা, বিশ্ব-মোহনা, আলোক আলেখ্য গঠিতা সুষমা-লহর

স্বজিতা, অপরূপ রূপটুকু—লাস্য-লীলা-তরঙ্গায়িত হাসিটুকু। গাও প্রেম-রাণী—গাও রুকুরুদ্দীনের হৃদয়-রাণী।”

রাগ-রক্তিম-অধরা, লজ্জা-নমিতা, আনতা-নেত্রা সোণালী মৃদু-মধু-হাস্যে, ধীরে—শান্ত স্নিগ্ধ-স্বরে বীণার ঝঙ্কারে বলিল,—

“তুমি কেন লুকিয়ে এসে—চুপ্‌টী করে—ঘাপ্‌টী মেরে আমার গান শুন্‌ছিলে? যাও বড় চালাক—বড় চতুর—বড় দুষ্ট তুমি!”

“অপরাধ করে থাকি যদি সোণালী, তবে বাঁধ তোমার মৃণাল কর আলিঙ্গনে—বাঁধ আজীবনের মত—জন্ম-জন্মান্তরের মতন।”

“বাঁধা কি থাক্‌বে?”

“থাক্‌বো।”

“সেটা তোমার করুণা। আমার তো আর বাঁধবার শক্তি সামর্থ্য নাই।”

“তোমার শক্তি নাই? তবে শক্তি আছে কার? তুমি যদি না বাঁধতে পার, তাহ'লে রুকুরুদ্দীনকে বাঁধতে পারে—এমন গুণময়ী—রূপময়ী আর কেউ নাই। তুমি বেঁধেছ—তুমি বাঁধবে—জীবনে জীবনে।”

“আমি রূপ-গুণহীনা—শুধু তোমার সেবিকা। আদরে চরণে যে স্থান দিয়েছ—এই আমার সকল প্রার্থনার চাওয়া—এই আমার নারী-জীবনের সফলতা।”

“না, না—ওকথা বলো না সোণালী। আমি পশু নই—মানুষ। বক্ষের ভূষণ—নারী-রতনকে চরণে স্থান দিই নাই—দিয়েছি আমার হৃদয়ে স্থান—এঁকেছি মূর্ত্তি তোমার প্রাণে প্রাণে। তুমি আমার শান্তিবারি—তুমি আমার আশার মূর্ত্তিময়ী দেবী। তোমারই মুখ চেয়ে—তোমারই আশায় রুকুরুদ্দীন পেয়েছে তার নূতন জীবন। চল সোণালী, দিল্লীতে—পিতা আমার, তোমায় আমায়, সিন্ধুর মহারাণীকে, রাজা-রাণী ও জননী চাঁদিনী

বেগমকে দিল্লী নিয়ে যেতে চান। তাঁরাও যেতে স্বীকৃত হয়েছেন। দিল্লী-বাহিনী উৎসবে উল্লাসে—মহোল্লাসে মহোৎসাহে—মহানন্দে মেতেছে। সম্রাট পুলক-প্লাবনে ভাসমান। ইচ্ছা তাঁর—আমাকেই দিল্লী সিংহাসনে অভিষেক করা।"

"তাহ'লে নবীন ভারত-অধিপতি, প্রথমে তোমার অনুগতা সেবিকার প্রথম অভিবাদন গ্রহণ কর।"

"না, না, পিতা জীবিত থাকৃতে—পুত্র আমি—সেবক আমি—আমি কি বস্‌তে পারি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বোচ্চ আসনে! আমি আছি তাঁর সেবক—থাকৃবো এমনি ধারাই সেবকরূপে তাঁর চরণতলে দাঁড়িয়ে। পিতৃ-আজ্ঞা পালন—সে যে আমার মহা গৌরব—মহা আনন্দ সোণালী।"

"তবে হে মহতী মহান মানব, হে গরীয়ান, মহীয়ান, ভাগ্যবান পুরুষ—তবে এ সেবিকার—এ উপাসিকার—শত-ভক্তি প্রণাম গ্রহণ কর।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

"ঐ কাল পাহাড়ের মত—ধূমকেতুর মত—ও কি আসে সেনাপতি?"

"কিছুই তো অনুমান করতে পারছি না মালবেশ্বর।"

"বাহিনীর গতি সংরুদ্ধ কর।"

মালবেশ্বরের আদেশে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য—গতিরুদ্ধে আশঙ্কিত প্রাণে দণ্ডায়মান হইয়া ভীত ত্রাস্ত-নয়নে সম্মুখে চাহিল।

"সেনাপতি!"

"রাজা।"

"তোমার কি অনুমান?"

"অনুমান কিছুই তো করতে পারছি না রাজা—কল্পনাতেও কিছুই আনতে পারছি না। এ যে স্বপ্নের অতীত—মানব কল্পনার অগোচর।"

"তবে?"

"তবে আমার বিশ্বাস—এ প্রলয়-প্লাবনের ব্যোমস্পর্শী বারি-রাশি—ক্ষিপ্ত সাগরের উদ্‌ভ্রান্ত ধ্বংস-মূর্ত্তির প্রধাবন।"

"উপায়?"

"উপায় সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে—পশ্চাতে দ্রুতগতিতে অশ্ব চালনা করা।"

"কিন্তু বৃথা। সত্যই যদি পয়োধির-প্রলয় উচ্ছ্বাস হয়—তাহ'লে তার গ্রাস হ'তে আত্মরক্ষা অসম্ভব। তার চেয়ে—চালাও বাহিনী দক্ষিণ

ভাগে। দেখি এ প্রলয়-প্লাবনের শেষ প্রান্ত আছে কি না—দেখি এ বিশ্ব-ধ্বংসকারী প্লাবন—না আংশিক গ্রাসে এ তরঙ্গোচ্ছ্বাসের আগমন।”

রাজাদেশে সমগ্র-বাহিনী জীবনাশঙ্কায় মুহুর্মুহু অশ্বপৃষ্ঠে সজোর কষা-ঘাত করিল। উর্দ্ধশ্বাসে তুরঙ্গ ছুটিল। বহুদূর অতিক্রমে রাজা সহসা বলিয়া উঠিলেন,—“দাঁড়াও।”

মুহূর্ত্তে বাহিনীর গতি নিরুদ্ধ হইল। রাজা ডাকিলেন,—

“সেনাপতি!”

“রাজা।”

“দেখছো?”

“কি?”

“শেষ প্রান্ত পেয়েছি—তা দেখেছো?”

“এতক্ষণ আত্মরক্ষায়—বাহিনী রক্ষায় নিমগ্ন ছিলুম—লক্ষ্য করি নাই। এখন দেখছি সত্যই আমরা আকাশভেদী সাগর-তরঙ্গের সম্মুখ হ'তে পার্শ্বে এসেছি। আর অপেক্ষায় প্রয়োজন নাই, কি জানি যদি তরঙ্গের গতি পরিবর্ত্তিত হয়—যদি এই দিকেই প্রবাহিত হয়। চলুন রাজা, দ্রুত-গতি রাজধানী অভিমুখে।”

“না, আমি যাব না। ইচ্ছা হয়, তুমি যাও—আমি যাব না। আমি দেখবো, ওটা সচল হিমাদ্রী—না নীলাম্বুর উন্মাদ নর্ত্তন—না আর কিছু।”

“কিন্তু জীবনাশঙ্কা প্রতিপলে।”

“হলেও—এমন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার—অত্যদ্ভুদ অকল্পনীয় অচিন্ত-নীয় দৃশ্যের সত্যতা নির্ণয় না করে আমি ফিরবো না।”

“কিন্তু আপনার এই অহেতুকী কৌতূহলের জন্য এই পঞ্চাশ হাজার জীবন অনর্থক নষ্ট হবে—এ কথা স্মরণ রাখবেন রাজা।”

"উত্তম! তাহ'লে তুমি রাজধানী গমন কর এই বাহিনী নিয়ে।"

"আপনাকে একাকী রেখে?"

"আমি বালক নই!"

"তাহ'লেও আমার কর্ত্তব্য নয়।"

"তবে তুমি থাক। তোমার সহকারী বাহিনী নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করুক।"

"বেশ তাই হোক।"

রাজাদেশে, সহকারী সেনানায়ক বাহিনী পরিচালনা করিলেন। রাজা নির্ব্বাকে নিশ্চলে নিথর-নেত্রে সেই অদ্ভুত দৃশ্যের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা রাজা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"সেনাপতি, সেনাপতি—ভুল, সব ভুল ধারণা আমাদের।"

"কি ভুল ধারণা?"

"ঐ দৃশ্যকে হিমাদ্রী ভাবা ভুল—নীলাম্বুর তরঙ্গ ধারণা করা ভুল। ও তরঙ্গ নয়—পাহাড় বা ধূমকেতু নয়।"

"তবে কি রাজা?"

"কি যে—তা দেখ, বেশ করে স্থির-নেত্রে দেখ, তোমারও ভুল-ভ্রান্তি ভাঙ্‌বে। সহকারী সেনাপতি ফেরাও তোমার বাহিনী"

অবাকে—আশ্চর্য্যে, সহকারী সেনানায়ক বাহিনীর গতি পরিবর্ত্তিত করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখছো সেনাপতি?"

"তাই তো রাজা,—সত্যই তো আমাদের অনুমান, কল্পনা, ধারণা সবই ভ্রান্ত। কিন্তু এ যে আরও অসম্ভব ব্যাপার—আরও বিচিত্র দৃশ্য।"

"এখন তোমার কি অনুমান হয় সেনাপতি?"

"আমি কিছু বুঝতে—ভাবতে পার্‌ছি না। আমার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত—চিত্ত বিকল—নেত্র নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। আমি বুঝতে পারছি না যে—

মরুভূম মাঝে মরিচীকা দেখছি—কি স্বপ্ন দেখছি! আমি বুঝতে পারছি না—আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত!"

"তুমি উদ্‌ভ্রান্ত হলেও আমি হই নাই। আমার অনুমান ঐ বিরাট বিশালকায় দৃশ্যটা পারস্য-বাহিনী।"

"এমন সাগরোর্ম্মিমালার ন্যায় অসংখ্য অগণন সৈন্য, পারস্য কোথায় পাবে?"

"ইতিহাস পড় নাই সেনাপতি, তাই এ কথা বল্‌ছো। পারস্যের বেতন-গ্রাহী রাজ-সৈন্যের সংখ্যাই দ্বাদশ লক্ষ। তদুপরি করদরাজ্য সমূহের সৈন্য সংখ্যাও প্রায় রাজ-সৈন্যেরই সমতুল্য। আর এই জন্যই পারস্যকে সমগ্র এশিয়া, সমগ্র প্রাচ্য প্রতীচ্য জগৎ ভয় করে—পারস্যের শক্তির নিকট মাথা নত করে।"

"কিন্তু এ বিশ্ব-বিধস্তকারী বিরাট-বিপুল বাহিনীসহ, কোন মহাদেশ জয়ে—কোন মহাশক্তিবানের শক্তি চূর্ণিত করতে চলেছে এ শমন কটক?"

"সিন্ধু জয়ে—রুকুরুদ্দীনের শক্তি চূর্ণিত করতে।"

"তুচ্ছ সিন্ধু—ক্ষুদ্র রুকুরুদ্দীনের শক্তি-মেরুদণ্ড চূর্ণে—এ বিশালবাহিনীর প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন বুঝতে পার নাই সেনাপতি?"

"না।"

"তুমি সেনাপতি, মহা অস্ত্রবিদ, মহা সাহসী, মহা কৌশলী। সামান্য সেনানী—শত সহস্রও তোমার অস্ত্র সম্মুখে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে সক্ষম হবে না। তার কারণ, তুমি জন্ম জন্ম সাধনায় পেয়েছ এই শক্তি—এই দুর্ব্বার সাহস—এই অরিন্দম বিক্রম।

সিন্ধু ক্ষুদ্র হলেও—বীরত্বের জন্মভূমি। সিন্ধু লক্ষ লক্ষ বর্ষ স্বাধীনতার সাধনায় আত্ম-প্রাণ করেছে অর্পণ। সিন্ধুর সামান্য সেনানীর বাহুতেও

বজ্রের শক্তি। আর রুকুরুদ্দীন, মহৎ মহান্‌, উদার উচ্চ, করুণাবান, ধর্ম্মপরায়ণ। দেবতার আশীষধারা—দেব করুণা বর্ষিত তার শিরে—দেব-শক্তি সঞ্চারিত তার বাহুতে। অধর্ম্ম চলেছে—ধর্ম্মের বিরুদ্ধে; মূর্খ চলেছে—জ্ঞানের দর্প চূর্ণ করতে; পাপী চলেছে—ভক্তের সাধনা ভাঙতে—তাই এই অসম্ভব রণ-সজ্জা—এই বিশাল-বাহিনীর সমাবেশ।"

"তাহ'লে আর বিলম্ব কেন রাজা? আর অত্যল্পকাল মধ্যেই পারস্য-বাহিনী আমাদের সন্নিকটে এসে পড়বে। তাদের ক্রোধ আমাদের উপরও পূর্ণমাত্রায় আছে। পারস্য, নিশ্চয়ই শুনেছে, আমাদেরই সৈন্য সাহায্যে রুকুরুদ্দীন পারস্য-বাহিনীকে পরাজিত করে। আজ এই সুবর্ণ-সুযোগে পারস্য তার প্রতিশোধ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করে—দুর্ব্বল বালকের ন্যায় স্বস্থানে চোখ বুঁজে চলে যাবে না। সে মালবের প্রতি ভীষণ প্রতিশোধ নেবে। তাই বলি, বিলম্বের প্রয়োজন নাই। দ্রুতগতি রাজধানী অভি-মুখে অশ্বচালনা করুন।"

"যে সিন্ধু অধীশ্বরকে এই বক্ষে গ্রহণ করেছি—ভ্রাতৃ সম্বোধন করেছি—এই বাহুপ্রসারণে আলিঙ্গন করেছি—সেই আমার সখা, সুহৃদ. সহোদর সম রাজার এই সঙ্কট—এই বিপদ জেনেও—আমি পশুর ন্যায় আত্ম-জীবন রক্ষায় পলায়ন করবো! যে রুকুরুদ্দীনের মহান্‌ করুণায়—মহোচ্চ উদারতায় আমি জীবন পেয়েছি—সেই পরমোপকারী. পরমাত্মীয় পরম-বন্ধুর এই আসন্ন বিপদ সচক্ষে—সজীব-দেহে দেখেও আমি শিশুর ন্যায় পলায়নে—রমণী-অঞ্চল ধারণে—স্বীয় সুরক্ষিত প্রস্তর-প্রাসাদে—সুখে স্বচ্ছন্দে, নীরবে নিশ্চিন্তে আনন্দ উপভোগ করবো? ছিঃ ছিঃ—এ হীন বাণী—এ হেয় উপদেশ, আমার সেনাপতি তুমি—তোমার নিকট প্রত্যাশা করি নাই।"

"কিন্তু ঐ বাহিনীর একটুমাত্র সংঘাতেই ক্ষুদ্র এ বাহিনী একেবারে ধরায় লুণ্ঠিত হয়ে পড়বে।"

"পড়ে পড়ুক। তবুও মানব-সমাজে—জগৎ-হৃদয়ে একটা মহা নাম—মহা যশঃ—মহা কীর্ত্তি চিরোজ্জ্বল হয়ে—চিরকাল দেদ্দীপ্যমান থাকবে। এইখানে মালবের কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপিত হোক। এইখানে—এই প্রান্তরেই মালবের গৌরব-পতাকা প্রোথিত হোক। বিশ্ব-বক্ষে একটা মহা বিস্ময়ের ধারা সঞ্চারিত করুক। সাবধান, একটী সৈন্যও যেন প্রত্যাবর্ত্তন না করে। কেবল একজন সৈন্য মাত্র এই মুহূর্ত্তে সিন্ধু-অভিমুখে দ্রুত-গতিতে যাও—রাজা-রাণীকে—মহারাণী ও চাঁদিনী-বেগমকে—আমার বন্ধু রুকুরুদ্দীনকে আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি জানাতে—এই বিপদ-বার্ত্তা শোনাতে। যাও—তেজবান অশ্বে এই দণ্ডে। বলো, মালবেশ্বর বন্ধুর জন্য—ভ্রাতার জন্য—পারস্য-বাহিনীর সম্মুখে—নিজের বক্ষ স্বেচ্ছায় সহাস্যে পেতে দিয়েছে। স্বেচ্ছায় মালব—প্রান্তরেই তার বীর-শয্যা পেতেছে।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"কে তুমি?"

"আমি তোমার দুষমণ।"

"তাহ'লে আমি তোমার শমন।"

"রাজপুত শমনকে কণামাত্রও ভয় করে না।"

"আর এই নির্ভীকতার জন্যই রাজপুত দীর্ঘ-জীবন ভোগ কর্‌তেও পারে না।"

"কিন্তু দেবতার আশীর্ব্বাদ পায়।"

"আর আমরাও কাফের সংহারে দেবতার আশীর্ব্বাদ পাই। তোমরা জীবন দিয়ে দেব-আশীর্ব্বাদ পাও—আর আমরা তোমাদের জীবন নিয়ে দেব-আশীর্ব্বাদ পাই। সুতরাং প্রবল আমরা। দুর্ব্বলের উচিৎ নয়—সংহার-শক্তিশালীর সম্মুখে সু-উচ্চ শিরে দাঁড়িয়ে গর্ব্বোক্তি করা। তাই বলি, বৃথা গর্ব্বে পরমায়ু ক্ষয় না করে সত্য বল—কে তুমি? এই এত সৈন্য নিয়ে কোথা থেকে আস্‌ছো তুমি?"

"শুনে লাভ?"

"লাভ আমার না হলেও—তোমার হবে।"

"কিরূপ?"

"পরিচয়ে হয় তো জীবন নিয়ে, তোমার জননী অথবা সহধর্ম্মিণীর নয়নাশ্রু মোছাতে পার।"

"রাজপুত এরূপ লাভের প্রত্যাশী নয়।"

"দেখছি তুমি উন্মাদ। যাক্—তোমার পরিচয়ে প্রয়োজন নাই। আমার প্রয়োজন—গন্তব্য-স্থানে গমন। আমাদের গমন-পথ হতে সরে দাঁড়াও উন্মাদ!"

"তোমাদের পরিচয় না জান্‌লে—কোথায়—কোন্ রাজ্যে—কোন্ উদ্দেশ্যে অভিযান না শুনলে—এ বাহিনী, এইরূপ প্রস্তরেরই ন্যায়—নিশ্চল থাক্‌বে। বল—সত্য বল, কে তোমরা—কি উদ্দেশ্য তোমাদের?'

"কৈফিয়ৎ?"

"না, কৌতুহল!"

"তবে শোন স্পর্দ্ধিত, এ পারস্য-বাহিনী। এ বাহিনীর সংখ্যা অর্দ্ধ-কোটী। এ বাহিনীর সহগামী স্বয়ং সুলতান। আর আমি-ই এ বাহিনীর সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি—নাম আমার যুকার। উদ্দেশ্য আমাদের সিন্ধু-রাজ্য সমূলে উৎপাটনে, সিন্ধু-গর্ভে বিসর্জ্জন। আর গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত রুকুরুদ্দীনের সংহার সাধন—তার দোসর মালবেশ্বরের বক্ষ-রক্ত পান।"

"তাহ'লে এইখানেই তোমার একটা উদ্দেশ্য পূর্ণ করে—তবে সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হও পারস্য-সেনাপতি!"

"সেকি! তুমি-ই মালবের রাজা?"

"হাঁ সেনাপতি, আমিই মালবের রাজা। আমি সম্রাট-পুত্রের বন্ধু-ভাই—শুভার্থী, আর তোমার শত্রু—শোণিত প্রার্থী। একটীও মালব সৈন্য জীবিত থাক্‌তে তোমার গমন পথ সুগম বিঘ্নহীন হবে না সেনাপতি। মালব-সৈন্য সংহার না করে পদমাত্রও অগ্রসর হতে পারবে না পারসিক।"

"বিঘ্ন উৎপাটনে বিলম্ব অধিক হবে না। কিন্তু মমতা আস্‌ছে বক্ষে—এই এতগুলি প্রাণকে পশুর ন্যায় হরণ করতে। তাই বলি, অস্ত্র তোমার—আমার চরণ-তলে রক্ষা করে—নত-শিরে সরে দাঁড়াও।"

"কারও চরণ-তলে অঙ্গ-ভূষণ অস্ত্র রাখতে—গৌরবের গর্ব্ব-মস্তক নত করতে রাজপুত চির অনভ্যস্ত।"

"মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে মানুষ এমনই বিকারগ্রস্থ হয়—এমনই প্রলাপ-বাক্য প্রয়োগ করে।"

"প্রাণ-প্রিয় পারস্যবাসীর নিকট, পরার্থে বা দেশের জন্য প্রাণদান—গৌরব আহরণে মৃত্যু আহ্বান; প্রলাপ-বাক্য বা উন্মাদের কার্য্য বলে অভিহিত হলেও এ আর্য্যাবর্ত্তে সেটা প্রলাপ বা উন্মত্ততা নয় সেনাপতি।"

"উত্তম। পারসিকগণ, এই কাফেরদলকে দয়া-মায়া বিবর্জ্জনে সংহার কর—বধ কর।"

"হিন্দুগণ, দুর্ব্বল রক্ষায়—ধর্ম্ম-পক্ষ অবলম্বনে—পরমোপকারী ভারত-হিতৈষী সম্রাট-নন্দনের মঙ্গল সাধনে—আত্ম-প্রাণ দানে অনন্ত জীবন লাভ কর।"

পারস্য ও রাজপুতে—প্রবল ও দুর্ব্বলে ভীষণ সংঘর্ষণ হইল। সেনাপতি যুকার যা দেখিলেন, তাহাতে অন্তরে বুঝিলেন, যে কাজটা সহজে সমাপ্ত হবে অনুমান করিয়াছিলেন, সে কাজটা সহজ সরল নয়। হিন্দু তণ্ডুল ও ভুট্টা ভোজী হলেও রণ-বিশারদ—মহা তেজবান—বীর্য্য-বান। মহা সংঘাতে, বহু বিপক্ষ সৈন্য নিপাতে, বীর-ব্রত পালক হিন্দুগণ একে একে অস্ত্র-শয্যায় শয়ন করিল, তবুও কেহ টলিল না—হটিল না—কাঁপিল না—পলাইল না। কারও কণ্ঠে ভীত-চীৎকার ধ্বনিও উত্থিত হইল না। সব সৈন্যসহ, পারস্যের লক্ষাধিক সৈন্য নিধনে বীর-কুল-ললাট-তিলক, মানব-শিরো-ভূষণ, রথীন্দ্র, বীরেন্দ্র, মানবেন্দ্র মালবেশ্বর—আদর্শ-আকর, মহিমা সাগর, আত্মোৎসর্গময়, বরিত, পূজিত, দেব গুণবান, তারকারি তেজবান মালবেশ্বর—বন্ধু-বৎসল, ন্যায়-নিষ্ঠ,

কর্ম্মবীর, অস্ত্রবীর, দেশ-পূজক, মাতৃ-সাধক মালবেশ্বর—অস্ত্র-ভূষণে, বীর-বসনে, রক্ত-চন্দনে ভূষিত হইয়া—অস্ত্র-আধারে, অস্ত্র-উপাধানে, অস্ত্র-সনে ভূ-আসনে শয়ন করিলেন—ভারত-ভূমির মৃত্তিকায় কীর্ত্তি-কথা কনক-রেখায় গাঁথিয়া—চির স্মৃতি-স্তম্ভ স্বর্ণ-বর্ণে খোদিত করিয়া।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"সেনাপতি যুকার!"

"আদেশ করুন সাহান সা।"

"এ কি করেছো সেনাপতি?"

"কাফের সংহারে পুণ্য সঞ্চয় করেছি—শত্রুবধে উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছি।"

"আমি ভেবেছিলুম—বুঝেছিলুম যে আমার সেনাপতি মানুষ—বীর। কিন্তু আজ বুঝছি—ভাবছি—আমি মূর্খ—অন্ধ—অজ্ঞ। তাই এক শয়তানকে সেনানায়কের পদে বরিত করেছিলুম।"

"সুলতানের বোধ হয় স্মরণ নাই যে, এই মালবের রাজার সহায়তায় রুকুরুদ্দীন পারস্য-বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল।"

"স্মরণ আছে। আর স্মরণ আছে বলেই এই কথা বলছি। যে মানুষ শুদ্ধমাত্র উপকারীর প্রত্যুপকারার্থে, বিদেশী বিধর্ম্ম-বলে ঘৃণা হিংসা-দ্বেষ না করে, ভ্রাতৃ-সম্বোধনে বক্ষে টেনে নেয়—যে শুদ্ধমাত্র উপকারীর উপকারার্থে নিজ জীবন, রাজ্য, সিংহাসন, পুত্র-পরিজন অবহেলায় বিপন্ন করে উপকারীর পার্শ্বে এসে দাঁড়ায়—সে সামান্য—সাধারণ মানব নয়—দেব-জানিত মহা-মানব—ঈশ্বরানুগৃহিত—পীর। সেই পয়গম্বর-তুল্য মহোচ্চ মানবকে—এইরূপে হীন-পশুর ন্যায় হত্যা, মানুষের কর্ম্ম—বীরের ধর্ম্ম নয় সেনাপতি!"

"কিন্তু এ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। আমার পুনঃ পুনঃ নিষেধ স্বত্বেও রাজা আমায় পথ প্রদান করেন নাই।"

"তুমি সেনাপতি পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যে কোটী সৈন্য সহায়েও ক্ষীণ শত্রুকে কৌশলে বন্দী কর্‌তে জানে না—যে কিরূপ আঘাতে শত্রু অস্ত্র হস্তচ্যুত হয় শিক্ষা করে নাই—তার এই অৰ্দ্ধকোটী বাহিনীর অধীশ্বর—চালক—শিক্ষক হওয়া শোভা পায় না।"

"সে কৌশল বা অস্ত্র চালনায় অনভিজ্ঞ নই সাহান সা!"

"তবে?"

"তবে শত্রুর মূলোৎপাটনই রাজ-নীতি।"

"আর বীর-নীতি কি সেনাপতি?"

"বীর-নীতি—বিপদের সম্মুখীন হওয়া—শত সহস্র আঘাত—শত ক্রূর আক্রমণ—অটল অচলতায় প্রতিহত করা—শত্রুর বক্ষ-করাল করবালে বিদীর্ণ করা।"

"কিন্তু স্থবির অথর্ব্ব-কেশরীকে হত্যা করা—দুর্ব্বলকে আক্রমণ করা—রমণী আবেষ্টন মধ্যে আস্ফালন করা বীর-নীতি নয়। বল্মীক-স্তূপ থেকে লম্ফদান—আর হিমাদ্রী-শিখর-শীর্ষ হতে পতন—এক নয়। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে—হৃত-তেজা, বিগত-বিক্রমা কেশরীকে বধ—আর জাগ্রতা, মদ-ক্ষিপ্তা তেজোদ্দীপ্তা কেশরীকে নিরস্ত্র অবস্থায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বধ-সাধন একই গৌরব আনয়ন করে না বীর! সেনাপতি, তুমি শয়তান—তুমি অপরাধী—তুমি পারস্যের অপযশঃ—বীরের ব্যাধি—জাতির কণ্টক। অৰ্দ্ধকোটী সৈন্য সহায়ে সামান্য—অতি সামান্য—সহজ গননীয় এই হিন্দু-বীরগণের সংহার-সাধন—আমার ললাট—আমার শির কলঙ্কিত—আমার গৌরব-গরিমা গর্ব্ব বিচূর্ণিত করে দিয়েছে। আর হিন্দুর নাম—হিন্দুর যশ—শত সূর্য্য শুভ্র-তায়—শত সূর্য্য-কিরণোজ্জ্বলতায় ফুটে উঠেছে। জগৎ বলবে—কোটী

সৈন্য সহায়ে পারস্য, পিশাচের ন্যায় জীঘাংসায় দুর্ব্বল-পীড়নে শোণিত পান করেছে। আর হিন্দু, বীরের ন্যায়—মানুষের ন্যায়—মহামহিমায়, মহতী-ভঙ্গিমায় মহোচ্চ গরিমায়—মুষ্টিমেয় সৈন্য সহায়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে—পারস্যের কোটী অস্ত্র বুকে ধারণ করে—করেছে শয়ন। তুমি আত্মায় পরাজিত করেছ।"

"তবে এ অপ্রতুল অর্থব্যয়ে—এ অতুল বাহিনী নিয়ে সামান্য সিন্ধু-জয়ে অভিযানের কারণ কি বাদশা?"

"এর কারণ ক্ষুদ্রান্তকরণ তোমার—তুমি বুঝবে না। শোন সেনা-পতি, মহতের পূজা—বীরের মর্য্যাদা—প্রতিভার সম্মান করা নিজেরই হৃদয়ের সু-প্রবৃত্তির স্ফূরণ—নিজেরই মনুষ্যত্বের পরিচয় জ্ঞাপন। কিন্তু তোমার এ হত্যা—তোমার হৃদয়ের জঘন্যতার পরিচয় প্রদান কর্‌ছে। তুমি আজ যে কলঙ্ক-স্তূপ পারস্য অধীপের শিরে নিক্ষেপ কর্‌লে, এ কলঙ্কের পর্ব্বত কবে—কোনকালে লয় পাবে তা জানি না। তুমি ঘোরতম অপরাধে—অপরাধী। তবুও তোমায় মার্জ্জনা করলুম, তার কারণ—সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে—সাধারণের মধ্যে তোমার ন্যায় অনেক অন্ধ-বিশ্বাসী অজ্ঞ আছে—যাদের ধারণা কাফের সংহারে সত্যই পুণ্য সঞ্চয় হয়। সেই তারা—এই কাফের হত্যার জন্য তোমায় শাস্তি দিলে যদি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তাই ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় তোমায় মার্জ্জনা কর্‌লুম—যাও। আর সচীব—"

"জাঁহাপনা!"

"তড়িৎ-তুরঙ্গে—এই শোচনীয় সংবাদ সিন্ধু-রাজার নিকট প্রেরণ কর।"

"আদেশ শিরোধার্য্য।"

"আর—এই মহাবীরের কীর্ত্তি ও স্মৃতি চিরস্থায়ী কর্‌তে—ভবিষ্যতের

নেত্রে অতীতের আদর্শ জাগাতে—এইখানে—এই প্রান্তরে আকাশ-স্পর্শী এক প্রস্তর-স্তম্ভ নির্ম্মাণে—পদতলে তার খোদিত করে দাও—'কে যাও—দাঁড়াও—একবার এইখানে দাঁড়াও—যে জাতিই হও একবার—এক মুহূর্ত্তের জন্য এইখানে—এই বীরের শেষ শয়ন-মৃত্তিকায় একবার দাঁড়াও—একবার চিন্তা কর—স্মরণ কর এই বীরের বীর-গাঁথা—একবার স্পর্শ কর এই কীর্ত্তি-স্তম্ভ।' আর এই স্তম্ভ সম্মুখে, এই মহামানবের স্ফটিক-গঠিত বীর-মূর্ত্তি স্থাপনা করে লিখে দাও প্রস্তর-ফলকে,—'রাজাধিরাজ মালবেশ্বর। কে যাও দাঁড়াও—মানুষ যদি হও দাঁড়াও—এই বীর-পদতলে শির আনত কর। এই মানুষ—এই বীর—এমনি বীর-ভূষায়—অস্ত্র-সজ্জায় কোটী পারস্য-সৈন্যের বিপক্ষে বিদেশী-বন্ধুর—বিধর্ম্মী উপকারীর রক্ষায় স্বীয় জীবন স্বেচ্ছায় সানন্দে এইখানে ভূ-শয্যায় বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন—তাই আবার বলি, যদি মানুষ হও—প্রণত হও।' সচীব, আজ সত্যই পারস্য পরাজিত। এই বীরের অকাল মৃত্যুতে—অন্যায় সমরে এই বীর হত্যায় সত্যই আমি মর্ম্মাহত। জানি না—এ কৃষ্ণ-কলঙ্ক-রেখা আমার ললাট হতে কখনও প্রধৌত হবে কি না—জানি না পারস্য আবার কখনও এ কলঙ্ক আবরণ হতে মুক্ত হয়ে স্ব-গৌরবে সুদীপ্ত মহিমা শিখরে আরোহণ করে—সু-শুভ্র মস্তকে—সু-উজ্জ্বল ললাটে পৃথ্বী-বক্ষে আবার নিজের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করতে পারবে কি না। আজ আমি স্বীকার করছি—মুক্ত-স্বরে স্বীকার করছি—মালবের মহত্ত্ব-মহিমার নিকট আমি প্রণত—পরাস্ত।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"আমি যুক্তি-তর্ক চাই না—আমি চাই যুদ্ধ—আমি চাই রুকুরুদ্দীনের পরমোপকারী ভাই মালবেশ্বরের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নিতে। পিতা, সম্রাট্, আপনিও কি এ যুদ্ধে বিরত হতে বলেন?"

"নতুবা অন্য উপায় নাই পুত্র। অস্ত্র-ধারণ করা বেশীক্ষণ সময়-সাপেক্ষ নয়। কিন্তু এর পরিণাম ভীষণতর হয়ে—সিন্ধু, মালব, দিল্লী এই তিন মহা সাম্রাজ্য মহা-শ্মশানে পরিণত হবে। ভারতের সু-শ্যামল বক্ষ রক্ত-রাগে রঞ্জিত হবে—আকাশ আর্ত্তের উচ্চনাদে মুখরিত—বাতাস মুমূর্ষ্যের দীর্ঘশ্বাসে প্রতপ্ত হয়ে উঠবে। সপ্ত-সিন্ধু নীল-বাস ত্যাগে রক্ত-বসনে, ভারতের মড়ক-বার্ত্তা ঘোষণা করতে—দেশ-দেশান্তরে ছুটবে। তাই বলি, এক্ষেত্রে সন্ধিই যুক্তি-সিদ্ধ। রাজা জলেশ, আপনার কি অভিমত?"

"সু-বিচক্ষণ ভারত-সম্রাটের চিন্তারাশি তরল বা ভ্রমাত্মক এ কথা বল্‌তে সাহস কেউ করবে না। একা সিন্ধু যদি পারস্যের ক্রোধানলে ভস্ম হতো—দগ্ধ হতো আমি তাতে পশ্চাদপদ হতুম না—সন্ধি করতুম না। হাস্যাননে—প্রফুল্লান্তকরণে ধ্বংসকে সাদরে আদরে বরণ করতুম। কিন্তু মহাদর্পী, মহাগর্ব্বী, মহাক্রোধী, মহাহিংস্রক পারস্যের ভীষণ ক্রোধ, শুধু সিন্ধু, মালব, বা দিল্লী বিধ্বংসে বিরত—নিরস্ত হবে না—সমগ্র ভারত জ্বালিয়ে—পুড়িয়ে—বিরাট ধ্বংস-স্তূপের ওপর পৈশাচিক নৃত্য করবে।

আর জগতের সব অভিশাপ—আর্ত্তশ্বাস—আমার-ই শিরে আপতিত হবে। মন্ত্রী মহীধর, আপনি কি মন্ত্রণা দেন?”

“কোটী সৈন্য পারস্যের সহায়। ক্ষুদ্র সিন্ধু-ধ্বংসে এ অসম্ভব—যা কেউ কখনও কল্পনায় কোন দিন আনতে পারে নাই—সেই অসম্ভাবিত মহাকায় বাহিনী নিয়ে ক্ষুদ্র সিন্ধু ধ্বংসে আসে নাই। এসেছে ভারতের শস্য-শ্যামল কমল-কোমল বক্ষ বিমথিত বিদলিত করতে—ভারতকে শ্মশান-ভূষায় সাজাতে। সিন্ধুর কার্য্যের ওপর সমগ্র ভারতের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করছে। সিন্ধু যদি আজ প্রবলের মস্তকে পদাঘাত করে—তাহ'লে প্রবল, দুর্ব্বলের এ অপমানের প্রতিশোধ সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়-রক্তে গ্রহণ করবে। সেনাপতি বিশ্বধর, তোমার কি অনুমান?”

“আমারও একই অনুমান—একই অভিলাষ। হটকারিতায়—বৃথা আত্মম্ভরিতায় ভারতের বক্ষে—ধ্বংস আহ্বানে জগতের নিকট অপরাধী হওয়া—কোটী কোটী নর-নারীর অভিশাপ গ্রহণ করা, কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। এ কাপুরুষতায় ভারত আশীর্ব্বাদ করবে—কিন্তু এরূপ সাহসীকতায় অভিশাপ প্রদান করবে। কোনটা বড় রুকুরুদ্দীন আশীর্ব্বাদ না—অভিশাপ?”

“রুকুরুদ্দীন মানুষের আশীর্ব্বাদ বা অভিশাপকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে। রুকুরুদ্দীন শুধু চায় খোদার করুণা—খোদার আশীর্ব্বাদ। যে ভাই বলে আমায় আলিঙ্গন করেছে—আমার একটা মুখের কথায় যে রাজ্য, সিংহাসন, আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-পরিজন সব বিসর্জ্জনে ছুটে এসেছিল বিপদ-বক্ষে। যে দেবতা আমারই জন্য আজ এই নিষ্ঠুর ভাবে নিহত—সেই দেব-হত্যাকারীকে বন্ধুভাবে জ্ঞান করতে—তার সঙ্গে সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হতে রুকুরুদ্দীন কথনই পারবে না—করবে না। আমি চাই মালব-রাজের হত্যার প্রতিশোধ।”

সহসা বিশ্বালোকময়ী, জগৎললামময়ী, নয়ন-মনো-মোহিনী, চিত্ত-হারিণী, ভুবন-মোহন-কারিণী, বিদ্যুৎবিভা-প্রকাশিণী এক রমণী সিন্ধু-মন্ত্রণা-কক্ষে দ্রুত প্রবেশে—অগ্নিশিখাময়ী ভাষায়, হুঙ্কারোচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন,—

"ঠিক বলেছ রুকুরুদ্দীন। উপকারীর উপকার স্মরণে—দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণে—দেব নাম উচ্চারণে প্রতিশোধ নাও। পারসিকের উষ্ণ শোণিতে তোমার স্বর্গীয় ভ্রাতা মালবেশ্বরের আত্মার তৃপ্তি-সাধন কর। নতুবা অনন্তকাল তোমার বন্ধুর আত্মা হাহাকারে মহাশূন্যে গ্রহের ন্যায় জ্বলন্ত জ্বালায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। তোমার শিরে অলক্ষ্য হতে রুধিরাশ্রু ফেলবে। তার অভিশাপে—রুধির অশ্রুপাতে—আর্ত্তশ্বাসে তোমার মঙ্গল—ভারতের মঙ্গল ডুবে যাবে—পুড়ে যাবে। আর তোমার এই হৃদয়-হীনতায়—সিন্ধুর এই অকৃতজ্ঞতায়—ভারতের এই অনুদারতায় দেব-রোষে সব ধ্বংস—সব লুপ্ত করে—কলির মৃত্যুসাধনে—নব সৃজন সাধিত করবে। তাই বলি, সৃষ্টি রক্ষা—ভারতের কীর্ত্তি রক্ষা করতে চাও যদি তবে ঊর্দ্ধে চাও—তবে অস্ত্রে হস্তার্পণ কর। কেউ যদি সহায় তোমার না হয়—সিন্ধুর মহারাণী তোমার সহায় হবে।"

রুকুরুদ্দীনের উত্তরের পূর্ব্বেই মন্ত্রী মহীধর বলিলেন,—

"মহারাণী, আপনার বাক্য সত্য সঙ্গত হলেও—এ ক্ষেত্রে অনিষ্ট সাধন করবে। পারস্য কোটী সৈন্যবলে বলীয়ান—আর সিন্ধু সৈন্যবল হীন—বীর হীন।"

মহারাণী, মন্ত্রী-বাক্যের উত্তর প্রদানে উদ্যতা হইলেন—কিন্তু তৎ-পূর্ব্বেই কোমল অথচ কঠোর স্বরে ধ্বনিত হইল,—

"বীর না থাকে—বীর নারী আছে। একদিন যে ভাবে—যে বেশে—যে মূর্ত্তি পরিগ্রহে এই সিন্ধুর দুর্ব্বল প্রাণ, প্রবল শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ

করে তুলেছিলুম—কণ্ঠে যে হুঙ্কার এনে, নির্জ্জীব নিস্তেজ নিদ্রিতকে জাগিয়ে ভারতের বীরত্বের-দ্বারে দণ্ডায়মান করেছিলুম—নয়নে যে অনল-শিখা জ্বালিয়ে—হিম-শীতল চিত্তকে অনল-তাপে তাপিত করেছিলুম—আজ আবার সেই বিভীষণা—অনল-বরণা-বেশে—সেই রণ-রঙ্গিনী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণে আবার জাগাবো ভারত-প্রাণ—আবার মাতাবো সিন্ধুর দুর্ব্বল চিত্ত বীর-উন্মাদনায়—আবার ঢেলে দেব ভারতবাসীর হৃদয়ে অনল ধারা—আবার ভাসাবো—মাতাবো হিন্দুর হৃদয়—জ্বালাবো—পোড়াব—শঙ্কা—সঙ্কোচ। সাজাবো রমণীগণে ধ্বংস সাজে—রক্ত বেশে—সংহারিণী মূর্ত্তিতে। কুকু, অগ্রসর হও কর্ত্তব্য সাধনে—বীরব্রত পালনে—উপকারীর প্রতিশোধ গ্রহণে।"

"সম্রাজ্ঞী, আপনার নিকট সিন্ধুর রাজা, সিন্ধু-দেশবাসী—চির-কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভারতভূমি আপনার নিকট উপকৃত নয়—সুতরাং ভারত আপনার নিকট কৃতজ্ঞ নয়! এ সমরের সমাপ্তি শুধু সিন্ধু ধ্বংসে হবে না। ভারত-ব্যাপী মহা সমরানল প্রবল প্রখর বেগে—প্রতপ্ত প্রদাহে প্রজ্জ্বলিত হবে।"

"মন্ত্রীবর, আপনার ন্যায় সকলেই কল্পনা-প্রিয় নয়—কল্পনায় বীভৎস্য মূর্ত্তি চিত্রাঙ্কণে—বর্ত্তমান বিসর্জ্জন দেয় না।"

"জন-সাধারণ বা সিন্ধুর রমণিগণ, সৈন্যের অভাব পূর্ণ করলেও—এ যুদ্ধ আয়োজনে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সিন্ধু-রাজ-ধনাগারে সে অর্থের কিছুমাত্র নাই—যার দ্বারা অর্দ্ধলক্ষ সৈন্যদলও চালনা করা যায়।"

সহসা আবার আর এক দৃশ্য সকলের নয়ন সম্মুখে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদনে আবির্ভূত হইল। সকলে সহর্ষ বিস্ময়ে দেখিলেন—সিন্ধু-রাণী ও সম্রাট নন্দিনী ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই বেশ মলিন—বদন বিবর্ণ—নয়ন অশ্রু পরিপূর্ণ—

অঙ্গ আভরণ হীন। অত্যধিক বিস্ময়ে সকলে স্তম্ভিত নেত্রে দেখিলেন,—উভয়ের পশ্চাতে প্রায় দ্বাদশ জন সহচারিণী। সকলেরই করে এক এক খানি হেমপাত্র, তদুপরি স্তূপীকৃত বহুমূল্য মণি-মুক্তা রাজি খচিত অলঙ্কার রাশি। একে একে দ্বাদশ সঙ্গিনী—ধীরে ধীরে সর্ব্বজন সমক্ষে সেই সিন্ধু-সম রাজ্য ক্রয়োপযোগী আভরণ-রাজি রক্ষা করিল। সম্রাট-নন্দিনী ও রাণী জোৎস্নাময়ী সর্ব্বজন সম্মুখে নতজানু হইয়া উপবেশনে সু-মধুর—সু-কোমল কণ্ঠে বলিলেন,—

"হে মন্ত্রীবর, অর্থের যদি হয় প্রয়োজন—তবে সিন্ধু-সেবিকার মাতৃ-পদে উৎসর্গকৃত এই সামান্য অলঙ্কার পূজারীরূপে আপনি গ্রহণ করুন। আর ধনুর ছিলার যদি হয় প্রয়োজন—আদেশ করুন স্বীয় করে পদ-লম্বিত এই কেশরাশি উৎপাটনে জননী জন্মভূমির পদে পুষ্পাঞ্জলী স্বরূপ প্রদান করছি। এ সামান্য সেবিকার—সামান্য পূজায় এ রণ-যজ্ঞের অভাব যদি পূর্ণ না হয়—তাহলে অনুমতি করুন, দ্বারে দ্বারে—প্রতি গৃহে গৃহে—প্রতি রমণীর নিকট কেশ ও আভরণ—বসন ও ভূষণ ভিক্ষা করে মাতৃপদে অর্পণ করছি। বোধ হয় এমন কেউ হীন-প্রাণা পাষাণী এ সিন্ধু-সাম্রাজ্যে নাই, যে দেশ-রাণীর পূজায় তার সব অর্পণ না করবে। যদি কেউ করে—সেরূপ হীনা ঘৃণাকে সিন্ধু-রাণী স্ব-করে হত্যা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবে না। দীনা মাতৃ-সেবিকার এ উপহার—এ পূজা—এ ভক্তি অর্ঘ্য গ্রহণ করুন মন্ত্রীবর।"

পুলক প্লাবনে—আলোক স্পর্শনে—অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে সকলে নির্ব্বাকে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সকলে স্থান কাল, স্ব স্ব পদবী বিস্মৃত হইলেন। শিহরিত-গাত্রে, পুলকিত-চিত্তে, হর্ষিত-নেত্রে শুধু সেই মহিমা-ময়ীর অলোক-আলোক-আভা আলোকিত মূর্ত্তি প্রতি—অবাকে অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন। সম্রাট আলটামাস, আবেগ আকুলতায়

আত্ম-বিভোরের ন্যায় সহসা রাণীর সম্মুখে নতজানু হইয়া উপবেশনে—যুক্ত-করে বলিলেন,—

"মা—মা একি অদ্ভুদ মূর্ত্তি প্রকটিত করলি মা? এমন মোহন—বিমোহন—ভুবন আলোকময়ী—চিত্ত-চমকময়ী মূর্ত্তি তো আর কখনও কোথাও দেখি নাই। একি এ অদেখা মূর্ত্তি—একি এ অভাবা দৃশ্য দেখালি মা? একি এ প্রেরণা—একি এ চেতনা ঢেলে দিলি আল্-টামাসের হৃদয় মধ্যে। উদ্দাম উল্লাসে—উত্তাল উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে প্রাণ—নব স্পন্দনে জেগেছে জীবন—পুলকে—আলোকে—শিহরণে—জাগরণে সর্ব্বাঙ্গ আমার সিক্ত স্নাত হয়ে উঠেছে। ধন্য—ধন্য আজ আলটামাসের জীবন—এ মূর্ত্তি দর্শনে—মাতৃ সম্বোধনে। রুকুরুদ্দীন, এ দেবীর ঈঙ্গিত—জননী-আজ্ঞা মাথা পেতে নাও—সাজাও সমগ্র দিল্লী-বাহিনীকে। ভূত-ভবিষ্যত—অতীত-বর্ত্তমান সব চিন্তা হৃদয় হতে ধূয়ে-মুছে এই দেবীর আজ্ঞায় ছুটে যাও পারস্য-সৈন্য-সাগর-বক্ষে। নতুবা এই দেবীর ক্রুদ্ধ-রুদ্ধ রোষ নিঃশ্বাসে নিমজ্জিত হবে সৃষ্টি—এক লহমায়। সাজাও সৈন্য-সজ্ঘ—উড়াও ব্যোমপথে দিল্লীর পতাকা—পত্ পত্ রবে। বাজাও রণ-দুন্দুভি মেঘ-গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে—দাগ কামান মুহুর্মুহু জলধি জল-কল-কল্লোল মন্থনে।"

রাজা জলেশ উত্তেজিত চিত্তে—অগ্নিস্ফুরিত নেত্রে-উত্তপ্ত স্বরে বলিলেন,—

"সেনাপতি বিশ্বধর, তুমিও মাতৃ-মহাপূজার আয়োজন কর। পয়ধির উত্তাল উন্মত্ত তরঙ্গের ন্যায় পারসিকের বক্ষে তোমার সব সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। একা রুকুরুদ্দীন যেন এ পূজার সর্ব্বপ্রধান ভক্ত—পূজক—সাধক না হতে পারে। দেখাও জগতে—সিন্ধুর পুরুষ কি নারী জননী জন্ম-ভূমির জন্য কি ভাবে—কেমন করে হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে—অম্লান

শয়নে—অকাতর বদনে বুকের রক্ত ঢেলে দেয় মাতৃ-পদে—চন্দন-প্রক্ষেপের ন্যায়। জানাও বিশ্বে—সিন্ধু দুর্ব্বল হলেও কাপুরুষ নয়—সিন্ধু দেশপ্রিয় —দেশ-ভক্ত—মাতৃ-পূজক—কীর্ত্তি প্রার্থী—যশোকামী। এই মুহূর্ত্তে বাজাও —বাজাও রণ-ডঙ্কা—ঐ আকাশের বক্ষ চৌচির করে। উড়াও—উড়াও রক্ত-নিশান—নিজের বক্ষ-শোণিতে রঞ্জিত করে। সব শুভেচ্ছায়—সব কামনায় প্রার্থনায় সাজাও—সাজাও মাতৃ-পূজার ডালা।”

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"সিন্ধু যুদ্ধ করবে! কি বলছো তুমি সেনাপতি যুকার?"

"হাঁ করবে। যুদ্ধের জন্য সিন্ধুর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রস্তুত হয়েছে—রণ-সাজে সেজেছে।"

"তারা কি জানে না পারস্য-সৈন্য সংখ্যা কত? তারা কি জানে না পারস্য-বাহিনী সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় প্রবল প্রতুল?"

"জানে।"

"জেনে শুনে পারস্য বিপক্ষে তারা অস্ত্র তুলছে! আশ্চর্য্য সাহস—অদ্ভুদ এ জাতি। শঙ্কার স্থান এ জাতির হৃদয়ে নাই দেখছি।"

"সত্যই সিন্ধু—সিন্ধুরই ন্যায় শঙ্কাহীন। সিন্ধুর শুধু পুরুষই রণ-সাজে—অস্ত্র-ভূষায় ভূষিত হয় নাই—সিন্ধু-নারী, সিন্ধু-রাণী, মহারাণী, চাঁদিনী বেগম, প্রত্যেকে এ সমরে সঙ্গিনী হতে, রণ-মূর্ত্তিতে—রণ-আভরণে—অস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হয়েছেন।"

"অদ্ভুদ—অদ্ভুদ। আর্য্যাবর্ত্তের আকাশ বাতাস যেমন অদ্ভুদ—প্রকৃতির লীলা যেমন অদ্ভুদ—তেমনি অধিবাসীরও হৃদয়, মন, বাক্য, কার্য্য সবই অদ্ভুদ বিস্ময়ে গঠিত। শোন সেনাপতি, এ যুদ্ধে, এ সামান্য প্রতিদ্বন্দীর প্রতিদ্বন্দীতায় আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হবো না—অস্ত্র ধারণ করবো না। তুমি তোমার সহকারিগণ সহ, এই মুহূর্ত্তে অগ্রগামী হয়ে সিন্ধু-সৈন্য আক্রমণ কর। তাদের ললাটে সর্ব্বাগ্রে আক্রমণের সৌভাগ্য সম্মান প্রদান করো না।"

"আর রাজ-প্রাসাদ, দুর্গ, শিবির ধ্বংস করবো—না অগ্নি সংযোগে ভস্ম করবো ?"

"কিছু করবে না। শুধু রাজা জলেশ ও রুকুরুদ্দীনকে সুস্থ অক্ষত শরীরে বন্দী করবে। এই দুজনকেই আমার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অন্যান্য রথীন্দ্রকে হত্যা করো না—বন্দী করো। তারমধ্যে রাজা জলেশ ও রুকুরুদ্দীনকে বন্দী করে আমার শিবিরে আনয়ণ করবে। তারাই এ সমর-যজ্ঞের প্রধান হোতা—আমার প্রধান শত্রু। তাদের শাস্তি আমি স্বয়ং প্রদান করবো—তাদের আমি অতি কঠোরতম দণ্ডে দণ্ডিত করবো।. আর প্রাসাদ বা দুর্গ ধ্বংস বা ভস্ম দূরের কথা, আক্রমণের চেষ্টা মাত্র করবে না। আমার বিশ্বাস—আমার অনুমান সিন্ধুর মহারাণী ও চাঁদিনী বেগম দুর্গ এবং প্রাসাদে সম্রাট-তনয়া ও সিন্ধু অধীশ্বরী স্বীয় সহচারিবৃন্দা ও সিন্ধু রমণীগণ সহ রক্ষণে নিযুক্তা আছেন। পুরুষ হয়ে—বীর হয়ে—রমণী সংহতি অস্ত্র-ধারণে পারস্তকে কাপুরুষের ভূষায় ভূষিত করো না। আমার আদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রেখ—বাক্যে বাক্যে পালন করো—যাও।"

নীরব অভিবাদনান্তে সেনাপতি যুকার প্রস্থান করিলেন। গম্ভীর বদনে—গম্ভীর কণ্ঠে সুলতান ডাকিলেন,—

"বাঁদী।"

সভয়ান্তকরণে বাঁদী কক্ষে প্রবেশ করিয়া, সম্রাট সম্মুখে নতজানু হইয়া উপবেশনে, উভয় করোত্তলনে ভূ-আনতা হইয়া পুনঃ পুনঃ কুর্ণিশ করিতে লাগিল। তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই সুলতান বলিলেন,—

"সুলতান-জননী ও রাজ্ঞীকে আমার সেলাম দে।"

বাঁদী, ব্যাঘ্র-কবল বিমুক্তার ন্যায় আশস্ত-চিত্তে প্রণতা হইয়া মুহুর্মুহু কুর্ণিশ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

গভীর চিন্তা-রেখা সুলতান নয়নে—বদনে ফুটিয়া উঠিল। সুলতানের দেহ নিশ্চল—দৃষ্টি নিথর—সম্মুখস্থিত এক স্ফটিক বিনির্ম্মিত মূর্ত্তি-প্রতি নিবদ্ধ।

এমন সময় দুইটী সু-শুভ্র-বরণা, সু-শুভ্র-বসনা রমণী সুলতান-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অগ্রগামিনী বর্ষীয়সী মহিমময়ী মহিলাটী সু-শান্ত সু-কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আমায় ডেকেছ পুত্র ?"

সিংহাসন ত্যাগে সুলতান বলিলেন,—

"হাঁ মা। এ সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলনের পূর্ব্বে তোমার আশীর্ব্বাদ শিরে গ্রহণ করতে—তোমায় আহ্বান করেছি। পুত্ররূপে তোমার চরণ-তলে মাথা পেতেছি—আশীষ ধারায় সিক্ত কর সন্তান-শির।"

"বিশ্ব জয়ের প্রবল শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ করে, ক্ষুদ্র সিন্ধু জয়ের জন্য জননী-আশীষ-ভিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। তোমার এ প্রবল শক্তিসংঘর্ষণে সিন্ধু ভূ-কম্প-উৎপাটিত পর্ব্বতের ন্যায় শতধাদীর্ণ হবে সন্তান।"

"কিন্তু ইতিহাস আমায় শয়তান নামে অভিহিত করবে—জগৎ অবজ্ঞার দৃষ্টিক্ষেপে—নামে আমার ভ্রূ-কুঞ্চন করবে। মা, তোমার সন্তান শয়তান নয়—ধ্বংস প্রয়াসী—সৃষ্টিনাশী নয়। তোমার সন্তান চায় কীর্ত্তি যশ—তোমার সন্তান চায় বীর নামে অভিহিত হতে—কণ্ঠে গৌরব-হার দোলাতে—ললাটে বীরত্ব-বহ্নি জ্বালাতে—এই তার কামনা—আর এই জন্যই তোমার আশীষ প্রার্থনা।"

"তবে এ বিরাট অভিযান—আয়োজন কেন পুত্র ?"

"জগতের সম্মুখে পারস্যের শক্তি-পরিধি কতদূর বিস্তৃত দেখাতে। যে ইচ্ছা করলে বিশ্ব-বিজয়ে সক্ষম—সে ক্ষুদ্র সিন্ধুকে ধ্বংস না করে শত শোভায়—শত আলোক আভায় যদি পরাজিতের বক্ষ, কণ্ঠ, কর ভূষিত করে দেয়—সেকি নয় গৌরব মাতা ?"

"তাহলে আমি আশীর্ব্বাদ করছি—আমার অন্তরের সব স্নেহে—সব শুভেচ্ছায় আশীর্ব্বাদ করছি—বিশ্বের সব গৌরব-গরিমা তোমার ললাটে চির অধিষ্ঠিত হোক্।"

"তাহলে মা, তোমরা যাও রাজ-প্রাসাদ আক্রমণে।"

"সেকি! পারস্য-বাহিনী ত গণনীয় নয়?"

"না হলেও প্রাসাদ রক্ষিত সিন্ধু-রাণী ও দিল্লী-নন্দিনীর দ্বারা। রমণী সংহতি পারসিকের সংগ্রাম সেকি নয় পারস্যের অপযশ—অপৌরষেব কথা?"

"বুঝেছি। তবে চল্লুম সুলতান—আসি সন্তান।"

"এস মা—এস পারস্য-রাজ্ঞী। কিন্তু স্মরণ রেখ মা—স্মরণ রেখ রাজ্ঞী—সেই সিন্ধুর গৌরব-বাহিনী বীর-রমণীদ্বয়ের কমল-কোরক অঙ্গে—কঠোর-কুলিষ কুঠার প্রক্ষেপ করো না। অক্ষত-দেহে তাদের যদি বন্দিনী করে আনতে পার—তবে বুঝবো তোমরা পারস্য-সুলতানের উপযুক্তা জননী—উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী। যাও জননী—সাজাও তোমার রমণী-বাহিনী। আশা করি, পারসিক নারী শক্তি-সাহসে—বল-বীর্য্যে হিন্দু অপেক্ষা ক্ষীণা—হীনা নয়।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"তোমরা সিন্ধু-নারী?"

"হাঁ।"

"ঠিক বল্‌ছো?"

"ঠিক বল্‌ছি।"

"সিন্ধু-নারী বলে পরিচয় দাও?"

"দিই।"

"গর্ব্ব কর?"

"করি।"

"তোমরা বীর-নারী?"

"হাঁ।"

"স্বামী-ধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী?"

"হাঁ।"

"তবে শপথ কর—স্বামী যে বীর-ধর্ম্ম পালনে ছুটে গিয়েছেন সমর-ক্ষেত্রে সে ধর্ম্ম তোমরা পালন করবে।"

"শপথ করছি।"

"তবে শপথ কর—স্বামী বা পুত্রের মৃত্যুদৃশ্য স্বচক্ষে দর্শনেও রুধির-পায়িনীর ন্যায় অকাতর-চিত্তে রণাঙ্গণে দণ্ডায়মানা থাকবে।"

"শপথ করছি।"

"তবে শপথ কর—স্পন্দিত দেহ বহন করে কেউ প্রত্যাবর্ত্তন করবে না।"

"শপথ করছি।"

"তবে গাও সেই গান—যে গানে মেতে ওঠে নির্জ্জীব নিস্তেজ প্রাণ। তোল সেই তান—যে তানে সর্ব্বাঙ্গে অনল-ধারা করে বরিষণ। তবে বাজাও রণ-বাদ্য—যে বাদ্যের ঝঙ্কারে হয় অগ্নি উদ্গীরণ। তবে বাজাও সেই বাজনা—নিঃস্বনে যার শত শক্তিতে নেচে ওঠে নয়ন—বদন। গাও সিন্ধু-নারী—গাও বীরাঙ্গনা।"

সিন্ধুর মহারাণী ও চাঁদিনী বেগম, রণ-বেশে, রণ-সাজে, রণ-ভূষণে—সজ্জিতা ভূষিতা হইয়া রণ-মত্তা বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠ-বিহারিণীর ন্যায় দণ্ডায়মানা হইলেন। পশ্চাতে সিন্ধু-নারীবৃন্দা, কোমল করে কঠোর কঠিন করবাল ধারণে, মহারাণীর আদেশ পালনে সকলে সমস্বরে—সমসুরে—সমতানে—সমকণ্ঠে গাহিল—

সব যাও ভুলে—সব ফেল দূরে।
সমর—সমর—সমর—গাহরে॥
বিলাস বসন সব কর চূর।
মায়া মমতা শঙ্কা সব কর দূর॥
কে আছ নারী—এস ত্বরা করি।
ধর হাতিয়ার বধিতে দেশ-অরি॥
ভারত আমার ভারত আমার।
বন্দিব পূজিব চরণ তোমার॥
জয় ভারত জয় ভারত রাণীরে।
মেঘ-গুরু গম্ভীরে রণ-জয় গাহরে॥

"তবে এস সব আমার সঙ্গে—ভৈরবী লীলা-রঙ্গে—সূর্য্যশিখা বিভাবিত

অঙ্গে—এস এস সমর-অঙ্গনে। তবে দেখাও পারস্তকে—হিন্দু-নারীর ভুজে কত বল সঞ্চারিত—কত সাহস অন্তরে তার সঞ্জীবিত। তবে চল সব—থিয়া থিয়া তাথৈই নৃত্য উল্লাসে—বিভীষণা, করাল-বদনা, নর-মুণ্ডমালা-শোভনা রুদ্রা-মূর্ত্তি-বিভঙ্গে। তবে এস সব বীরাঙ্গনা—হিন্দু-পুরাঙ্গনা, লজ্জা-সঙ্কোচের শূন্য স্থান—শৌর্য্যে-বীর্য্যে পূর্ণ করে—স্বামী-ধর্ম্ম পালনে—দেশ-রাণীর অঙ্গ সাজাতে কীর্ত্তি-ভূষণে—জননী জন্ম-ভূমির রক্ষণে।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"রক্ত-বসনে—অস্ত্র-ভূষণে—সঙ্গিনীসনে কোথা যাও?"

"স্বামী-ধর্ম্মপালনে—দেশ-রক্ষণে—সমর-প্রাঙ্গণে।"

"তোমার এ নারী-জীবনে—কোন সাধ নাই কি প্রাণে?"

"স্বামী-ধর্ম্মপালন—দেশ-রক্ষণ—এই সাধ আছে এ প্রাণে।"

"তাহ'লে সে সাধ অব্যাজে পরিহারে—অবিলম্বে অস্ত্র ত্যাগ কর হিন্দু-নারি।"

"কার আদেশে?"

"পারস্থ রাজ-জননী ও রাজ-রাজ্ঞীর আদেশে।"

"পারস্থ-জননী ও রাজ্ঞীর স্মরণ রাখা উচিৎ যে, সিন্ধু-রাণী ও তদীয়া ভগিনী সম্রাট-নন্দিনী পারসিকের ক্রীত-দাসী নয়।"

"মৃত্যু যাকে আহ্বান করে, সে এই রকমই ভুল বোঝে—ভ্রান্তপথে চলে।"

"তোমার নির্দ্দেশিত ভ্রান্ত-পথ আমাদের পুণ্য-পথ—ধর্ম্ম-পথ।"

"তবে সেই পথে যাও রাণী।"

"সে ভয় এ অন্তরে নাই সুলতান-জননী।"

"কিন্তু এ তোমাদের স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন।"

"কিন্তু স্বর্গ-পথ নির্ম্মাণ—কীর্ত্তি-আহ্বান।"

"তবে স্থির সঙ্কল্প?"

"এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। সিন্ধু-রাণী, হিন্দু-রমণী, ক্ষীণ-প্রাণা—সাহসহীনা নয়—পারস্ত-রমণী।"

"তবে নিরুপায়। তবে পারসিক-রমণীগণ. আক্রমণ কর—সিন্ধুর-নারী-বাহিনীকে।"

"আদ্যাশক্তি-শালিনী—রুদ্রা-অংশ-সমুদ্ভবা হিন্দু-রমণীবৃন্দা, তবে দেখাও হিন্দু-নারীর ভুজে কত বল। কর—আক্রমণ কর পারসিক রমণীগণে।"

শক্তিতে শক্তিতে সংঘর্ষণ হইল। অপূর্ব্ব সে অভাবা-চিত্র—অপূর্ব্ব সে অদেখা দৃশ্য। যে কোমল-কনক-কমল-করে, কুসুম-কলিকা, কুসুম-মালিকাই শুধু শোভা পায়—সেই করে কঠোর-কঠিন ভীষণ দর্শন শমন সঙ্গী লৌহাস্ত্র বিরাজিত। যে নয়ন সতত স্নেহে, প্রেম-প্রীতির উত্তাল-প্লাবনে পরিসিক্ত—সেই নয়নে প্রবল প্রতপ্ত প্রজ্জ্বলিত অনলশিখা প্রধূমিত। যে বদন শত রামধনু-লীলাতরঙ্গে সতত তরঙ্গায়িত, হাস্য-লাস্যে পরিপ্লাবিত—সেই বদন ঘন-ঘোর জলদ-মালার ন্যায় গম্ভীর—স্থির ধীর। যে শত-চন্দ্র-কিরণ-বিশোভিত, শতদল-গঠিত অঙ্গ, শত ভঙ্গিমায়, লালিমায়, মধুরতায় উচ্ছসিতা, অলঙ্কার শোভায় আভায় আলোকিতা, সেই অঙ্গ রক্ত-বসনে অস্ত্র-ভূষণে ভূষিতা! যে পুষ্প-কোমলা, শিশির-সরলা হৃদয়, মমতায়—মায়ায় আবেগময়ী, সেই হৃদয় অনলতাপে উত্তাপিত—রুধির পানাশায় উল্লসিত। অপূর্ব্ব সে দৃশ্য। যেন স্থিরা ধীরা মন্থর-গমনা কল্লোলিনী সহসা উন্মাদিনী মূর্ত্তি-ধারণে উৎক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যেন পর্ব্বত উঠেছে—সুন্দর-বারিময়ীর কোমলবক্ষে—তার কোমল তরল বক্ষভেদে। যেন পরিপূর্ণা-যৌবনা তটিনী সহসা সূর্য্যতাপে তাপিত-প্রাণে বিসর্জ্জন দিয়েছে, তার হৃদয়ের সব সরসতা—সব তরলতা—সব কোমলতা। অদ্ভুদ সে দৃশ্য।

পারস্য-নারী প্রবলা—তদুপরি সবলা—সংখ্যাতেও হিন্দু অপেক্ষা দ্বিগুণা। ক্ষণিক আক্রমণ প্রতি আক্রমণে—সিন্ধু-রাণী ও সম্রাট-সূতা সঙ্গিনীগণ-সহ অস্ত্র-হীনা অবস্থায় সুলতান-জননী ও সুলতানা করে বন্দিনী হইলেন।